আর এস এসের প্রতিনিধি সভায় গৃহীত প্রস্তাব

.. পৃঃ ২৯

দাম : দশ টাকা

স্বস্তিকা

বামিয়ানের পর নিমরুদ। ইসলামি মৌলবাদের বর্বরতা চলছেই

.. পৃঃ ৩১

৬৭ বর্ষ, ৩১ সংখ্যা ।। ৩০ মার্চ ২০১৫ ।। ১৫ চৈত্র - ১৪২১ ।। website : www.eswastika.com

মৌলবাদের নিশানায় ইউরোপ

স্বস্তিকা

।। কলকাতা ও আগরতলা থেকে একযোগে প্রকাশিত বাংলা সংবাদ সাপ্তাহিক।।

৬৭ বর্ষ ৩১ সংখ্যা, ১৫ চৈত্র, ১৪২১ বঙ্গাব্দ

৩০ মার্চ - ২০১৫, যুগাব্দ - ৫১১৭,

Website : www.eswastika.com

সম্পাদক : বিজয় আঢ্য

সহ সম্পাদক : নবকুমার ভট্টাচার্য, সুকেশ মণ্ডল

প্রচ্ছদ ও রূপায়ণ : অজিত কুমার ভকত

দূরভাষ :

সম্পাদকীয় : ৮৪২০২৪০৫৮৪

সার্কুলেশন : ৭২৭৮৪১৭৩১৬, ৮৬৯৭৭৩৫২১৪

অফিস : ৯৮৭৪০৮০৩৫৪, ৯৮৭৪০৮০৩৪১

বিজ্ঞাপন : ৯৮৭৪০৮০৩৪৩

দাম : ১০ টাকা

বার্ষিক গ্রাহক মূল্য ৪০০ টাকা।

Postal Registration No.-Kol.RMS/48/2013-2015

R N I No. 5257/57

দূরভাষ : ২২৪১-০৬০৩ / ৫৯১৫

E-mail : swastika5915@gmail.com

vijoy.adya@gmail.com

Website : www.eswastika.com

স্বস্তিক প্রকাশন ট্রাস্টের পক্ষে রণেন্দ্রলাল বন্দ্যোপাধ্যায় কর্তৃক ২৭/১-বি, বিধান সরণি, কলকাতা - ৬ হতে প্রকাশিত এবং সেবা মুদ্রণ, ৪৩, কৈলাস বোস স্ট্রীট, কলকাতা- ৬ হতে মুদ্রিত।

সূচীপত্র

সম্পাদকীয় ▯ ৫

সংবাদ প্রতিবেদন ▯ ৬-৮

খোলা চিঠি : চন্দ্রিমা-সোনিয়া ফারাক নাই ▯ সুন্দর মৌলিক ▯ ৯

সব হিন্দুকে একঘাটে জল খাওয়াতে নয়— অস্পৃশ্যতার বিরুদ্ধে ডাক দিল সঙ্ঘ ▯ গূঢ়পুরুষ ▯ ১০

প্রধানমন্ত্রী মোদীর সফর— সেসেলস, মরিশাস ও শ্রীলঙ্কার আঞ্চলিক সুরক্ষা, উন্নয়ন ও শান্তিপূর্ণ সহাবস্থান সুদৃঢ় হবে ▯ মে: জে: কে কে গঙ্গোপাধ্যায় (অব) ▯ ১১

মৌলবাদের নিশানায় ইউরোপ ▯ হিতেশ রাংরা ▯ ১৪

টিভি ধারাবাহিক ও মধ্যবিত্ত বাঙালি ▯ কৃষ্ণেন্দু বন্দ্যোপাধ্যায় ▯ ২০

শ্রীরাম চালীসা ▯ বিক্রম মুখোপাধ্যায় ▯ ২১

পৌরাণিক নগর : অন্ধ্র ▯ গোপাল চক্রবর্তী ▯ ২৩

নীরবতা সবসময় সুখের নয় ▯ কে জি সুরেশ ▯ ২৭

'প্রাথমিক শিক্ষা মাতৃভাষায় হওয়া প্রয়োজন'— আর এস এসের প্রতিনিধিসভায় গৃহীত প্রস্তাব ▯ ২৯

বামিয়ানের পর নিমরুদ— ইসলামি মৌলবাদের বর্বরতা চলছেই ▯ উপানন্দ ব্রহ্মচারী ▯ ৩১

নিয়মিত বিভাগ

চিঠিপত্র : ১৯ ▯ **নবাঙ্কুর : ২৪-২৫** ▯ **অঙ্গনা : ২৬** ▯ **অন্যরকম : ৩৩** ▯ **সমাবেশ-সমাচার : ৩৫-৩৮** ▯ **রঙ্গম : ৩৯** ▯ **শব্দরূপ : ৪০** ▯ **চিত্রকথা : ৪১**

স্বস্তিকা

আগামী সংখ্যার আকর্ষণ

কেমন পরিষেবা চায় কলকাতার মানুষ ?

মহাকরণ গঙ্গা পার হয়ে হাওড়ায় চলে গেলেও রাজধানী কলকাতা সেই রাজধানীই। তাই কলকাতার পুরভোটও বাকিদের থেকে ধারে ভারে আলাদা। সেই ভোটের আগে কেমন পরিষেবা চায় কলকাতার মানুষ ? রাজধানী শহরকে কেমন দেখতে চায় রাজ্যের মানুষ— এটাই এই সংখ্যার বিশেষ আকর্ষণ। লিখেছেন পিনাকপাণি ঘোষ, অর্ণব নাগ, অম্লানকুসুম ঘোষ প্রমুখ।

HB ®
INDIA'S NO. 1 IN
ISI MARKED
HEAVY PIPE FITTINGS

HB ® AN ISO 9002 CERTIFIED CO.

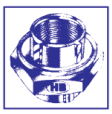

Authorised Distributor
NATIONAL PIPE & SANITARY STORES
54, N. S. Road
Kolkata-700001
Ph : 2210-5831/5833

3, Jadu Nath Dey Road,
Kolkata-12, Ph. 2215-6804,
Fax : 2212-2803
Sister Concern
Partha Sarathi Ceramics

4, College Street,
Kolkata-700012
Ph: 2241 6413 / 5986
Fax : 033-22256803
e-mail : nps@vsnl.net
website ;
www\nationalpipes.com

সানরাইজ ®
সর্ষে পাউডার

SUNRISE ® PURE
স্বাস্থ্য-সম্মত, ঝাঁঝালো - খেতে বড্ড ভালো।

জননী জন্মভূমিশ্চ স্বর্গাদপি গরীয়সী

সম্পাদকীয়

জম্মু-কাশ্মীর—প্রাপ্ত সুযোগের সদ্ব্যবহার সময়ের দাবি

জম্মু ও কাশ্মীরে শান্তিপূর্ণ নির্বাচনের জন্য সন্ত্রাসবাদীদের ও পাকিস্তানকে ধন্যবাদ জানাইয়া সমালোচনার মুখে পড়িয়াছিলেন মুখ্যমন্ত্রী মুফতি মহম্মদ সইদ। আফস্পা প্রত্যাহারের জন্যও তিনি সওয়াল করিয়াছেন। বিচ্ছিন্নতাবাদী নেতা মাসরত আলমকে শ্রীনগর জেল হইতে মুক্তি দিয়া বিজেপি-র অস্বস্তির কারণ হইয়াছেন। স্বয়ং প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীকে বিষয়টি লইয়া সংসদে বিবৃতি দিতে হইয়াছে। যদিও মুফতির এইসব আচরণে অনেকেই আশঙ্কা প্রকাশ করিয়াছেন। জম্মু ও কাশ্মীর রাজ্যে সরকার পরিচালনার জন্য বিজেপি ও পিডিপি-র জোট গঠনকে (শর্তসাপেক্ষে) প্রায় উত্তর মেরু ও দক্ষিণ মেরুর পারস্পরিক একীকরণের মতোই রোমাঞ্চকর এক ঘটনা বলিয়া মুফতি বর্ণনা করিয়াছেন। এই রাজনৈতিক জোটের ফলে ভারতের প্রান্তসীমার এই দুর্গম রাজ্যটি আজ এক অভূতপূর্ব পরীক্ষার মুখে দণ্ডায়মান। দুই দলের আদর্শগত ব্যবধান দুস্তর। একটি দল রাজ্যের সম্পূর্ণ আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকার অর্জনের স্বপ্নে বিভোর এবং দ্বিতীয়টি এই বিক্ষুব্ধ রাজ্যটিকে কেন সংবিধানের ৩৭০ ধারা বলে বিশেষ মর্যাদার আসনে প্রতিষ্ঠিত রাখিতে হইবে তাহারই সমালোচনায় মুখর। এই পরিপ্রেক্ষিতে স্মরণে রাখা আবশ্যক যে আজকের শতাব্দীটি সম্পূর্ণ নবীন। অদ্যকার মুহূর্তে অতীতের আদর্শগত কলহ, ক্ষোভ সংযত রাখিয়া প্রাপ্ত সুযোগগুলির পূর্ণ সদব্যবহারই সময়ের দাবি। যে ঐতিহাসিক জোট কাশ্মীরের ভূমিতে জন্ম লইয়াছে তাহা যেন এই রাজ্যটিকে শান্তির পথে চালিত করিতে সক্ষম হয়। ইহাই সর্বাপেক্ষা জরুরি।

হয়তো তাহাদের জোটের অবশ্যম্ভাবী বৈপরীত্যকে জনসমক্ষে প্রথম রাজনীতিতেই প্রকট করিয়া তুলিতেই মুখ্যমন্ত্রী মুফতি মহম্মদ বলিয়া বসেন রাজ্যের নির্বাচন পাকিস্তান, বিচ্ছিন্নতাবাদী ও হুরিয়তের বদান্যতায় সাফল্যমণ্ডিত হইয়াছে। আদতে ইহা তাঁহার ঘনিষ্ঠ সমর্থকদের মধ্যে যাহারা বিজেপি-র সহিত জোটে যারপরনাই অখুশি তাহাদেরই কিছুটা মাথায় হাত বুলাইয়া রাজ্যের কার্য সমাধা করিবার ইঙ্গিতও হইতে পারে। অবশ্যই সময়ের আবর্তনের সঙ্গে রাজ্যের উন্নয়নের প্রশ্নে উভয় দলই যেন তাহাদের চিরকালীন আদর্শগত বৈপরীত্যগুলির ধার একটু ভোঁতা করিয়া রাজ্যটিকে দিল্লীর সাহায্যে আগাইয়া লইয়া যাওয়ার চেষ্টায় ব্রতী হয়। কেননা ইহাতে রাজ্যেরই মঙ্গল। ইহার অর্থই হইতেছে সমগ্র রাজ্যটিকে দুইটি খণ্ড হিসাবে না দেখিয়া একটি সমগ্র অবিচ্ছেদ্য অংশ হিসেবে দেখা। মনে হয় কেবলমাত্র এই পথেই রাজ্যের শাসন পদ্ধতি যথার্থ উন্নয়নমুখী হইতে পারে। উভয় দলেরই এই প্রসঙ্গে একটি কথা স্মরণে রাখা জরুরি যে রাজ্য পরিচালনার ক্ষেত্রে তাহারা যতই সাফল্য দেখাইতে পারিবে তাহাতে আপন আপন দলেরই সুনাম বৃদ্ধি ঘটিবে।

রাজ্যের বর্তমান মন্ত্রিসভায় ভূতপূর্ব বিচ্ছিন্নতাবাদী সাজ্জাদ গোনি লোনও রহিয়াছেন। ইহার মাধ্যমে অন্যান্য বিচ্ছিন্নতাবাদী সংগঠনগুলির মধ্যে একটি সদর্থক বার্তা অবশ্যই পৌঁছাইবে যে তাহারাও মূলধারার রাজনীতির অংশীদার হইতে পারে। এই পটভূমিতেই বোঝা যায় মুখ্যমন্ত্রী মুফতি যখন বিচ্ছিন্নতাবাদী হুরিয়ত বা পাকিস্তানের পক্ষে ভোট সফল করিবার জন্য বাহবা দিতেছিলেন তখন বিজেপি কেন নীরব ছিল। আজ বিশেষ করিয়া কেন্দ্র ও রাজ্যের শাসন ক্ষমতায় আসীন হইয়া বিজেপি একথা উপলব্ধি করিতেছে যে উপত্যকায় দীর্ঘস্থায়ী শান্তির বাতাবরণ প্রতিষ্ঠিত করিতে হইলে বিচ্ছিন্নতাবাদী গোষ্ঠীগুলিকে অমান্য অবজ্ঞা করিয়া চলিবার কোনো অবকাশ নাই। জাতীয় মর্যাদা ও নিরাপত্তার সহিত আপোশ না করিয়াও বলা যায়, তাহাদের সহিত আলাপ আলোচনাও রাস্তা দেখাইতে পারে। এই মর্মে বিচ্ছিন্নতাকামীরা যতই পাকিস্তানের পক্ষে কণ্ঠ উচ্চগ্রামে লইয়া যাক না কেন বুঝিতে হইবে ন্যূনপক্ষে তাহাদের মাধ্যমেও পাকিস্তানকে বার্তা দেওয়ার প্রয়োজনীয় সুযোগ আছে। লক্ষণীয়ভাবে পিডিপি এবং বিজেপি উভয়েই বর্তমান পাকিস্তানের সহিত আলোচনার রাস্তা খুলিতে উদগ্রীব। বিদেশসচিব পর্যায়ের কথোপকথনের সূচনা করিতে সম্প্রতি এস জয়শঙ্কর পাকিস্তানে গিয়াছিলেন। এই বিষয়ে অতীত অভিজ্ঞতা যতই কটু হউক না কেন তবুও আশার আলোর প্রত্যাশায় জম্মু-কাশ্মীরে বিজেপি-পিডিপি জোট সরকার টিকিয়া থাকা দরকার।

সুভাষিতম্

ন প্রহৃষ্যতি সম্মানে নাপমানে চ কুপ্যতি।
ন ক্রুদ্ধঃ পরুষং ব্রূয়াৎ সবৈ সাধূত্তমঃ স্মৃতঃ।।

সম্মান জানালেও যিনি আনন্দে উৎফুল্ল হন না, অপমান করলেও ক্রোধিত হন না, ক্রোধিত হলেও কঠোরবাক্য প্রয়োগ করেন না, তাঁকেই সজ্জনদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ বলা হয়।

গত তিন বছরে সাড়ে দশ হাজার শাখা বেড়েছে : আর এস এস

নাগপুরে সাংবাদিক সম্মেলনে ভাইয়াজী যোশী ও মনমোহন বৈদ্য।

নিজস্ব প্রতিনিধি॥ এই প্রতিযোগিতার যুগে শাশ্বত বিকাশের উদাহরণ হিসাবে ভারত কীভাবে নিজেকে বিশ্বে প্রতিষ্ঠা করতে পারে বর্তমানে এটাই হলো চ্যালেঞ্জ। বিভিন্ন দেশে বসবাসকারী ভারতীয় বংশোদ্ভুত নাগরিকরা বর্তমান সরকারের ভূমিকায় গর্ব অনুভব করছে। তাই জনসাধারণের চাহিদা, ভাবনা ও সংবেদনা বুঝে সরকার কাজ করবে, দেশ এটা চায়। রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের প্রতিনিধিসভায় পেশ করা প্রতিবেদনে সরকার্যবাহ ভাইয়াজী যোশী এই আশা ব্যক্ত করেছেন। উল্লেখ্য, গত ১৩ থেকে ১৫ মার্চ নাগপুরে প্রতিনিধি সভার বৈঠক হয়।

গত এক বছরে প্রয়াত বিশিষ্টজন ও সঙ্ঘের কার্যকর্তার উদ্দেশে শ্রদ্ধা জানিয়ে তিনি জানান, সারা দেশে এখন ৩৩২২২ স্থানে ৫১৩৩০ শাখা, ১২৮৪৭ সাপ্তাহিক মিলন ও ৯০০৮ সঙ্ঘমণ্ডলী চলছে। উল্লেখ্য, ২০১২ সালের তুলনায় বর্তমানে ৫১৬১টি স্থান ও ১০৪১৩ শাখা বেড়েছে। গত বছর ৫৯টি প্রথমবর্ষ সঙ্ঘশিক্ষা বর্গ ও ১৬টি দ্বিতীয় বর্ষ সঙ্ঘশিক্ষা বর্গ হয়েছিল। তৃতীয় বর্ষের বর্গে ৬৫৭টি স্থান থেকে ৭০৯ জন শিক্ষার্থী অংশগ্রহণ করেছিল। সবমিলিয়ে এইসব সঙ্ঘশিক্ষা বর্গে ২৩৮১২টি শাখা থেকে ৮০৪০৯ স্বয়ংসেবক প্রশিক্ষণ গ্রহণ করে।

রাজা রাজেন্দ্র চোলের সিংহাসন আরোহণের ১০০০ বর্ষ পূর্তি উপলক্ষে ৯ নভেম্বর, ২০১৪-তে তামিলনাড়ুর সব জেলা শহরে পথসঞ্চলন হয়। তামিলনাড়ু সরকার এই সঞ্চলনের উপর নিষেধাজ্ঞা জারি করলে তার প্রতিবাদে ৩৫০০০ মানুষ সত্যাগ্রহ করে কারাবরণ করে।

যুব শক্তির বিকাশের জন্য কর্ণাটক দক্ষিণ প্রান্তের উদ্যোগে 'সমর্থ ভারত' নামে দু'দিনের এক শিবিরে ৩৮৫২ জন যুবক অংশগ্রহণ করে। 'গ্রুপ ডিসকাশন'-এ ৪৮ ধরনের বিষয় ছিল। আলোচনার চিন্তাসূত্র ছিল— 'Theme for team and team for theme'। এই সংকল্প শিবিরে অংশগ্রহণকারী ৭৭ জন দেশের কাজ করার জন্য এক বছর সময় দেবার শপথ গ্রহণ করেছে।

মণিপুরে প্রাদেশিক শীত শিবিরের সমাপ্তি অনুষ্ঠানে ৪০০ স্থান থেকে ৭০০০ নাগরিক উপস্থিত ছিলেন। সরসঙ্ঘচালক মোহনরাও ভাগবত এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন। মণিপুরের মহারাজা শ্রীলশেম্বা সানাজাওরা সভাপতিত্ব করেন।

মধ্যপ্রদেশের মহাকোশল অঞ্চলে থেকে ৭ অক্টোবর বিশেষ জনসম্পর্ক কার্যক্রমে ১৫৭টি শহর ও ১১০৭টি গ্রামে ৩,১৭,২৬৪ পরিবারের সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপন করা হয়। ৭২৫৪ জন স্বয়ংসেবক এই কার্যক্রমে অংশগ্রহণ করে।

রামমন্দিরের বিষয়টি বাতিল করা হয়নি : আর এস এস

নিজস্ব প্রতিনিধি॥ রামমন্দির ইস্যুকে আমরা বাতিল করিনি। উচ্চ আদালতের রায় যা হিন্দুদের পক্ষে গিয়েছিল তা এখন সুপ্রিম কোর্টের বিচারাধীন। বিচার বিভাগ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। সুপ্রিম কোর্টে এই মামলার শুনানি ধীর গতিতে চলছে। এই শুনানি দ্রুত হওয়া দরকার। গত ১৫ মার্চ নাগপুরে রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের সরকার্যবাহ সুরেশ যোশী এক সাংবাদিক বৈঠকে এই কথা বলেন। উল্লেখ্য, শ্রী যোশী সম্প্রতি সঙ্ঘের অখিল ভারতীয় প্রতিনিধি সভার বৈঠকে তৃতীয়বারের জন্য সরকার্যবাহ নির্বাচিত হয়েছেন। এই প্রসঙ্গে তিনি আরও বলেন, এই ইস্যু নিয়ে এখনই আন্দোলন করার সময় হয়নি। আমরা পরবর্তী ঘটনাবলীর দিকে লক্ষ্য রাখছি।

পাকিস্তান থেকে আগত হিন্দুদের ভারতে নাগরিকত্ব দেওয়ার পক্ষে জোরালো সওয়াল করে তিনি বলেন, বিদেশে অত্যাচারিত হলে হিন্দুদের ভারত ছাড়া আর অন্য কোথাও যাওয়ার জায়গা নেই। তাদের এদেশে নাগরিকত্ব দেওয়া আমাদের সমাজ ও সরকারের দায়িত্ব। তাদের বিষয়টা সরকারের গুরুত্ব দিয়ে বিবেচনা করা উচিত। উল্লেখ্য, পাকিস্তান থেকে কয়েকশো হিন্দু পরিবার পালিয়ে এসে ভারতের গুজরাট-সহ কয়েকটি রাজ্য আশ্রয় নিয়েছে এবং তারা এই দেশের নাগরিকত্ব চাইছে।

মালদহের কলিগ্রামে প্রতিমা ভাঙালো দুষ্কৃতীরা

সংবাদদাতা॥ একদল মুসলমান দুষ্কৃতীর সন্ত্রাসের মুখে আবার মালদহের কলিগ্রাম। প্রতি বছরের ন্যায় এ বছরও গৌর-নিতাই পূজা ও অষ্টপ্রহর সংকীর্তনের আয়োজন করে কলিগ্রামবাসী। পূজা ও কীর্তন শেষে প্রতিমা নিয়ে বিসর্জনে যাওয়ার সময় পথে গণ্ডগোলের সূত্রপাত। ঘটনাটি ঘটেছে কলিগ্রামের ধুলড়ি ময়দান রোডে। ফলে এই ঘটনায় এলাকায় এক চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়। স্থানীয় বাসিন্দারা জানান, গত ১০ মার্চ প্রতিমা বিসর্জনের জন্য শোভাযাত্রা নিয়ে যাওয়ার সময় আহেবুল শেখ, মহঃ কাবের, বাবুলাল ও সামিম-সহ বেশ কয়েকজন যুবক বাইক নিয়ে শোভাযাত্রায় প্রবেশ করে বিঘ্ন ঘটাতে থাকে। নিষেধ করা হলে দলবল জুটিয়ে নিয়ে এসে রড, লাঠি দিয়ে শোভাযাত্রায় আক্রমণ করে। এই মুসলমান যুবকদের নেতৃত্বে প্রতিমা ভাঙচুর করা হয়। গণ্ডগোল চলাকালীন ঘটনাস্থলে পুলিশ উপস্থিত থাকলেও তারা নিছক দর্শকের ভূমিকা পালন করে বলে জানা যায়। তাদের পক্ষ থেকে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনার কোনোরকম ব্যবস্থা নিতে দেখা যায়নি বলে স্থানীয় বাসিন্দাদের অভিযোগ। মুসলমানদের কোপের মুখে হিন্দু দেব-দেবীর প্রতি আক্রমণ এই প্রথম নয়। এর আগেও এইরকম ঘটনার সাক্ষী থেকেছে এলাকার মানুষ। অতীতে সরস্বতী প্রতিমার মস্তক ছিন্ন করতেও দেখা গেছে মুসলমান দুষ্কৃতীদের। কলিগ্রামের এই ঘটনা প্রসঙ্গে জানা যায়, এই তিন মুসলমান যুবক বিভিন্ন সমাজ-বিরোধী কাজের সঙ্গে যুক্ত। এদের নামে পুলিশের কাছে অভিযোগ দায়ের হলেও এখনও পর্যন্ত কোনোরকম ব্যবস্থা নিতে দেখা যায়নি।

পুলিশের পক্ষ থেকে জানানো হয়, তদন্ত চলছে, খুব শীঘ্রই দুষ্কৃতীরা ধরা পড়বে। কিন্তু এই ঘটনায় এলাকার মানুষ ক্ষোভে ফেটে পড়েছেন। তাদের বক্তব্য, দুষ্কৃতীরা গ্রেপ্তার না হলে এক বড় বড় আন্দোলনের পথে নামবেন তারা। এলাকার মানুষের ধারণা, রাজনৈতিক চাপেই পুলিশ ব্যবস্থা নিচ্ছে না।

কেউ যেন অলীক কেউবা হঠাৎ আবির্ভূত

নিজস্ব প্রতিনিধি॥ গত দশ-পনেরো বছরে যিনি রাজপথে বিরল দৃষ্ট ছিলেন সেই কংগ্রেস সভানেত্রী সোনিয়া গান্ধী দলবল নিয়ে হঠাৎ ভূতপূর্ব প্রধানমন্ত্রীর বাড়ীর দিকে মিছিল নিয়ে চললেন। পারিষদবর্গের তখন সত্যিই ঠেলাঠেলি পড়ে গেল। শোনা যায়, ডেরেক ও ব্রায়েন নাকি কংগ্রেসমাতার ঘাড়েই পড়ে যাচ্ছিলেন। চাট্টিখানি কথা তো নয়, কংগ্রেসমাতার সঙ্গে পদযাত্রা! জনতাদল (ইউ), সিপিএম তৃণমূল— কে ছিল না। মনমোহন-গৃহ অভিযানে অধিকাংশই মানুষের সঙ্গে সম্পর্কহীন রাজ্যসভার কংগ্রেস সদস্যই জড়ো হয়েছিলেন। তাঁরা সঙ্গে আছেন এই বার্তা দিতে। বাস্তবিক সোনিয়া তো জানেন বেচারা ভূতপূর্ব প্রধানমন্ত্রী ছিলেন আক্ষরিক অর্থেই ঠুঁটো জগন্নাথ।

তবে এই যাত্রার দু'টি পর্ব— একটি হচ্ছে অন্তর্ধান পর্ব আর দ্বিতীয়টি পুনরুত্থান পর্ব। কংগ্রেস সহসভাপতি রাহুল গান্ধী সংবাদ অনুযায়ী অজ্ঞাত স্থানে থেকে দেশের ও দলের রাজনৈতিক তৎপরতা অবলোকন করছেন। আর সভানেত্রীর হঠাৎ মিছিল পদযাত্রার যে রাজনীতি তা তার বরাবরের অপছন্দ। তিনি হঠাৎ আজ 'জয় কিষান' স্লোগান দিতে তৎপর। নেতা-নেত্রী নেতৃত্ব দেবেন এটাই তো কাম্য। কিন্তু যিনি ফেরে পড়ে আজ অসুস্থ শরীরে রাস্তায়, আর যাঁকে নেতার মসনদে বসাতে তৎপর সেই রাহুল গান্ধীকে বর্তমানে ফেরারি তকমার দাবিদার বললেও বেশি বলা হবে না। এই পরিস্থিতি ও সোনিয়ার নেতৃত্ব দেখে কংগ্রেসের প্রবীণপন্থীরা বলতে শুরু করেছেন আজও অসুস্থ সোনিয়া কতখানি কার্যকরী। সত্যিই কি যুবরাজের কোনো প্রয়োজনীয়তা অবশিষ্ট আছে? কিন্তু ওই যে অলীক বা ভৌতিক উপস্থিতির প্রমাণ হিসেবে তাঁর ইচ্ছে অনুযায়ীই নাকি সোনিয়া জমি আন্দোলন নিয়ে আন্না হাজারের সঙ্গে কথা বলছেন। মনে পড়বে অতীতে উন্নয়নের প্রশ্নে তিনি বৃহস্পতি (জুপিটার)-এর গতিতে উন্নয়নের প্রসঙ্গ উল্লেখ করেছিলেন। জ্যোতির্বিজ্ঞান বিশারদরা একেবারেই বেরসিক। তাঁরা বলছেন, সেটা হয়তো সম্ভব নয়, 'জুপিটার' নাকি শুধুই গ্যাস অর্থে বাষ্পে ভরা গ্রহ। সব যেন কেমন ভুতুড়ে লাগে!

মোল্লা-মৌলবির হুমকিতে খেলা বন্ধ, প্রশাসন নির্বিকার

নিজস্ব প্রতিনিধি॥ মালদার হরিশ্চন্দ্রপুরে কট্টরবাদী মোল্লা- মৌলবির ফতোয়া সন্ত্রাসে বাতিল হয়ে গেল মহিলা ফুটবল ম্যাচ। পূর্ব নির্ধারিত খেলাটি নেহাতই স্থানীয় পাড়ার খেলা ছিল না খেলায় অংশগ্রহণ করতে জাতীয় স্তরের বহু খেলোয়াড় চাঁচল শহরে জমায়েত হয়েছিলেন। উল্লেখ্য, গত ১৪ মার্চ ফুটবল ম্যাচটির উদ্যোক্তা ছিল হরিশচন্দ্রপুর থানার অন্তর্গত চণ্ডীপুর গ্রামের প্রগ্রেসিভ ইউথ ক্লাব। ক্লাবের সুবর্ণজয়ন্তী উপলক্ষে কলকাতা একাদশ বনাম উত্তরবঙ্গ একাদশের মধ্যে নির্ধারিত এই খেলা উপলক্ষে জাতীয় মহিলা হ্যান্ডবল দলের অধিনায়িকা অনিতা রায়, ফিফা রেফারি অনামিকা সেন উপস্থিত হয়েছিলেন। কিন্তু সবই বৃথা হয়ে গেল কিছু গোঁড়া মৌলবাদী ফতোয়ায়। তারা ঘোষণা করে খেলোয়াড় মেয়েদের পোশাক অত্যন্ত আঁটোসাটো, এই অবস্থায় জনসমক্ষে খেলা ইসলাম-বিরোধী। দেশে যখন মেয়েদের খেলাধুলোর সবরকম প্রয়াস বাড়াবার প্রচেষ্টা চলেছে সেখানে এমন ভয়ঙ্কর মৌলবাদী ফতোয়ার কাছে চাঁচলবাসী নতি স্বীকার করতে বাধ্য হলো। স্থানীয় বিডিও-র পক্ষে থেকেও কোনো সাহায্য পাওয়া যায়নি। মৌলবাদীরা খেলা হলে আরও ভয়াবহ ঘটনা ঘটানোর হুমকি দেওয়ায় বিডিও তাঁর কর্তব্য পালনে ভীত হয়ে পড়েন ও মোল্লাদের খেলা বাতিলের সিদ্ধান্তের পক্ষেই মত দেন। ভারতের মতো দেশে এই তালিবানি ঘটনার পরিণতি যে ভয়ানক মৌলবাদী আধিপত্য ও ইসলামিক বাংলা গঠনের চক্রান্তের ইঙ্গিতবাহী সে বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই।

সিবিআইয়ের হাতে রাজ্যের ১৩

নিজস্ব প্রতিনিধি॥ সব মিলিয়ে সিবিআই-এর হাতে এখন রাজ্যের ১৩টি মামলা। সারদা কেলেঙ্কারিতে সিবিআই তদন্ত আটকাতে হাইকোর্ট ও সুপ্রিম কোর্ট করতে গিয়ে যে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ১১ কোটি টাকা খরচ করেছেন, তিনিই রানাঘাট ধর্ষণের ঘটনায় স্বতঃপ্রণোদিত হয়ে সিবিআই তদন্ত চাওয়াই বিরোধীদের কটাক্ষের মুখে পড়েছেন। ছোট আঙারিয়া কাণ্ড (৪ জানুয়ারি, ২০১১) থেকে এখন রানাঘাট কাণ্ড ছাড়াও সিবিআই-এর হাতে রয়েছে বিশ্বভারতী নোবেল চুরি (২০০৪), জাদুঘরের বুদ্ধমূর্তি চুরি (২০০৪), তাপসী মালিক খুন (২০০৬), নন্দীগ্রামে গুলি (১৪ মার্চ, ২০০৭), জ্ঞানেশ্বরী এক্সপ্রেস নাশকতা (মে, ২০১০), নেতাইয়ের হত্যাকাণ্ড (জানুয়ারি, ২০১১), হুগলীর গুড়াপ কাণ্ড (২০১২), বিমল তামাং নিখোঁজ (মে, ২০১০), ধনেখালিতে লকআপে মৃত্যু (জুন, ২০১৩) ও সারদা কেলেঙ্কারি (২০১২)।

প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী বিশ্ব ভারতীর আচার্য

নিজস্ব প্রতিনিধি॥ প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী বিশ্ব ভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের আচার্য নিযুক্ত হলেন। গত ২০ মার্চ ভারতের রাষ্ট্রপতি প্রণব মুখোপাধ্যায় আগামী তিন বছরের জন্য প্রধানমন্ত্রীকে নতুন আচার্য হিসেবে ঘোষণা করেন। বিশ্ব ভারতী পশ্চিমবঙ্গস্থিত কেন্দ্রীয় বিশ্ববিদ্যালয় ১৯৫১ সালে একে কেন্দ্রীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের মর্যাদা দেওয়া হয়। তথ্যাভিজ্ঞ মহলের মতে, এই নিয়োগ খুবই সময়োচিত হয়েছে। কেননা এসময় বিশ্ব ভারতীর উপাচার্য আর্থিক ও প্রশাসনিক দুর্নীতিতে জড়িয়ে পড়েছেন। বিশ্ব ভারতী ভারতের একমাত্র কেন্দ্রীয় বিশ্ববিদ্যালয় যার আচার্য হন দেশের প্রধানমন্ত্রী, পরিদর্শকরূপে থাকেন রাষ্ট্রপতি, সংস্থার প্রধান হিসেবে থাকেন পশ্চিমবঙ্গের রাজ্যপাল।

রয়্যাল সোসাইটির সভাপতি বিজ্ঞানী রামকৃষ্ণন

নিজস্ব প্রতিনিধি॥ রসায়নে নোবেলজয়ী বিজ্ঞানী বেঙ্কটরমন রামকৃষ্ণন সম্প্রতি সর্বসম্মতিক্রমে বৃটেনের রয়্যাল সোসাইটির সভাপতি নির্বাচিত হয়েছেন। একসময় এই পদ আইজ্যাক নিউটন ও আর্নেস্ট রাদারফোর্ড অলঙ্কৃত করেছিলেন। উল্লেখ্য, দ্য রয়্যাল সোসাইটি বিশ্বে সম্ভবত প্রধান বিজ্ঞান সংগঠন। কেমব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের সঙ্গে যুক্ত থাকলেও শ্রীরামকৃষ্ণন বিনয়ী ও বন্ধুভাবাপন্ন স্বভাবের জন্য বিজ্ঞানীমহলে সুপরিচিত। সভাপতি নির্বাচিত হওয়ার পর তিনি সম্মানিত বোধ করছেন বলে জানিয়েছেন।

রাজ্য প্রশাসনের দ্বিচারিতায় ধুবুলিয়ার হিন্দুরা ক্ষুব্ধ

নিজস্ব প্রতিনিধি॥ নদীয়া জেলার ধুবুলিয়া থানার সোনাডাঙ্গা গ্রামের দাসপাড়ার তপশিলি হিন্দুরা রাজ্য প্রশাসনের একাংশের দ্বিচারিতায় অত্যন্ত ক্ষুব্ধ। গত নভেম্বর, ২০১৪-তে ওই গ্রামে একদল মুসলমান দুষ্কৃতী কালীমন্দির চত্বর অপবিত্র ও সংলগ্ন বটবৃক্ষ কেটে ফেলে। গ্রামের মানুষ বহুদিন ধরে ওই মন্দিরের গাছ পূজা করে আসছিলেন। এ নিয়ে সেই সময় থেকেই গ্রামের মানুষ তাদের সাংবিধানিক অধিকার রক্ষা ও দোষীদের গ্রেপ্তারের দাবিতে জেলা প্রশাসনের কাছে আর্জি জানিয়ে আসছে। কিন্তু প্রশাসনের পক্ষ থেকে এখনও পর্যন্ত এ নিয়ে কোনো উদ্যোগ নেওয়া হয়নি। যদিও দাসপাড়া গ্রামের কাছে নতুনপাড়া গ্রামে মুসলমানরা রাস্তা-সহ ৫ ডেসিমেল সরকারি জমি দখল করে মসজিদ তৈরি করেছে। এ বিষয়ে প্রশাসন চোখ বুঁজে আছে। প্রশাসনের এই লজ্জাজনক দ্বিচারিতায় স্থানীয় মানুষের ক্ষোভ ক্রমশ বাড়ছে।

চন্দ্রিমা-সোনিয়া ফারাক নাই

মাননীয় সোনিয়া গান্ধী
কংগ্রেস সুপ্রিমো
১০, জনপথ, নয়াদিল্লী

ম্যাডাম সোনিয়া,

আপনাকে মিছিলে হাঁটতে দেখে চোখ কপালে উঠেছে গোটা দেশের। আনন্দে না দুঃখে এই মিছিল সেটাই প্রশ্নের। আসলে আপনার দল দীর্ঘদিনই আন্দোলন বিমুখ। তাছাড়া ক্ষমতায় থাকার জন্যই যে দলের জন্ম সে আবার আন্দোলন করতে যাবে কেন? আপনার একটাই আন্দোলন ছিল ছেলেকে প্রধানমন্ত্রীর চেয়ারে বসানো। কিন্তু সে ইচ্ছার গুড়ে বালি ফেলে দিয়েছে বিজেপি। তবু আন্দোলন করার এটাই ছিল সময়। ক্ষমতার থেকে অনেক দূরে থাকলেও কংগ্রেস নামক দলটার অস্তিত্ব যে এদেশে বরাবর টিকে থাকবে এনিয়ে কারও দ্বিমত থাকতেই পারে না। তাই এখন যে কোনো ইস্যুতে আন্দোলন করে শক্তিবৃদ্ধি করাটাই স্বাভাবিক। কংগ্রেস দল এনিয়ে ভরসাও করেছিল রাহুলের ওপর। কিন্তু গান্ধী-পরিবারের ছেলে সেসব করবে কেন? তাই দলের বিপদের সময়ে নেতা ছুটি নিয়ে বেপাত্তা।

যাইহোক, এখন আপনি মনমোহন সিংহকে দেওয়া সিবিআইয়ের সমনের বিরুদ্ধে মিছিল করে বোঝালেন কংগ্রেস আছে। রাস্তায় আছে। আর তাতে গান্ধী-পরিবারের গৃহবধূর প্রতি হ্যাংলা রাজনীতিকদের টানটাও বোঝা গেল। এক ফ্রেমে মুখ দেখানোর ঠেলাঠেলিতে পড়েই গেলেন ডেরেক ও ব্রায়েন। তবে তাতেও আনন্দ। খবরের কাগজে ছবি ছাপা হলো, শ্রীমতি গান্ধী হাত ধরে তুলছেন তৃণমূলের ইংরাজি মুখপাত্রকে। তাঁকে আমি ওই নামেই ডাকতে ভালোবাসি।

যাইহোক, আপনার মুখ দেখে মনে হলো মনমোহন সিংহকে সিবিআই সমন পাঠানোয় আপনি বেশ খুশি। যাক এই একটা সুযোগ পাওয়া গেল মিছিল করার। সবাইকে কাছে টানার। শান্তশিষ্ট প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রীকে আবার সমন কেন? আর তারপর সেই তদন্তের কেঁচো খুঁড়তে কেউটে ১০ নম্বর জনপথ থেকে বের হবে না তো!

ঠিক এই পরিস্থিতিটাই হয়েছিল এই রাজ্যে। বাংলায় সারদাকাণ্ডে সিবিআই একের পর এক নেতা, সাংসদ, মন্ত্রীকে সমন ধরাতে শুরু করতেই ভয় পেয়ে গিয়েছিলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। ভয়ে তিনি সিবিআইয়ের বিরুদ্ধে সরব তো হনই দলের নেতা-মন্ত্রী-শিল্পী- খেলোয়াড়দের পথেও নামিয়ে দেন। যেখানে সর্বোচ্চ আদালতের নির্দেশে সিবিআইয়ের সারদা তদন্ত সেখানে রাজ্যের আইনমন্ত্রী চন্দ্রিমা বন্দ্যোপাধ্যায় ধরনায় বসে যান। এই অভিযোগ শোনার পর সুপ্রিম কোর্ট বলে সিবিআই চাইলে এনিয়ে আদালতে অভিযোগ জানাতে পারে।

ম্যাডাম গান্ধী, কয়লা কেলেঙ্কারি নিয়ে সিবিআইয়ের তদন্তও তো সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশে। তাহলে আপনার এই মিছিলও যে সর্বোচ্চ আদালতকেই এক প্রকার চ্যালেঞ্জ করা! এনিয়েও তো অভিযোগ জমা পড়তেই পারে। এও তো এক রকম তদন্তে বাধা। তবে তো কলকাতার চন্দ্রিমা আর দিল্লীর সোনিয়ায় কোনো ফারাকই রইল না।

আপনার নিশ্চয়ই মনে আছে আপনার ইউপিএ-২-এর আমলে এই তদন্ত নিয়ে সিবিআইকে 'সরকারের পোষা তোতাপাখি' বলে ভর্ৎসনা করেছিল সুপ্রিম কোর্ট।

২০০৫ সালে ওড়িশার তালাবিরা-দুই কয়লাখনিটি হিন্ডালকোর হাতে তুলে দেওয়ার ক্ষেত্রে কয়লামন্ত্রক অতি সক্রিয়তা দেখিয়েছিল বলে যে অভিযোগ তা একেবারে মিথ্যে নয়। আর সেই সময় কয়লা মন্ত্রকের দায়িত্ব ছিল প্রধানমন্ত্রীর হাতে। ব্যক্তি মনমোহন সিংহ যে একজন দৃষ্টান্তমূলক সৎব্যক্তি এটা সকলেই স্বীকার করেন। এমনকী বিজেপিও এখনো পর্যন্ত একথা অস্বীকার করেনি। কিন্তু কয়লামন্ত্রক যদি কোনো অন্যায় করে থাকে তবে মন্ত্রকের প্রধানের কাছে তো জবাব চাইতেই হবে। আর সৎ মানুষ হিসেবেই সেই তদন্তে সাহায্য করাটা মনমোহন সিংহের কর্তব্য। তদন্তই বলে দেবে তিনি কি আদৌ অন্যায় করেছেন নাকি শুধুই তাঁর হাতে থাকা মন্ত্রকের অন্যায় দেখেও চুপ করে থেকেছেন। নাকি তাঁর ওপরও ওপরমহলের চাপ ছিল।

বিরোধী দলের নেত্রী হিসেবে আপনি শাসকদলের প্রতিহিংসার তত্ত্ব তুলতেই পারেন, কিন্তু এর পিছনে বিজেপি-র অঙ্গুলিহেলনের অভিযোগ কি আদৌ ভিত্তিযোগ্য? মনে রাখবেন, সিবিআই কিন্তু প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রীকে সমন ধরায়নি। ডাকা হয়েছে কেলেঙ্কারির সময় কয়লামন্ত্রকের দায়িত্বে থাকা মনমোহন সিংহকে। তিনি ব্যক্তিগতভাবে কতটা সৎ সেটাও এখানে বিচার্য নয়, এখানে বিচার্য খনি বণ্টনের মতো গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে দায়িত্ব পালনে তিনি কতটা ব্যর্থ। তাঁর আমলে জলে, স্থলে, অন্তরীক্ষে কেলেঙ্কারির শেষ নেই। বাকিগুলির ক্ষেত্রে প্রধানমন্ত্রী দায়িত্ব এড়াতে পারলেও এক্ষেত্রে তা প্রযোজ্য নয়। তাই সেসব তদন্তে তাঁকে সমনের মুখে পড়তেও হয়নি। এখন মিছিল না করে আসুন আমরা সবাই মিলে প্রার্থনা করি, মনমোহন সিংহ আদালতের বিচারেও সৎ, নির্দোষ প্রতিপন্ন হোন।

—**সুন্দর মৌলিক**

সব হিন্দুকে এক ঘাটে জল খাওয়াতে নয়—অস্পৃশ্যতার বিরুদ্ধে ডাক দিল সঙ্ঘ

গূঢ়পুরুষের কলম

একটু খেয়াল করলে দেখবেন কলকাতার বাংলা সংবাদমাধ্যম অসত্য এবং বিকৃত তথ্যের ভিত্তিতে সঙ্ঘ পরিবারের কুৎসা প্রচার করে থাকে। আর এস এস সাংবাদিকদের চোখের বালি। গত রবিবার (২২ মার্চ) আনন্দবাজার পত্রিকার পাঁচের পাতায় একটি খবর ছাপা হয়েছে। শিরোনাম, 'সঙ্ঘ এবার এক ঘাটে জল খাওয়াবে হিন্দুদের।' শিরোনাম পড়ে খবরের হদিশ পাওয়া যাবে না। সাধারণভাবে খবরের অংশ বা বিষয়টির সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখেই সংবাদের শিরোনাম লেখা হয়। এক্ষেত্রে তা করা হয়নি। যদিও লেখা হয়েছে 'দেশের ছ' লক্ষ গ্রামে সব হিন্দুকে এক ঘাটে জল খাওয়াবে সঙ্ঘ।' কিন্তু তার পরেই লেখা হয়েছে যে নাগপুরে সঙ্ঘের বৈঠকে সিদ্ধান্ত হয়েছে, (হিন্দুত্ব নিয়ে) এমন কোনো পদক্ষেপ করা হবে না যাতে কেন্দ্রের নরেন্দ্র মোদী সরকারকে অস্বস্তিতে পড়তে হয়। তাই সঙ্ঘ সামাজিক অস্পৃশ্যতার বিরুদ্ধে ডাক দিল হিন্দুদের একজোট করতে। এক্ষেত্রে সংবাদ শিরোনাম হওয়া উচিত ছিল, সামাজিক অস্পৃশ্যতার বিরুদ্ধে ডাক দিল সঙ্ঘ। একথা মানতে পারছি না যে আনন্দবাজার পত্রিকার মতো প্রথম সারির খবরের কাগজের সংবাদ বিভাগে অদক্ষ সাংবাদিকরা কাজ করেন। ইচ্ছাকৃতভাবেই খবরের শুরুর প্রথম দুই লাইন বিকৃত করা হয়েছে। শিরোনামের মাধ্যমে সঙ্ঘকে বিদ্রূপ করতে।

আনন্দবাজার পত্রিকায় প্রকাশিত খবরে বিশ্ব হিন্দু পরিষদের নেতা প্রবীণ তোগাড়িয়ার বক্তব্য উদ্ধৃত করে লেখা হয়েছে, 'অস্পৃশ্যতা দূর করে এমন সমাজ গড়ার কথা যেখানে দলিতরাও মিলেমিশে থাকতে পারবেন উচ্চ বর্ণের সঙ্গে'। সংবাদে এই কথা লেখার পরেও কীভাবে লেখা হয়, 'সঙ্ঘ এবার এক ঘাটে জল খাওয়াবে হিন্দুদের।' হিন্দু সমাজে অস্পৃশ্যতা অভিশাপ। এই অস্পৃশ্যতার জন্যই ভারতের হিন্দুরা কোনোদিন একজোট হতে পারেনি। বাংলা ভাষায় 'এক ঘাটে জল খাওয়ানো' কথাটা ব্যবহার করা হয় ব্যক্তির বা দলের দাপট বোঝাতে। নিশ্চিতভাবেই প্রবীণ তোগাড়িয়া সঙ্ঘের বা বিশ্ব হিন্দু পরিষদের দাপট ও পেশি-শক্তির কথা বলেননি। যে কথা বলেছেন তা হচ্ছে সব হিন্দুই পরস্পরের হাতের জল পান করবেন। সব মন্দিরে প্রবেশের অধিকার থাকবে সব হিন্দুর। এক শ্মশানে মৃতদেহ সৎকারের অধিকার সুনিশ্চিত করবে সঙ্ঘ। গ্রামে উচ্চবর্ণের মানুষ অন্তত একজন দলিতের সঙ্গে বন্ধুত্ব রাখবেন। তাঁদের ঘরে যাবেন, এক সঙ্গে খাবেন। এতে অন্যায়টা কী বোঝা গেল না। শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু থেকে শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংস সকলেই অস্পৃশ্যতার বিরুদ্ধে হিন্দু সমাজকে জাগ্রত করার চেষ্টা করেছেন। ভাগ্যিস এই মহাপুরুষদের জন্মকালে আনন্দবাজার পত্রিকা এবং তার ছদ্ম-সেকুলার সাংবাদিকরা ছিলেন না। থাকলে তাঁরা আদাজল খেয়ে মহাপুরুষদের হিন্দুত্ববাদীদের ঠিকাদার বলে প্রতিদিন বিদ্রূপ করতেন। সঙ্ঘের স্বয়ংসেবকরা ইতিমধ্যে অস্পশ্যতার বিরুদ্ধে প্রচার শুরু করে দিয়েছেন। তোগাড়িয়া বলেছেন, কোনো সংঘর্ষ নয়, স্নেহ ও সমন্বয়ের পথেই হবে এই আন্দোলন।

ভারতে হিন্দুর দুর্দশার কারণ জাতপাতের রাজনীতি। তাই দেশের প্রায় ৩০ শতাংশ মুসলমান ভারতের ৭০ শতাংশ হিন্দুর ভাগ্য নির্ধারণ করে। পশ্চিমবঙ্গের দিকে তাকান। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় এবং তাঁর দল তৃণমূল কংগ্রেস ৩০ শতাংশ মুসলমান ভোট এবং ১০ শতাংশ হিন্দু ভোটের জোরে রাজ্যে কেমন নৈরাজ্য তৈরি করেছেন। আর আমরা মমতা বানু আরজি সরকার বলে মাথা চাপড়াচ্ছি। দেশের সব রাজনীতিকরাই জানেন যে ভারত হিন্দুর স্বদেশ হলেও এদেশে হিন্দু ভোটব্যাঙ্ক বলে কিছু নেই। কিন্তু মুসলমান ভোটব্যাঙ্ক আছে। হিন্দুরা অসংগঠিত। ভারতের মুসলমানরা সংগঠিত। সেইজন্যেই কংগ্রেস, সিপিএম নির্বাচনের সময় মুসলমান সংখ্যাগরিষ্ঠ মুর্শিদাবাদ এবং মালদা জেলায় মুসলমান প্রার্থী দেয়। মুসলমান হিন্দু প্রার্থীকে ভোট দেয় না এই সহজ সরল সত্যটি আমরা জেনেও না জানার ভান করে থাকি। কারণ আমরা হিন্দুরা ধর্মনিরপেক্ষ। মুসলমান সেকুলার হয় না।

সরসঙ্ঘচালক মোহন ভাগবতজীর বক্তব্যও বিকৃতভাবে সংবাদমাধ্যমে প্রচার হয়েছে। উদ্দেশ্য, সঙ্ঘ সম্পর্কে জনমানসে বিরূপ ধারণা দেওয়া। যেমন, মাদার টেরিজা সম্পর্কে তাঁর বক্তব্যর ভুল ব্যাখ্যা দেওয়া হয়। সঙ্ঘের বৈঠকে ধর্মান্তরকরণ নিয়ে আলাপচারিতায় ভাগবতজী বলেছিলেন, 'মানুষের সেবাধর্ম নিঃস্বার্থ হওয়া উচিত। কোনো স্বার্থ নিয়ে মানুষের সেবা হয় না।' সরসঙ্ঘচালক মাদার টেরিজার সেবাকার্যের বিরোধিতা করেছেন বলে সংবাদমাধ্যমে কুৎসার বন্যা বয়ে যায়। কলকাতার প্রগতিশীল বুদ্ধিজীবীরা হৈহৈ করে মাঠে নেমে পড়েন। অথচ যখন ভারতের মাটিতে দাঁড়িয়ে পোপ বলেছিলেন, 'ইউরোপ, আমেরিকা ও অস্ট্রেলিয়া মহাদেশকে আমরা খৃষ্টান করেছি। আফ্রিকায় খৃষ্টধর্মের প্রসার সন্তোষজনক। চলতি সহস্রাব্দে এশিয়াকে খৃষ্টান করাই হবে আমাদের প্রধান কর্তব্য এবং লক্ষ্য।' সেদিন সাংবাদিক বুদ্ধিজীবীদের কতজন প্রতিবাদে সোচ্চার হয়েছিলেন? অথচ যখন মোহন ভাগবতজী বলেন, নিঃস্বার্থ সেবাই হিন্দুধর্মের শিক্ষা তখন সমালোচনার ঝড় বয়ে যায়। এই দ্বিচারিতা আমরা কতকাল নীরবে সহ্য করবো? ঘর ওয়াপসি নিয়ে নিন্দার ঝড় বইছে। অথচ নরেন্দ্র মোদী যখন ধর্মান্তরকরণ রোধে আইন করতে চাইছেন তখন কংগ্রেস, কমিউনিস্ট, মমতারা জোটবদ্ধভাবে বাধা দিচ্ছেন কেন? ধর্মান্তরকরণ চললে ঘর-ওয়াপসিও চলবে।

প্রধানমন্ত্রী মোদীর সফর

সেসেলস, মরিসাস ও শ্রীলঙ্কার আঞ্চলিক সুরক্ষা, উন্নয়ন ও শান্তিপূর্ণ সহাবস্থান সুদৃঢ় হবে

মেঃ জেঃ কে কে গঙ্গোপাধ্যায় (অব)

ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র দামোদর মোদী, তাঁর শপথ গ্রহণের অনুষ্ঠানেই জানিয়েছিলেন ভারতের প্রতিবেশী সমস্ত রাষ্ট্রের সঙ্গে ভারতের সম্পর্ক বন্ধুত্বপূর্ণ এবং সাংস্কৃতিক, বাণিজ্যিক এবং সুরক্ষার উপযোগী করে তুলতে প্রয়াস করবেন। বিশেষ করে 'সার্ক' রাষ্ট্রগুলির সঙ্গে সম্পর্ক প্রগাঢ় করে করার জন্য বিশেষ চেষ্টা করবেন।

সেই পরিপ্রেক্ষিতে তিনি দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় মায়ানমারে গিয়েছেন, এবার ভারত মহাসাগর সংলগ্ন দ্বীপ-রাষ্ট্রগুলিতেও তিনি সফর করে এসেছেন। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এবং চীন সমগ্র বিশ্বে বিভিন্ন দ্বীপমালায় উন্নয়ন পৌঁছে দেওয়ার কার্যক্রম অনেক আগেই আরম্ভ করেছে। চীন তাদের স্ট্রাটেজিক উদ্দেশ্য সাধনে সামুদ্রিক সিল্ক রুট (মেরিটাইম সিল্ক রুট) নাম দিয়ে মায়ানমার থেকে ভারত মহাসাগরে তাদের পদক্ষেপ বাড়াবার প্রযত্ন করছে। এমতাবস্থায় ভারতের দক্ষিণ প্রান্ত, বিশেষ করে ভারত মহাসাগরীয় অঞ্চল দিয়ে ভারতের বিরুদ্ধে আগ্রাসী শক্তির উদ্ভব রুখতে ওই অঞ্চলে দ্বীপরাষ্ট্র গুলির সঙ্গে সম্পর্ক আরও গভীর করার জন্য প্রধানমন্ত্রী ওইসব রাষ্ট্র সফর করলেন। চীনের মতো অর্থ ছড়ানোর ক্ষমতা ভারতের নেই, তবুও সীমিত আর্থিক শক্তি দিয়েই ভারত ওইসব রাষ্ট্রে উন্নয়ন করতে বদ্ধপরিকর।

ভারতের প্রধানমন্ত্রী সেসেলস, মরিসাস ও শ্রীলঙ্কায় শুভেচ্ছা সফরে গিয়েছিলেন। প্রথমে সেসেলস দ্বীপরাষ্ট্রে দূরবর্তী দ্বীপগুলিতে যাতায়াত ব্যবস্থার উন্নয়ন করে ওই দ্বীপগুলির সাধারণ মানুষের অসুবিধা দূরীকরণই ছিল তাঁর প্রাথমিক লক্ষ্য। মাদাগাস্কারের উত্তরে ভারত মহাসাগরে ১১ বর্গকিলোমিটার ছড়িয়ে থাকা 'এ্যাসামসন' দ্বীপে পরিকাঠামো নির্মাণ করে বিমান ও জাহাজ পরিষেবার প্রকৃত সুযোগ করে দেওয়া হবে। সেসেলস-এর ১১৫টি দ্বীপের মধ্যে স্ট্রাটেজিক দিক দিয়ে এই দ্বীপটি অশেষ গুরুত্বপূর্ণ। সেসেলস পরিকাঠামো নির্মাণের প্রয়োজনে ওই দ্বীপটি ভারতকে ইজারা দেবে। ভারত ওই দ্বীপে নজরদারির জন্য রেডার (সার্ভেল্যান্স রেডার) বসাবে এবং সমুদ্রে ও দ্বীপ-ভূখণ্ডে খনিজ তেলের সন্ধান করার ব্যবস্থা করবে। প্রধানমন্ত্রী সেসেলসকে দ্বিতীয় ডোর্নিয়ার বিমানও দেবে যাতে সাগরের উপর তারা তাদের নজরদারি বাড়াতে পারে। তিন মাসের জন্য ওই রাষ্ট্রের অধিবাসীদের নিঃশুল্ক ভিসা দেওয়া হবে এবং ভারতে আসার পর ভিসা নেওয়ার সুবিধা তাঁরা পাবেন।

এরপর ভারতের প্রধানমন্ত্রী মরিসাস দ্বীপ-রাষ্ট্রে যান। সেখানে মরিসাসের স্বাধীনতা দিবসের অনুষ্ঠানে তিনি প্রধান অতিথি হিসাবে আমন্ত্রিত। সেসেলস-এর মতো মরিসাসের দূরবর্তী এক প্রত্যন্ত দ্বীপ

সেসেলসের রাষ্ট্রপতি স্বাগত জানাচ্ছেন নরেন্দ্র মোদীকে।

'আগালেগার'-এর পরিকাঠামো উন্নয়ন, বিমান ও জাহাজ পরিষেবার সুযোগ সৃষ্টি করার জন্য ভারত ও মরিসাসের মধ্যে চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। এর ফলে মরিসাসের ওই অঞ্চলে সাধারণ মানুষের জীবনমানের উন্নয়নের সঙ্গে সঙ্গে সুরক্ষার জন্য নজরদারিও সম্ভব হবে। এই দ্বীপটি ভারতের দক্ষিণে ভারত মহাসাগর উপকূলের সন্নিকটে, মরিসাস থেকে প্রায় ১১০০ কিলোমিটার উত্তরে, প্রায় ৭০ বর্গকিলোমিটার ছড়িয়ে অবস্থিত।

প্রধানমন্ত্রী ভারতে নির্মিত উপকূলরক্ষী জাহাজ 'বারাকুদা'র আনুষ্ঠানিক কর্ম

শুভারম্ভের উদ্বোধন করেন। এই প্রেক্ষিতে তিনি বলেন, বিভিন্ন দ্বীপরাষ্ট্রের সম্মিলিত সাহায্য এবং প্রয়াসের মাধ্যমে উন্নয়ন, সুরক্ষা এবং বন্ধুত্বপূর্ণ সহাবস্থান সম্ভব হবে, যা এই অঞ্চলের সমস্ত প্রতিবেশী রাষ্ট্রের কাম্য। যদিও আঞ্চলিক সংহতি বলতে ভূমিগত রাষ্ট্রগুলির মধ্যে সাংস্কৃতিক, বাণিজ্যিক, সুরক্ষা বিষয়ক চুক্তিই সবাই বোঝেন। কিন্তু প্রধানমন্ত্রী জোর দিয়ে বলেন, এখন সময় এসেছে সুরক্ষা ও উন্নয়নের স্বার্থে দ্বীপমালা নিয়ে গঠিত রাষ্ট্রগুলির মধ্যেও অনুরূপ চুক্তি সম্পাদন। ভারত সব সময়ই এইসব রাষ্ট্রের পাশে থাকবে, যাতে জলদস্যু জলপথেও আক্রমণ প্রতিরোধ ছাড়াও প্রাকৃতিক দুর্যোগের সময় একে অপরকে দ্রুত সাহায্য করতে পারে, ভারত সব সময়ই তার জন্য প্রস্তুত থাকবে। এই প্রসঙ্গে তিনি জানান, ভারত মহাসাগরের উপকূল নিকটবর্তী রাষ্ট্রগুলির সংগঠন ('ইন্ডিয়ান ওসান রিম অ্যাসোসিয়েশন')-এর প্রধান কার্যালয় মরিসাস ছাড়া অন্য কোনো যোগ্যস্থান হতেই পারে না। আগামী দিনের আশা-আকাঙ্ক্ষা এবং স্থায়ী উন্নয়নের স্বার্থে এই সংগঠন একান্ত ভাবে অপরিহার্য। ভারত এই সংগঠনের সাহায্যকারী হতে সব সময়ই প্রস্তুত। ভারত ২০০৮-এ এই অঞ্চলের সমস্ত রাষ্ট্রের নৌবাহিনীকে নিয়ে যুগ্ম সংগঠন প্রতিষ্ঠার উদ্যোক্তা ছিল। আজ এই সংগঠনে অঞ্চলের ৩৫টি নৌবাহিনী যুক্ত হয়েছে। সাগরপথে বিপদের মোকাবিলা করতে এর কোনো বিকল্প নেই। ভারত অনেক আগেই সামুদ্রিক সুরক্ষা সহযোগ নিশ্চিত করতে শ্রীলঙ্কা ও মালদ্বীপের সঙ্গে যুক্ত হয়েছে।

মরিসাসের প্রধানমন্ত্রী স্যার অনিরুধ জগন্নাথের সঙ্গেও পারস্পরিক বিষয়ে আলোচনা করেন। ভারত ভারতে মরিসাসের আর্থিক লগ্নকে নিঃশুল্ক করে দিয়েছে। কিন্তু বহু বাণিজ্যিক ও শিল্পসংস্থা, ভারতীয় এবং বৈদেশিক, মরিসাসে তাদের ঠিকানা নথিগত করে অসাধু উপায়ে এই সুযোগের লাভ গ্রহণ করছেন। এমনকী ভারতের বহু শিল্প এবং বাণিজ্যিক সংস্থা চোরাপথে ভারতের অর্থ বিদেশে চালান করে আবার মরিসাসের মাধ্যমে ভারতে বৈদেশিক বিনিয়োগ হিসাবে দেখাচ্ছেন। এই ভ্রষ্টাচার বন্ধ করার বিষয়ে আলোচনা হয়। একদিকে তাঁরা ভারতে কর ফাঁকি দিচ্ছেন, অন্যদিকে মরিসাসে স্বল্পমেয়াদি মূলধনী আয়ের (ক্যাপিটাল গেইনস টাক্স) মুকুবেরও সুযোগ নিচ্ছেন। ভারতে এই কর শতকরা ১০ শতাংশ। প্রধানমন্ত্রী মোদী অবশ্য মরিসাসের প্রধানমন্ত্রীকে আশ্বস্ত করেছেন, ভারত এমন কিছুই করবে না যার দ্বারা ওই রাষ্ট্রের আর্থিক ক্ষতি হয়। এই চুক্তির (ডবল ট্যাকসেসান এভয়েডেন্স অ্যাক্ট) বিষয়ে আগামী দিনেও আলোচনা হবে। এই সফরের শেষ পর্বে প্রধানমন্ত্রী শ্রীলঙ্কার উদ্দেশ্যে রওনা দেন।

মরিসাসের প্রধানমন্ত্রী অনিরুদ্ধ জগন্নাথ স্বাগত জানাচ্ছেন ভারতের প্রধানমন্ত্রীকে।

দীর্ঘ ২৮ বছর পর ভারতের কোনো প্রধানমন্ত্রী শ্রীলঙ্কা সফরে গেলেন। প্রধানমন্ত্রী রাজীব গান্ধী ১৯৮৭-তে শ্রীলঙ্কায় গিয়েছিলেন। এই ২৮ বছর শ্রীলঙ্কায় বহু ঘটনা ঘটে গিয়েছে। রাজীব গান্ধী-জয়াবর্ধনে চুক্তি স্বাক্ষরিত হওয়ার পর ভারতীয় শান্তিসেনা শ্রীলঙ্কায় পদার্পণ করে। এলটিটিই প্রধান প্রভাকরণ ওই চুক্তিতে স্বাক্ষর করেও ভারতীয় শান্তিবাহিনীকে আঘাত করে, চুক্তির শর্ত পালন করেনি।

ভারতীয় শান্তিসেনা চুক্তির শর্ত অনুযায়ী এলটিটিই-র বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণ করতে বাধ্য হয়। শ্রীলঙ্কার সামরিক বাহিনী ব্যারাকে ফিরে যায়। রাষ্ট্রপতি জয়াবর্ধনে চুক্তি অনুযায়ী শ্রীলঙ্কার সংবিধান সংশোধন করে উত্তর ও পূর্ব অঞ্চলে তামিল প্রদেশ গঠনের ব্যবস্থা করেন। নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। কিন্তু প্রভাকরণ নির্বাচিত সদস্যদের বিধানসভা গঠন করতে দেননি। তাদের একের পর এক হত্যা করা আরম্ভ করে। শান্তিসেনা ভারতে ফিরে আসে, প্রভাকরণ জাফনায় এসে আবার রাজত্ব করা আরম্ভ করে। এবার শ্রীলঙ্কা বাহিনী ব্যারাক থেকে বেরিয়ে এলটিটিই তথা তামিল জনসাধারণের উপর অমানবিক শক্তি ব্যবহার করে এবং এলটিটিই-কে একপ্রকার গুঁড়িয়ে দেয়। শত শত হাজার সাধারণ তামিল জনসাধারণ নিহত হন, কতজন হারিয়ে যান তার কোনো হিসাব নেই। রাষ্ট্রসঙ্ঘ মানবাধিকার কমিশন তদন্ত করার নির্দেশ দেয়। কিন্তু শ্রীলঙ্কা সরকার কমিশনকে শ্রীলঙ্কায় প্রবেশের অনুমতি দেয়নি। ভারত ভবিষ্যতে ভারত-শ্রীলঙ্কা বন্ধুত্ব বজায় রাখার স্বার্থে শ্রীলঙ্কা সরকারকেই এই তদন্ত করার অনুরোধ করেছিল। কিন্তু শ্রীলঙ্কা সরকার তাও মানেননি।

ইতিহাসের এই প্রেক্ষাপটে ভারতের প্রধানমন্ত্রীর এই শ্রীলঙ্কা সফর তাঁর বিচক্ষণতার এবং কূটনৈতিক শিষ্টাচার বজায় রেখে বন্ধুত্বের বাতাবরণ সৃষ্টি করা এক

কঠিন পরীক্ষা বলেই অনুভূত হয়। কারণ ভারত শ্রীলঙ্কার শান্তি প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে শান্তিসেনা ওই রাষ্ট্রে পাঠিয়ে ছিল। তাঁরা চুক্তির শর্ত অক্ষরে অক্ষরে পালন করে এলটিটিই-র বিরুদ্ধেই অস্ত্রধারণ করেছিল। তামিল সম্প্রদায়ের বহু মানুষ আজও ভারতকে দোষারোপ করেন, এলটিটিই-র বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণের জন্য। পরবর্তী প্রেসিডেন্ট সংবিধানের ১৩নং সংশোধনীকে বাস্তবায়িত করে উত্তর ও পূর্বে তামিল প্রদেশ গঠনের ২০০৯-এর অঙ্গীকার ভুলে গিয়েছিলেন। শান্তিসেনা পাঠিয়ে ভারত সংখ্যালঘু তামিল সম্প্রদায়কে সম্মানের সঙ্গে নিজেদের ভাগ্য নিয়ন্ত্রণের ক্ষমতা পাইয়ে দেওয়ার প্রয়াস করেছিলেন। প্রভাকরণ সেই প্রয়াসে বাধার সৃষ্টি করেন। কিন্তু তামিলরা সম্প্রদায় শ্রীলঙ্কার অভ্যন্তরীণ বিষয়ে হস্তক্ষেপ করার জন্য ভারতকেই দুষছেন। এই পরিস্থিতিতে চীন শ্রীলঙ্কায় প্রবেশ করে ঘোলাজলে মাছ ধরার প্রয়াস করছে। এমতাবস্থায় ভারতের প্রধানমন্ত্রীর শ্রীলঙ্কা সফর এবং সকল সম্প্রদায়ের মন জয় করার প্রয়াস অতীবও কঠিন কাজ ছিল।

শ্রীলঙ্কা সরকার রাষ্ট্রীয় সম্মানে মোদীকে অভ্যর্থনা জানায়। তিনি শ্রীলঙ্কার সংসদে ভাষণ দেন। একবারও সংখ্যালঘু তামিল সম্প্রদায়ের নাম না করে তিনি ভারতের উপমা দিয়ে বলেন, রাষ্ট্রের বিভিন্ন সম্প্রদায়, জাতি, গোষ্ঠী, রাষ্ট্রের বিভিন্ন ভাষাভাষী, ধর্মীয় সংখ্যালঘুদের আশা-আকাঙ্ক্ষার প্রতি সহৃদয়তার সঙ্গে উন্নয়ন, সম্মান এবং জীবনমানের উন্নতি বিধান করা সম্ভব হলে গণতন্ত্র এবং রাষ্ট্রীয় সমতা প্রভূত শক্তিশালী হয়। তিনি আরও বলেন, শ্রীলঙ্কার রাষ্ট্রীয় অখণ্ডতার প্রতি ভারত বিশেষভাবে সমর্পিত

শ্রীলঙ্কার রাষ্ট্রপতির মৈত্রীপালা সিরিসেনার সঙ্গে ভারতের প্রধানমন্ত্রী।

প্রাণ। কিন্তু সংবিধানের ১৩নং সংশোধনী বাস্তবায়িত হলে শ্রীলঙ্কায় শান্তি ও সংহতি যে বিশেষভাবে শক্তিশালী হবে সে বিষয়ে তাঁর কোনো সন্দেহ নেই। ভারতেও রাজ্যগুলিকে শক্তিশালী করার লক্ষ্যে তিনি ক্ষমতার বিকেন্দ্রীকরণ এবং রাষ্ট্রের সম্পদ রাজ্যগুলির হাতে দেওয়ার প্রয়াস করছেন। রাজ্যগুলি শক্তিশালী হলে সম্পূর্ণ রাষ্ট্রই শক্তিশালী হয়ে উঠবে। রাষ্ট্রে কোনো কোনো প্রান্তে বিচ্ছিন্নতাবাদী অথবা বৈষম্যের কারণে বিদ্রোহ, সন্ত্রাসবাদ দেখা দিতে পারে, কিন্তু আলোচনার মাধ্যমে অশান্তির কারণগুলি অনুধাবন করে সেগুলির সন্তোষজনক মীমাংসা করতে পারলে রাষ্ট্রের একতা আরও শক্তিশালী হয়ে উঠবে। রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী থাকাকালীন এবং বর্তমানে প্রধানমন্ত্রী হিসাবে এটাই তাঁর অভিজ্ঞতা।

সংসদের সব পক্ষই তাঁর ভাষণের প্রশংসা করেছেন। মোদী আরও বলেছেন, ভারত ও শ্রীলঙ্কার বন্ধুত্ব সুরক্ষা এবং উন্নয়নের স্বার্থে ভারতের কাছে অশেষ গুরুত্বপূর্ণ।

এরপর তিনি জাফনার উদ্দেশ্যে রওনা হন। জাফনা থেকে প্রায় ১৭ কিলোমিটার দূরত্বে ইলাভালাই গ্রামে ভারত সরকার ৫০ হাজার বাড়ি নির্মাণ করে দিয়েছেন, যুদ্ধে যাঁদের স্বামী নিহত হয়েছেন অথবা হারিয়ে গিয়েছেন, তাঁদের মাথার উপর একটা ছাদের ব্যবস্থা করতে। প্রধানমন্ত্রী তাঁদের সঙ্গে হিন্দিতে কথা বলায় সবাই খুশি। প্রধানমন্ত্রী জানালেন, ভুজ-এর ভূমিকম্পে গুজরাটে তিনি এই ধরনের প্রকল্প করেছিলেন। সুনামির সময় দক্ষিণের কিছু মানুষ গুজরাটে গিয়ে ওই প্রকল্প দেখে চমৎকৃত হয়েছিলেন। কিন্তু এতসবের মাঝখানে সুরভঙ্গ হয় যখন কিছু মানুষ প্রতিবাদ করতে থাকেন, হারিয়ে যাওয়া মানুষগুলিকে খুঁজে বের করার জন্য ভারত কেন শ্রীলঙ্কা সরকারের উপর চাপ সৃষ্টি করছে না। মৎস্যজীবীদের অসুবিধার প্রতি শ্রীলঙ্কা সরকার নিরুদ্বেগ, এ বিষয়েও কী ভারতের কিছু করার নেই?

সর্বশেষে দেখা করতে আসেন শ্রীলঙ্কার প্রাক্তন প্রেসিডেন্ট মহেন্দ্র রাজাপক্ষে। তিনি অভিযোগ করেছিলেন নির্বাচনে তাঁর পরাজয়ের নেপথ্যে ছিল ভারতের বৈদেশিক গোয়েন্দাবাহিনী।

প্রধানমন্ত্রী আশা প্রকাশ করেছেন, শ্রীলঙ্কার বর্তমান প্রেসিডেন্ট মৈত্রীপালা শিরিসেনার নেতৃত্বে শ্রীলঙ্কার তামিল সংখ্যালঘুরা উত্তর ও পূর্বে তামিল প্রদেশ পাবেন এবং তাঁদের অভিযোগের কারণগুলির সত্বরই বিহিত হবে। ■

বিশেষ সূচনা

আমাদের যে সমস্ত গ্রাহক ডাক বিভাগের গাফিলতির জেরে সঠিক সময়ে স্বস্তিকা পাচ্ছেন না, তাঁদের অনুরোধ করা হচ্ছে যে, নিচের ঠিকানায় অবশ্যই অভিযোগ দায়ের করুন :

Chief Post Master General
West Bengal Circle
Yogayog Bhavan

P-36, Chittaranjan Avenue
Kolkata-700012

মৌলবাদের নিশানায় ইউরোপ

হিতেশ রাংরা

ইউরোপ জুড়ে বিভিন্ন জনমত পর্যালোচনা করলে দেখা যাচ্ছে যে অধিকাংশ দেশই মুসলমানরা সেখানে দেশীয় সংস্কৃতির সঙ্গে খাপখাওয়াতে পারছে না বলে উদ্বেগ প্রকাশ করছে। স্থানীয় লোকেরা মুসলমানদের ইউরোপে অভিবাসন নিয়েও তাঁদের উদ্বেগ প্রকাশ করতে শুরু করেছেন। 'দেশীয় সংস্কৃতির সঙ্গে মুসলমানদের আত্তীকরণ'— এ বিষয় নিয়ে এখন অধিকসংখ্যায় ইউরোপীয় নাগরিকরা প্রকাশ্যে তাঁদের অভিমত ব্যক্ত করছেন এই তথ্যও জনমতের ফলাফলে উঠে আসছে। মুসলমানরা যদি ইউরোপীয় সমাজের সঙ্গে নিজেদের না মানিয়ে নিতে পারে তবে তাদের (ইউরোপীয়দের) নিজেদের জাতীয় সত্তাই বিপন্ন হতে পারে ভেবে তাঁরা আতঙ্কিত হচ্ছেন। এ বছর ৭ জানুয়ারি সকালে শার্লি এবদো গোলাগুলির ঘটনায় দুজন বন্দুকবাজ এগারোজনকে হত্যা করে এবং আরোও এগারো জনকে ঘায়েল করে। এ ঘটনার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট আরোও একটি বন্দুক হামলায় লিঁ-ডি-ফ্রান্স নামে ফ্রান্সের একটি দ্বীপে পাঁচজন নিহত এবং এগারোজন ঘায়েল হন। এই পৈশাচিক ঘটনা হিমশৈলের চূড়ামাত্র; এটা ইউরোপীয় সমাজে বিস্ফোরণের সূচনামাত্র, যাকে দশকের পর দশক ধরে গুরুত্ব দেওয়া হয়নি। ইউরোপের সমাজজুড়ে বিস্তার লাভ করা ইসলামি মৌলবাদ মুসলমানদের জন্য পৃথক আইন দাবি করাতে সেখানকার আদি বাসিন্দাদের সঙ্গে তাদের গোলমালের সূত্রপাত হয়। আরোও একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় যা এই সমস্যার সঙ্গে যুক্ত হয়েছে তা হলো মুসলমানদের ইউরোপে অভিবাসন। শার্লি এবদোর কাছ থেকে কার্টুন নিয়ে পুনঃপ্রকাশ করার জন্য মৌলবাদীরা জার্মানির হামবুর্গের হামবার্গার মর্জেনপোস্ট সংবাদপত্রকে আক্রমণ করে। জার্মান পুলিশের কাছে প্রমাণ আছে 'প্রধান ইউরোপীয় শহরগুলি যে কোনো মুহূর্তে আক্রান্ত হতে পারে' বলে জানিয়েছেন দারস্পিজেল। জার্মান গৃহমন্ত্রী (interior minister) টমাস দ্য মেইজিয়ের একে 'একটা একটা ভয়ঙ্কর পরিস্থিতি' বলে বর্ণনা করেছেন। একটি ভিডিও বার্তায় জেহাদিরা ইতালির ভয়ঙ্কর পরিণতি নিয়ে হুমকি দিয়েছেন যে 'তোমাদের রাস্তায় হাঁটতে, ডানদিকে, বাঁদিকে ঘুরতে দাম দিতে হবে, মুসলমানদের ভয় পাবে। আমরা আল্লার নির্দেশে তোমাদের রোম দখল করব, তোমাদের পবিত্র ক্রশচিহ্ন ভেঙে দেব, তোমাদের মহিলাদের দাসী বানাব'।

জার্মানিতে আক্রমণের পরিপ্রেক্ষিতে সেখানকার 'পেট্রওটিক ইউরোপিয়ানস্ আগেন্স্ট দ্য ইসলামাইজেশন অব দ্য ওয়েস্ট' সংগঠন (PEGIDA) ফেসবুকে লিখেছে যে ''ইসলামি ...ফ্রান্সে দেখিয়ে দিয়েছে যে ওরা গণতন্ত্রে অক্ষম এবং ফলস্বরূপ তারা বরং আক্রমণ এবং হত্যার পথ নিয়েছে! আমাদের রাজনীতিকরা এর উলটোটা বিশ্বাস করাতে চায়। এরকম করুণ পরিস্থিতি কি জার্মানিতেই প্রথম হওয়া উচিত?'' এ ধরনের আক্রমণের পরিপ্রেক্ষিতে PEGIDA-এর শাখা সংগঠন বাভারিয়া, বার্লিন, কোলন, হামবুর্গ,

ক্যাসেল, লেইপ্‌জিগ্‌, রোষ্টক ইত্যাদি সহ জার্মানির বিভিন্ন জায়গায় ছড়িয়ে পড়েছে। ইসলামি মৌলবাদের বিরুদ্ধে নতুন নতুন সংগঠনের উৎপত্তি প্রমাণ করে যে ইউরোপীয় সমাজ আজ মুসলমানদের নিয়ে যথেষ্ট উদ্বিগ্ন। উত্তরোত্তর বেড়ে চলা আক্রমণ, অভিবাসন এবং জনসংখ্যা বৃদ্ধি নিয়ে তারা উৎকণ্ঠিত।

ইউরোপীয় সমাজের করুণ বিষয়গুলি : ইউরোপে মুসলমান জনসংখ্যা :

'২০১০ থেকে ২০১৩ সালের জন্য বিশ্ব মুসলমান জনসংখ্যার ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা' শীর্ষক একটি নিরীক্ষাতে 'পিউ গবেষণা' (Pew researchs) স্পষ্ট প্রকাশ করেছে যে মহিলাদের সন্তান জন্ম দেবার হার সরাসরি তাঁদের শিক্ষার স্তরের সঙ্গে সম্পর্কিত। যেসব মহিলা খুব কমই বিদ্যালয়ের শিক্ষা পান, তাঁরা গড়ে ৫টি সন্তানের জন্ম দেয় বা নিয়ে থাকেন, অন্যদিকে যেসব মহিলা বেশিমাত্রায় প্রথাগত শিক্ষা পেয়ে থাকেন, তাঁরা গড়ে ২.৩টি সন্তানের জন্ম দেন। ইউরোপে মুসলমান জনসংখ্যা ১৯৯০ সালে যেখানে দু' কোটি ছিয়ানব্বই লক্ষ ছিল, ২০১০ সালে তা বেড়ে চার কোটি একচল্লিশ লক্ষে পৌঁছেছে। ২০৩০ সালে এই সংখ্যা পাঁচ কোটি আশি লক্ষ ছাড়াবে বলে অনুমান। নব্বই সালে মুসলমান জনসংখ্যা ইউরোপের জনসংখ্যার ৪.১ শতাংশ থেকে বেড়ে ২০১০ সালে ৬ শতাংশে পৌঁছেছে যা ২০৩০ সালে আট শতাংশকে ছাড়িয়ে যাবে। যদিও মুসলমান জনসংখ্যা সেখানে বাড়ছে, তবুও তা সমগ্র বিশ্বের মুসলমান জনসংখ্যার তুলনায় অনেকটা কম থাকবে। ২০৩০ সাল নাগাদ সমগ্র বিশ্বে মোট মুসলমান জনসংখ্যার ৩ শতাংশ ইউরোপে বসবাস করবে বলে অনুমান, যা ২০১০ সালের অনুপাতের (২.৭ শতাংশ) প্রায় সমান।

'নো-গো' এলাকা : নিষিদ্ধ এলাকাগুলি হলো ইউরোপীয় সমাজের মুসলমান অধ্যুষিত এলাকা সেখানে আইন-কানুন না থাকার কারণে অসুরক্ষিত বলে অ-মুসলমানদের যাতায়াত সীমিত। সোয়েরেন কার্ন তাঁর 'ইউরোপের নিষিদ্ধ এলাকা : বাস্তব বা কল্পকাহিনী' নামক ধারাবাহিক তথ্যচিত্রে এইরকম 'নো-গো' এলাকা নিয়ে তথ্য তুলে ধরেছেন যার প্রথম অংশে রয়েছে ফ্রান্স। ফেবরিক ব্যালান্স একজন সুপরিচিত ফরাসি ইসলাম পণ্ডিত যিনি লিয়ন বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপনা করেন, সম্প্রতি রেডিও টেলিভিশন সুইসিবার্তায় বলেছেন, 'তোমাদের রোবাইক্স, উত্তর মার্সেইলির মতো ফ্রান্সের ভূখণ্ড আছে যেখানে পুলিশ তার পা রাখবে না, যেখানে রাষ্ট্রের কর্তৃত্ব একেবারেই চলে না, সেখানে ক্ষুদ্র ইসলামি রাষ্ট্র তৈরি হয়েছে।'

মুসলমানদের ইউরোপে অভিবাসন : পিউ রিসার্চ ফোরাম লিখেছে যে, 'ইউরোপে মুসলমান জনসংখ্যা বৃদ্ধির গুরুত্বপূর্ণ কারণ হলো অভিবাসন'। 'মুসলমান পশ্চিমি চাপা উত্তেজনা চলছে' শীর্ষক তাদের প্রকাশিত প্রতিবেদন অনুযায়ী ইউরোপীয়দের সঙ্গে মুসলমানদের সম্পর্ক খারাপ মনে করেন ফ্রান্সের ৬২ শতাংশ, জার্মানিতে ৬১ শতাংশ, সেপনে ৫৮ শতাংশ, বৃটেনে ৫২ শতাংশ মানুষ। তাদের সমীক্ষা বলছে যে, অধিকাংশ অ-মুসলমানরা বিশ্বাস করে যে স্থানীয় সমাজের মূল স্রোত থেকে মুসলমানরা বিচ্ছিন্ন থাকতে চায়। তাদের পরিসংখ্যান অনুসারে, জার্মানির ৭২ শতাংশ, আমেরিকার ৫১ শতাংশ এবং ফ্রান্সের ৫৪ শতাংশ অ-মুসলমান নাগরিকরাই এমন মত পোষণ করেন। ইজরায়েলের ৬৩ শতাংশ, স্পেনের ৬৩ শতাংশ, জার্মানির ৫৯ শতাংশ, আমেরিকার ৫৪ শতাংশ, বৃটেনের ৫২ শতাংশ এবং রাশিয়ার ৩৯ শতাংশ মানুষ ইসলামকে আক্রমণকারী বা উৎপীড়ক ধর্ম বলে মনে করেন। স্পেনের ৮০ শতাংশ অ-মুসলমান নাগরিক মনে করেন যে মুসলমানরা ধর্মান্ধ, উদ্ধত এবং চরমপন্থী। পিউ-রিসার্চের পৃষ্ঠপোষকতায় 'পিউ গ্লোবাল অ্যাটিটিউড প্রজেক্ট' নামে আর একটি সমীক্ষায় দেখা যাচ্ছে যে, ৮২ শতাংশ ফরাসিরা, ৭১ শতাংশ জার্মানরা, ৬২ শতাংশ বৃটেনবাসী, ৫৯ শতাংশ স্পেনীয়রা ছদ্মবেশি ইসলামি কাজকর্মের উপর নিষেধাজ্ঞা চান। 'গার্ডিয়ান ইউরোপোল' 'নামে আর এক সমীক্ষায় ইউরোপীয়রা মুসলমানদের অভিবাসন নিয়ে গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন; যদিও সমীক্ষায় ৬২ শতাংশ লোক নিজেদের 'সঠিক' না ভেবে 'উদারমনস্ক' বলে চিহ্নিত করেছেন। জাতীয় রাজনীতি নিয়ে জনগণের অভিমত জানতে একটি জনমত সমীক্ষা চালানো হয়েছে যাতে দেখা যাচ্ছে যে অধিকাংশ মানুষই অভিভাসন-বিরোধী কর্মসূচি আছে এমন দলকে সমর্থনের কথা ভাবছেন। এতে আরও জানা যাচ্ছে যে, অন্তত ৫০ শতাংশ মানুষ মতামত দিচ্ছেন যে 'মুসলমান বৃটেনে সমস্যা সৃষ্টি করছে'। ফ্রান্সের লি মন্ডে (Le Monde) নামে একটি সংবাদপত্র জনমতের ফল হিসেবে দেখাচ্ছে যে, ৪২ শতাংশ ফরাসিরা মনে করছেন যে, মুসলমান সম্প্রদায় বিশেষ করে অভিবাসী মুসলমান সম্প্রদায় তাঁদের জাতীয় সত্তার পক্ষে বিপজ্জনক। ফ্রান্স মনে করছে যে মুসলমানরা ফরাসি সমাজের সঙ্গে নিজেদের একাত্ম করতে পারেনি।

সম্প্রতি 'আই এফ ও পি' একটি সমীক্ষা চালিয়ে দেখিয়েছে যে, প্রায় ৪০ শতাংশ ফরাসি ভোটার বিশ্বাস করে যে মুসলমান সম্প্রদায় ফরাসি সমাজের সঙ্গে নিজেদের একাত্ম করতে ব্যর্থ হয়েছে এবং তাঁরা মেরিন লী পেনকে মুসলমান অভিবাসন সমস্যাকে প্রতিষ্ঠিত করার জন্য উপযুক্ত ব্যক্তি মনে করেন। 'টি এন এস' এমনিদ-এর সঙ্গে যৌথ জনমত সমীক্ষায় মুনস্টার বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাজতত্ত্ব বিভাগ দেখিয়েছে যে অধিকাংশ জার্মানরা তাদের রাষ্ট্রপতির অভিমত 'মুসলমানরা জার্মানির অঙ্গ' তার সঙ্গে সহমত পোষণ করেন না। একইভাবে নেদারল্যান্ডের একটি বড় অংশ জনসমক্ষে ইসলামি বোরখা প্রথাকে নিষিদ্ধ করার পক্ষে। মরিস দ্য হন্ড পল্‌-এর মতে, অন্তত ৭৪ শতাংশ অধিবাসীকে মনে করেন যে অভিবাসীদের দেশীয় মূল্যবোধকে গ্রহণ করা উচিৎ। 'ন্যু ডট এন্‌ এল' নামে অপর একটি সংবাদ ওয়েবসাইট-এর সমীক্ষা দেখাচ্ছে যে, ৬৩ শতাংশ ইহুদিরা 'পশ্চিম ইউরোপে ইসলামের ক্রমবর্ধমান প্রভাব বিস্তার নিয়ে উদ্বিগ্ন।' জার্মানির মতো একই আওয়াজ

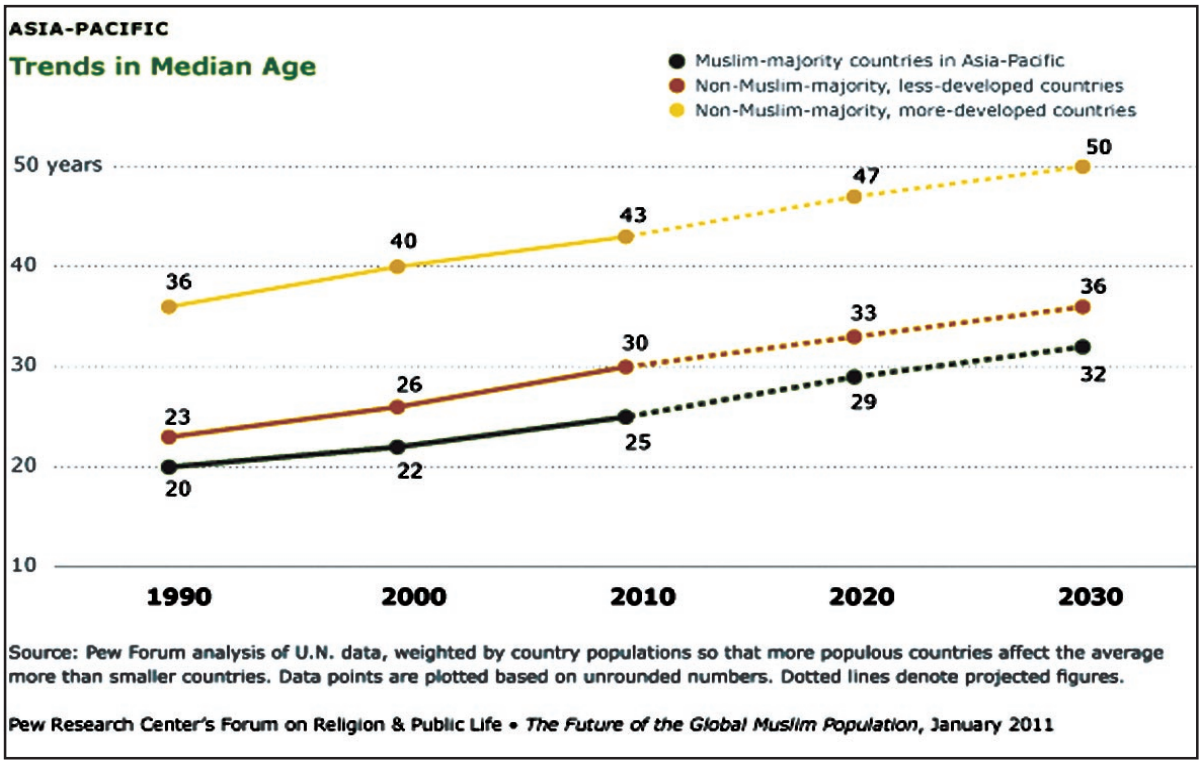

উঠেছে ডেনমার্কে। সেখানে 'বার্লিংস্কে' সংবাদপত্র প্রকাশ করেছে যে, ৯২ শতাংশ ডেনমার্কের অধিবাসীরা চায় যে মুসলমান অভিবাসীরা দেশীয় প্রথার সঙ্গে নিজেদের মানিয়ে নিক। ২০১১ সালে ডেনমার্কের সমন্বয় বিষয়কমন্ত্রী, সোরেন পিন্ড-এর অভিমতকে উদ্ধৃত করে বলা যায় যে, 'সোরেন পিন্ড ডেনমার্কের অধিবাসীদের মনোভাবকে বাস্তবতার অভিব্যক্তি হিসেবে দেখে'। সম্প্রতি তাঁর সংগঠিত একটি বিতর্কসভায় 'আত্তীকরণ' প্রসঙ্গে মন্তব্য করেন 'যখন তুমি ডেনমার্কে আসছ, সাধারণ অর্থে ডেনমার্কীয় হতে, স্বাভাবিকভাবে এস এবং নিজেরাই নিজেদের পথে বিঘ্ন স্বরূপ হয়ো না'। তিনি আরোও বলেন, 'আমি শুধু এটাই মনে করি যে, ডেনমার্কের ৯২ শতাংশ মানুষ এই অভিমত পোষণ করে যে, ডেনমার্কের গণতন্ত্রের বৈশিষ্ট্য অনুযায়ী বিদেশিদেরও ডেনমার্কের প্রথা মেনেই বসবাস করা উচিত'।

ইউরোপ জুড়ে শরিয়তি শাসন : বৃটিশ ইসলামি নেতা আনজেম চৌধুরী বিভিন্ন দেশে শরিয়তি শাসন দাবি করে আসছেন অথবা এরকম দাবির পিছনে তাঁর মস্তিষ্ক কাজ করছে। ইসলামের আত্মপক্ষ সমর্থনকারী তাঁর দাবিকে অবান্তর বলতে পারেন বা বলতে পারেন যে আনজেম চৌধুরী ইসলামের ভাবধারা সঠিকভাবে তুলে ধরছেন না, কিন্তু এটাই রূঢ় বাস্তব যে বৃটেনের মুসলমান জনসংখ্যার একটি বড় অংশই তাঁর চিন্তাভাবনাকে অনুসরণ করে। আনজেম চৌধুরীর উক্তি— 'কোরানে অ-মুসলমানদের জন্য দুঃখিত হবার অনুমতি নেই। আমি তার জন্য দুঃখিত নই। ঘটনাক্রমে সমগ্র বিশ্ব শরিয়তি আইন দ্বারা শাসিত হবে এবং মুসলমানরা চীন, রাশিয়া, আমেরিকা প্রভৃতি দেশে কর্তৃত্ব করবে। এটাই আল্লার আশ্বাসবাণী।' '...কোরানে মদ বিক্রি করা নিষিদ্ধ এবং তা সত্ত্বেও কেউ যদি মদ্যপান করে তাকে চল্লিশ ঘা চাবুক মারা হবে'। 'আমরা (মুসলমানরা) জিজিয়া কর নিই, যেটা সম্পূর্ণভাবেই আমাদের। সাধারণ পরিস্থিতিতে আমরা কাফের (অ-মুসলমান)- দের কাছ থেকে এই অর্থ নিয়ে থাকি। তারা আমাদের অর্থ দেবে। তোমরা কাজ কর আর আমাদের অর্থ দাও, আল্লাহ আকবর। আমরা অর্থ নিই'।

সুইজারল্যান্ড : জেহাদভূমি : সুইজাল্যান্ডের আইনপ্রণেতাগণ সুইজারল্যান্ডে জেহাদি ইসলামি রাষ্ট্রের কাজকর্মকে নিষিদ্ধ করার দাবি করেছেন। তাদের ভূখণ্ডে 'আই এস' যেভাবে তাদের জালবিস্তার করেছে তার পরিপ্রেক্ষিতে এই জনচেতনার বার্তা। সুইস সংবাদপত্র 'এন জেড জেড'-এ প্রকাশিত প্রতিবেদন অনুযায়ী মধ্যপ্রাচ্যে একটি ধর্মের ভিত্তিতে ইসলামি রাষ্ট্র গঠনের লক্ষ্যে এই গোষ্ঠী গোপনে অর্থ, সামরিক এবং সঙ্ঘবদ্ধ প্রচারের সহায়তা দিয়ে থাকে।

বেলজিয়ামে শরিয়তি আইন আদালত :

'শরিয়া ফোর বেলজিয়াম' একটি মৌলবাদী ইসলামি গোষ্ঠী, বেলজিয়ামের দ্বিতীয় বৃহত্তম শহর অ্যানটোয়ের্প-এ একটি শরিয়তি আদালত স্থাপন করেছে। গেটস্টোন ইনস্টিটিউট্-এর বরিষ্ঠ আধিকারিক, সোয়েরেন কার্ন, তাঁর এক প্রতিবেদনে লিখেছেন, 'এ্যানটোয়ের্পের জনসংখ্যার দশ শতাংশ মুসলমান এবং শহরটি দীর্ঘ সময় ধরে ইসলাম মৌলবাদীদের দ্রুত বেড়ে ওঠার

উপযুক্ত স্থান হয়েছে। কয়েকটি সূত্রের হিসেব অনুযায়ী, এ্যান্‌টোয়ের্পের অর্ধেকের বেশি মসজিদ পশ্চিমের সমাজে জেহাদ ও ঘৃণা ছড়ানোর কাজ করা মৌলবাদী, দেওবন্দি সম্প্রদায়ের মতো মুসলমান বিচ্ছিন্নতাবাদী গোষ্ঠীর দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়'। ভ্লামস্ বেলং ফিলিপ ডিউইনটার-এর এক নেতৃত্বস্থানীয় ব্যক্তি বলেছেন--- 'এ্যান্‌টোয়ের্পের ইসলামিকরণে আদালত স্থাপন একটি নতুন পদক্ষেপ'। সমস্ত বিবাদ নিষ্পত্তির জন্য সংবিধান বিচার ব্যবস্থাকে একচেটিয়া অধিকার দিয়েছে বলে ডিউইনটার উল্লেখ করেছে। 'এ ব্যাপারে কোনো সন্দেহ নেই যে সরকারি আদালতের নির্দেশের সমান্তরাল একটি শরিয়তি আদালত চলছে যা আমাদের গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রের মূল্যবোধের পরিপন্থী নীতির ভিত্তিতে বিচার চালাচ্ছে বলে উল্লেখ করেছেন ভ্লামস্ বেলং-এর শীর্ষস্থানীয় ব্যক্তি।

অস্ট্রিয়ার শরিয়তি আইন বনাম দেওয়ানি আইন : অস্ট্রিয়ান সরকার শতাব্দী প্রাচীন ইসলামি আইন সংশোধন করে ২০১৪ সালের ২ অক্টোবর সংসদে বিলটির একটি খসড়া উপস্থাপিত করেছে। এই সংশোধিত আইনটি মসজিদে মৌলবাদীদের নিয়োগ ও প্রশিক্ষণ, মসজিদে বিদেশি অর্থসাহায্য, অস্ট্রিয়ায় কোরানের সংকলন ইত্যাদির মতো বিষয়সমূহ নিয়ন্ত্রণ করবে। অস্ট্রিয়ার সমন্বয় ও বৈদেশিক বিষয়ক মন্ত্রী সেবাস্টিয়ান ক্রুজ একটি সাক্ষাৎকারে বলেছেন যে, অস্ট্রিয়ায় ইসলামের দ্রুত উত্থানের ফলে পুরনো ইসলামি আইন অচল হয়ে পড়েছে। নতুন আইনের লক্ষ্য হলো ধর্মীয় আইনের পরিবর্তে রাষ্ট্রীয় আইনকে চূড়ান্ত বলে প্রতিষ্ঠিত করা। 'ইউরোপ : আপনি ডেনমার্কের শরিয়তি নিয়ন্ত্রিত এলাকায় হিজবুল্লার খাটানো তাঁবুতে প্রবেশ করছেন' শীর্ষক একটি প্রতিবেদনে সোয়েরেন কার্ন লিখেছেন যে 'কোপেন-হেগেন এবং ডেনমার্কের অন্যান্য শহরের বিভিন্ন এলাকাকে শরিয়তি আইনে শাসিত এলাকায় পরিণত করার জন্য একটি মুসলমান-গোষ্ঠী প্রচার অভিযান শুরু করেছে যাতে ওই এলাকাগুলি ইসলামি আইন দ্বারা একটি স্বয়ংশাসিত ভূখণ্ড হিসাবে কাজ করতে পারে। ১৭ অক্টোবরের 'জাইল্যান্ডস্-পোস্টেন' সংবাদপত্রের খবর অনুযায়ী, ডেনমার্কের ইসলামি গোষ্ঠী, কালদেত-তিল-ইসলাম বলেছে যে

কোপেনহেগেনের তিনবিয়ার্গ শহরতলিই হবে শরিয়তি আইনভুক্ত ডেনমার্কের প্রথম এলাকা, তারপর রাজধানীর নরেব্রো জেলা এবং তারপর দেশের অন্যান্য অঞ্চল'। আনজেম চৌধুরীর নেতৃত্বে বৃটেনের রাস্তায় রাস্তায় ইসলামিক আমিরশাহি প্রকল্প চলছে। 'আইনহীন বিচার : সমান্তরাল ইসলামি বিচার আমাদের সাংবিধানিক রাষ্ট্রকে বিপদগ্রস্ত করছে' গ্রন্থপ্রণেতা জার্মান আইন বিশেষজ্ঞ জোয়াকিম ওয়েনার বলেছেন যে, প্রায় প্রত্যেক বড় শহরে ইসলামি শরিয়তি আদালত গড়ে উঠেছে। ইসলামি মৌলবাদী গোষ্ঠীরা জার্মানিতে একটি সমান্তরাল বিচারব্যবস্থা গড়ে তুলছে। ফ্রান্সেও শরিয়তি আদালত দ্রুত গজিয়ে উঠছে এবং বানলিউয়ি দে লা রিপাবলিকের প্রতিবেদন অনুসারে ফরাসি শহরতলিগুলি 'পৃথক ইসলামি রাষ্ট্র' হয়ে উঠেছে। স্পেনে শালাফি প্রচারকগণ শরিয়তি আদালত তৈরি করছে এবং যারা শরিয়তি আইন মানছে না তাদের ধর্মীয় পুলিশ নির্দেশ এবং শাস্তি দিচ্ছে। গোপনে জেহাদি কার্যকলাপের সমস্যা নিয়ে জনসমক্ষে প্রতিক্রিয়া জানানোর কাজটি ইউরোপীয়রা খুব ভালোভাবে করছেন। মসজিদে অর্থসাহায্য থেকে শুরু করে মৌলবি নিয়োগ করা, অভিবাসন, দেশীয় সংস্কৃতির সঙ্গে মুসলমান সম্প্রদায়ের সমন্বয়সাধন ইত্যাদি বিষয়ে ইউরোপীয়রা আলাপ-আলোচনা শুরু করেছেন। ইউরোপীয় সমাজ মনে করে যে, মুসলমানদের অবশ্যই দেশীয় সমাজের সঙ্গে মানিয়ে নেওয়া উচিত।

ইউরোপের সঙ্গে ভারতের সাদৃশ্য : ইউরোপের উপর ইসলামের কুপ্রভাব থেকে ভারত শিক্ষা নেবে কি? ভারতীয়দের সঙ্গে মুসলমানদের একাত্মতা নিয়ে আমাদের নেতারা বিতর্ক শুরু করবেন কি? আমাদের তথাকথিত ধর্মনিরপেক্ষ রাজনীতিক ও বুদ্ধিজীবীরা কি মুসলমান অনুপ্রবেশ সমস্যাকে গুরুত্ব দিয়ে ভাববেন এবং যিনি এ সমস্যার সমাধান করতে চান তাঁকে সাহায্য করবেন? মুসলমানদের অভিবাসনের ফলে আজ ইউরোপ যে বিপজ্জনক সমস্যার মুখোমুখি, ইউরোপের উন্নত সমাজেও স্থানীয় সংস্কৃতির সঙ্গে মুসলমানদের সমন্বয়সাধন যে আজ সবচেয়ে বড় সমস্যা, তা থেকে তাঁরা শিক্ষা নেবেন কি? ভারত আজ যে দুটি বৃহত্তম সমস্যা নিয়ে ভুগছে তা হলো অনুপ্রবেশের মাধ্যমে ভারতে মুসলমান জনস্রোতের নিরন্তর

European Journal of Business and Management
ISSN 2222-1905 (Paper) ISSN 2222-2839 (Online)
Vol.5, No.15, 2013

Figure 1: Projected Distribution of Muslims as a Share of Overall Population (1990-2030)

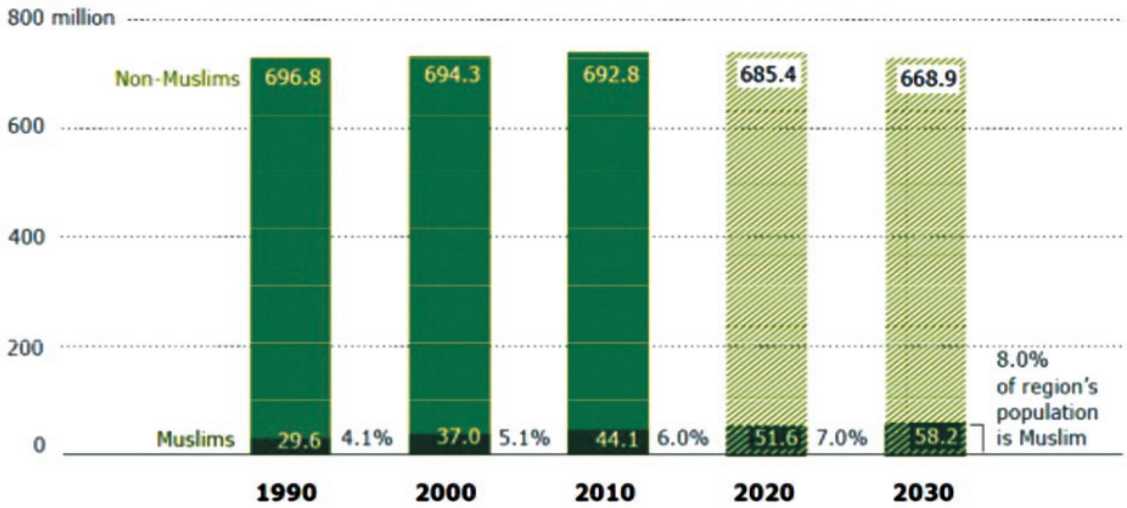

Sources: Pew Research Center's Forum on Religion & Public Life (2011, p. 121) The Future of the Global Muslim Population: Projections for 2010-2030.

অন্তঃপ্রবাহ এবং অ-মুসলমান মহিলাদের তুলনায় মুসলমান মহিলাদের বেশি সন্তান জন্ম দেবার হার। মুসলমান মহিলাদের শিক্ষার হার এবং জীবিকা ভারতে মুসলমান জনসংখ্যা বৃদ্ধির কারণগুলির মধ্যে উল্লেখযোগ্য। মুসলমান মহিলাদের মধ্যে শিক্ষার হার কম হবার কারণে তাঁরা বেশি সন্তানের জন্ম দেন, অন্যদিকে অ-মুসলমান মহিলাদের অধিকমাত্রায় চাকরিতে নিযুক্ত হওয়াটা তাঁদের কম সন্তান জন্ম দেবার ব্যাপারটার সঙ্গে সম্পর্কিত। ভারতে মুসলমান সম্প্রদায়ের মধ্যে ভারত ও বিদেশের বিভিন্ন মৌলবাদী সংগঠনগুলিকে সমর্থন দেওয়ার উত্তরোত্তর প্রবণতা লক্ষ্য করা যাচ্ছে। সম্প্রতি ব্যাঙ্গালুরুতে, মুসলমান জঙ্গি সংগঠন আইসিস্-এর সমর্থনে একটি টুইটার অ্যাকাউন্ট চালানোর অপরাধে এক মুসলমান যুবককে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। আইসিস্ রাজ প্রতিষ্ঠা করার লক্ষ্যে মুসলমান যুবকরা যে যোগদান করছে এমন ঘটনা বহু আছে। গত দশকের এমন অনেক দৃষ্টান্ত আছে যাতে দেখা যাচ্ছে যে বেশিরভাগ মুসলমান মৌলবাদী সংগঠন দেশের বাইরে থেকে নিয়ন্ত্রিত হচ্ছে; মূল সংগঠনগুলি বিদেশ থেকে তাদের প্রচার-পুস্তিকা, অস্ত্রশস্ত্র, অর্থ ইত্যাদি দিয়ে সাহায্য করছে ও দেশের মধ্যে তাদের সমর্থন যোগাচ্ছে ধর্মনিরপেক্ষ বুদ্ধিজীবীরা এবং ভোটব্যাঙ্কের রাজনীতি। অকপটে আমাদেরও একথা স্বীকার করা উচিত যে আমরাও ইউরোপীয় সমাজের মতো একই সমস্যায় ভুগছি; উভয় সমাজেই বুদ্ধিজীবীরা আছেন যাঁরা ইউরোপে এ সমস্যাকে 'শহরে লৌকিক উপাখ্যান' বলে এবং ভারতে 'হিন্দুত্ববাদীদের মনগড়া গল্প' বলে আসল ব্যাপারটা সম্বন্ধে একটা ভ্রান্ত ধারণা তৈরি করছেন। আমাদের উচিত ইউরোপের কাছ থেকে শিক্ষা নেওয়া; যেভাবে তারা বিষয়টিকে সর্বসমক্ষে আলাপ-আলোচনার জন্য তুলে ধরতে পেরেছে,যা ভারতে এখনও সম্ভব হয়নি।

(লেখক রাজনৈতিক ভাষ্যকার এবং সোশাল মিডিয়ার বিশ্লেষক)
(অনুবাদক : দিব্যজ্যোতি চৌধুরী, সৌজন্যে : অর্গানাইজার)

ডাঃ হেডগেওয়ার প্রজ্ঞা সম্মান-২০১৫

কলকাতা মহানগরের প্রখ্যাত সাহিত্যিক-সামাজিক সংস্থা শ্রীবড়বাজার কুমারসভা পুস্তকালয় আগামী ১ এপ্রিল ২০১৫, বুধবার বিকাল ৫টায় **ডাঃ হেডগেওয়ার প্রজ্ঞা সম্মান** অনুষ্ঠানের আয়োজন করেছে কলকাতায় কলামন্দির প্রেক্ষাগৃহে। 'শিক্ষা বাঁচাও আন্দোলন সমিতি'র রাষ্ট্রীয় সংযোজক **দীননাথ বত্রা**-কে এবছর সম্মান প্রদান করা হবে। রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের সরসঙ্ঘচালক **মোহনরাও ভাগবত** অনুষ্ঠানে উপস্থিত থাকবেন।

রাজ্য-বিজেপি'র সদস্য ২০ লক্ষ হলেও আত্মসমীক্ষার প্রয়োজন

গূঢ়পুরুষের কলমে গত ২ মার্চ ২০১৫ স্বস্তিকাতে প্রকাশিত সংবাদ প্রতিবেদনের প্রেক্ষিতে এই পত্রের অবতারণা। প্রতিবেদক মহাশয় ঠিকই বলেছেন যে শুধুমাত্র দলের সদস্য বাড়ালেই বিজেপি দল মজবুত হবে এটা ঠিক নয়। তাই আত্মসমীক্ষার প্রয়োজন। তবুও আমি কিছু বলতে চাই। বিজেপি-র বিরুদ্ধে যে গভীর থেকে গভীরতর ষড়যন্ত্র করে অন্য সব দল একজোট হয়েছে তাতে বিজেপি-র পক্ষে দেশের মঙ্গলসাধন করা অতীব কঠিন। সেক্ষেত্রে বিজেপি-র দেশের সামগ্রিক উন্নয়নকে সামনে রেখে অগ্রসর হওয়া চলে না। বিজেপি-কে স্পষ্ট হিন্দুত্বকেই বেশি গুরুত্ব দিতেই হবে। বুঝতে হবে যে স্বাধীনতার আগে থেকে এখন পর্যন্ত জাতীয় কংগ্রেস ও অন্যান্য দল মিথ্যা ইতিহাস প্রচার করে ভারতবাসীর জাতীয়তাবোধ এবং নিজের মঙ্গল ও ভবিষ্যৎ চিন্তাশক্তি পঙ্গু করে দিয়েছে। তাই বিজেপি-র করণীয় হলো—
(১) গান্ধী-নেহরুর জাতীয় কংগ্রেস স্বাধীনতা আন্দোলনের আসল ইতিহাস গোপন করে মিথ্যা ও বিকৃত ইতিহাস দেশবাসীকে শিখিয়েছে। জাতীয় কংগ্রেসই দেশের বৃহত্তম দেশদ্রোহী তা তথ্যসহ দেশবাসীকে জানানো অত্যন্ত জরুরি। (২) নেতাজীর বিরুদ্ধে কংগ্রেস কীভাবে, কত গভীর ষড়যন্ত্র করেছিল, নেতাজী কত বড় মাপের নেতা ও দেশপ্রেমিক ছিলেন তা দেশবাসীকে জানানো দরকার। (৩) মুসলমান ধর্মের নামে সাম্রাজ্যবাদ বিস্তারের মাধ্যমে ভারতকে ইসলামি দেশে পরিণত করার কাজ দ্রুত এগিয়ে চলেছে এবং তার কুফলও ফলতে শুরু করেছে। তাই

স্ব-দেশেই হিন্দুরা বিপন্ন হতে আরম্ভ করেছে। এর ভয়াবহতা সম্পর্কে প্রচার করতে হবে। ৮৫০ বছরের মুসলমান শাসনের ধ্বংসাত্মক ইতিহাস অবিকৃত অবস্থায় জানাতে হবে। স্বজাতির ইতিহাস জানার অধিকার সবার আছে। অন্য সব দেশ সে অধিকার পালন করে। ধর্মান্তকরণ বন্ধ করতে হবে। যদি কেউ স্বধর্মে ফিরতে চায়, তাহলে সে এফিডেভিট করে ও সংবাদপত্রে বিজ্ঞাপন দিয়ে ফিরতে পারবে। কারণ দিন আসছে, পৃথিবী থেকে অমানবিক তত্ত্ব বিদায় নেবে। বিপথগামীরা আপনি ফিরে আসবে। প্রয়োজন শুধু ব্যাপকভাবে হিন্দু জাগরণের প্রচার। বিভিন্ন দিক থেকে বিভিন্ন হিন্দু সংগঠনগুলির পক্ষ থেকে, যেমন আর এস এস, বিশ্ব হিন্দু পরিষদ, রামদেবজীর পতঞ্জলি প্রভৃতি। বিজেপি-কে একটি ব্যাপার ভালভাবে বুঝতে হবে যে ব্যাপক এবং দীর্ঘস্থায়ী হিন্দু সমর্থন ব্যতীত ইসলামের অন্যায় দাবি, কার্যকলাপ এবং হিন্দুদের উপর আগ্রাসন বন্ধ করা যাবে না। বুঝতে হবে যে বিশালাকায় বৃক্ষের নিজেরই কাঠ দিয়ে তৈরি সেকুলার লৌহ-কুঠার এই ভূমিতে আছে। বিনা যুদ্ধে ভারত দখল করার সবরকম পথ সক্রিয় আছে এই হিন্দুস্থান ও বিশ্বভূমিতে। সংবিধান সংশোধন করা সম্ভব হবে হিন্দুদের স্থায়ী জাগরণের ফলে দীর্ঘস্থায়ী হিন্দু জাতীয়তাবাদী সরকার পেলে। শুধুমাত্র ইসলামি আদর্শ ও লক্ষ্য এবং ইতিহাসকালের ও সাম্প্রতিককালের ঘটনাবলীর গতিপ্রকৃতির প্রবণতা জানা ও জানানোর মাধ্যমে হিন্দুর অস্তিত্ব বজায় রাখা সম্ভব। (৪) তড়িঘড়ি কোনো কঠিন সিদ্ধান্ত বিজেপি সরকারের নেওয়া উচিত নয়। সংখ্যাগরিষ্ঠ সাধারণ জনগণ তা নিতে পারে না। বাজপেয়ী সরকারের আমলে তা তারা বুঝিয়ে দিয়েছিল। ডাক্তার রোগীকে ভারী প্রেসক্রিপশন করতেই পারেন, রোগী তা মেনে নিতে নাও পারে। তাতে ডাক্তারের কোনো ক্ষতি নেই, কিন্তু রাষ্ট্রপ্রধান ডাক্তারের চূড়ান্ত ক্ষতি আছে। তা বুঝতে হবে।
(৫) মানুষকে প্রভাবিত করার মতো ভাষণ দান সহজ নয়। ভাষণ দানের প্রশিক্ষণ দেওয়া দরকার। খামোকা উচ্চস্বরে চিৎকার করলে ভাষণের প্রতি শ্রোতার আগ্রহ হয় না, বরং বিরক্তি হয়। উপযুক্ত পড়াশুনা করে, মানুষের কীসে সর্বনাশ, কীসে উন্নতি তা তথ্যসহ তুলে ধরা দরকার। (৬) বিরোধী দলগুলির মানুষকে বিভ্রান্ত করার যাবতীয় অভিযোগের যথাযথ উত্তর দেওয়া দেওয়া অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। কোনো কঠিন সিদ্ধান্ত জাতির স্বার্থে নিতে হলে কেন তা আবশ্যক তা বিশ্লেষণ করে প্রচার করা দরকার যেন হিন্দুর শত্রু দলগুলি বিভ্রান্তিকর প্রচার করার সুযোগ না পায়। (৭) অন্য দল থেকে কোনো নিষ্কলঙ্ক নেতা বিজেপি-তে যোগ দিলে তাকে দলের সর্বোচ্চ পদে না বসিয়ে সাধারণ পদে বসিয়ে তার কয়েক বছর দলের প্রতি আনুগত্য ও সেবার মূল্যায়ন করে তবে পদোন্নতি করা উচিত। (৮) স্থানীয় নির্বাচনের ক্ষেত্রে স্থানীয় নেতৃত্বের সঙ্গে আলোচনা করে প্রার্থী মনোনয়ন দেওয়া উচিত। (৯) উচ্চস্তর থেকে স্বচ্ছ বিজেপি-শিক্ষা ধাপে ধাপে প্রবাহিত হওয়া দরকার। (১০) যে কেউ দলে যোগ দিলে তাদের বিজেপি শিক্ষায় শিক্ষিত হবার শপথ গ্রহণ করানো দরকার।

—**সুশেন বিশ্বাস,**
বর্ধমান।

টিভি ধারাবাহিক ও মধ্যবিত্ত বাঙালি

কৃষ্ণেন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়

সন্ধ্যার অন্ধকার নেমে আসছে। পশ্চিমের আকাশে অস্তগামী সূর্যের রাঙা আলো স্তিমিত হয়ে আসছে। ক্লান্ত বিহঙ্গের দল ফিরে যায় আপনার নীড়ে। গৃহস্থের বাড়িতে বাড়িতে বেজে ওঠে শঙ্খধ্বনি। না, এই ছবি এখন কলকাতা বা তার উপকণ্ঠে শহরের বুকে আর দেখা যায় না। পরিবর্তে বোকাবাক্সের মোহিনী মায়ায় আবদ্ধ বাঙালি মধ্যবিত্ত আজ ধারাবাহিকের নেশায় বিভোর হয়ে গেছে। সন্ধ্যাবেলায় এখন দেখা যায় যে টিভি দর্শকের একটি বড়সড় অংশ বিশেষ করে মধ্যবয়সী মহিলাগণ সারাদিনের সাংসারিক কর্মের অবসরে সোফায় অথবা বিছানায় শোয়া বা আধশোয়া অবস্থায় ধারাবাহিকের মৌতাত গ্রহণে ব্যস্ত। শুধুমাত্র মধ্যবয়সী মহিলাকুলই নয়, বৃদ্ধ-বৃদ্ধা, অতি বৃদ্ধবৃদ্ধাগণও এই নেশার চিটেগুড়ে মাছির মতো আটকা পড়ে গেছেন। কী থাকে এইসব টিভি সিরিয়াল বা ধারাবাহিকে? অধিকাংশ ক্ষেত্রেই দেখা যায় যে বিভিন্ন পারিবারিক সম্পর্ক যেমন শাশুড়ি-পুত্রবধূ, ননদ-জার মধ্যে সম্পর্কের টানাপোড়েন এইসব ধারাবাহিকের উপজীব্য বিষয়। মানুষের নেতিবাচক দিক্‌গুলি বেশিরভাগ উপস্থাপিত হয়। ফলে, এইসব ধারাবাহিকের দর্শকগণের অবচেতন মনে নেতিবাচক বা ক্ষতিকারক দিকগুলির ছাপ ক্রমশ গভীরভাবে প্রোথিত হতে থাকে। ফলে তাদের পারিবারিক এবং সামাজিক জীবনেও এর প্রতিফলন দেখা যায় এবং তাদের জীবনশৈলীও এর ফলে পরিবর্তিত হয়ে যায়। বলা বাহুল্য, এইসব ধারাবাহিকের মানও খুব একটা উন্নত হয় না। একসময় এই পশ্চিমবঙ্গে সাহিত্য, নাটক, সঙ্গীত, অভিনয় প্রভৃতি বিষয়ে প্রতিভাবান ব্যক্তির অভাব ছিল না। তাঁদের সৃষ্টির মধ্যে মানুষের চিত্তবৃত্তির ইতিবাচক দিকগুলি প্রতিফলিত হোত। ফলে সমাজের মধ্যেও তা একটা সুস্থ সংস্কৃতির জন্ম দিত এবং মানুষের মধ্যেকার সুকুমার বৃত্তিগুলিকে জাগিয়ে তুলতে সক্ষম হোত। সেইসব কালজয়ী সৃষ্টি বাংলা তথা ভারতবর্ষের সীমা অতিক্রম করে আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রেও একটা ছাপ ফেলতে সক্ষম হয়েছিল। সেকথা এখন অতীত বলা যায়।

ইতিহাসের পাতায় যেমন আদি প্রস্তর যুগ, নব প্রস্তর যুগ, তাম্র যুগ, লৌহ যুগ প্রভৃতি যুগের কথা বলা আছে। বর্তমানে চলছে টিভি সিরিয়ালের যুগ। এর সর্বগ্রাসী প্রভাব এমনই যে কলকাতা পুস্তকমেলায় বিভিন্ন বৈদ্যুতিন মাধ্যমের স্টলেও এইসব ধারাবাহিকের পাত্রপাত্রীগণ হাজির হয়ে ওইসব ধারাবাহিকের ঝগড়াঝাঁটির প্রসঙ্গকে সজীব করে তুলেছে। বর্তমানে এমন দর্শকও আছেন যারা সকাল, দুপুর, রাত্রি, মাঝরাত্রি কোনো সময়ই সিরিয়াল দর্শনের মূল্যবান সুযোগ হাতছাড়া থুড়ি চোখছাড়া করতে চান না।

চিকিৎসক বা বিশেষজ্ঞজনের অভিমত যে, টানা দু-ঘণ্টার বেশি টিভির সামনে বসে থাকা উচিত নয়। এইসব সতর্কবাণী সিরিয়াল নেশারুদের কর্ণের মাধ্যমে মর্মে প্রবেশ করবে এমন সম্ভাবনা সুদূরপরাহত। এছাড়াও, দীর্ঘসময় একটানা বসে থাকা দেহের অস্থিসংযোগ স্থলের উপর প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করে এবং হজমশক্তিও বিঘ্নিত হয়। ফলে, আজ দেখা যায় অনেকে বিশেষ করে একটু বয়স্ক মহিলাগণ সুস্থ, স্বাভাবিক ছন্দ এবং গতিবেগে হাঁটতে পারেন না। এইসব বিষয়ে প্রশ্ন করলে অনেকে উত্তর দেন এই বলে যে সারাদিন খাটাখাটুনির পর সিরিয়াল না দেখলে আমরা অবসর যাপন কীভাবে করবো? 'পিনে ওয়ালোকো পিনে কা বাহানা চাহিয়ে'— একটা বিখ্যাত হিন্দী গানের কলি মনে পড়লো। অর্থ হলো মদ্যপায়ীগণ পান করবার জন্য কিছু অজুহাত খাড়া করে।

সান্ধ্যভ্রমণ, যোগাসন, ধ্যান, প্রাণায়াম প্রভৃতি বিভিন্নভাবে যে যার অভিরুচি অনুযায়ী সময়ের সদ্ব্যবহার করতে পারেন। এইসব কিন্তু শরীর এবং মন তাজা ও সুস্থ রাখতে সহায়তা করে।

আমাদের সমাজের বিভিন্ন সমস্যা এবং সঙ্কট আছে, এইসব সমস্যা ও সঙ্কটের কথা ওই তথাকথিত ধারাবাহিকে থাকে না। পশ্চিমবঙ্গের ভৌগোলিক সীমানার ব্যাপ্তি দার্জিলিংয়ের পার্বত্য অঞ্চল থেকে সুন্দরবনের গভীর জঙ্গল, বাঁকুড়া-বীরভূমের লালমাটির রাঢ় বাংলা থেকে মালদহ-মুর্শিদাবাদের ঐতিহাসিক স্থানসমূহে। এইসব আঞ্চলিক সংস্কৃতি বা এই অঞ্চলের মানুষজনের দিনযাপন, জীবনসংগ্রামের চিহ্ন কিন্তু কোনো ধারাবাহিকে পাওয়া দুষ্কর।

শুধু শ্বশুর-শাশুড়ি, স্বামী-স্ত্রী, শাশুড়ি-পুত্রবধূ, ননদ-জা, অফিসের উচ্চপদস্থ কর্মী বনাম অধস্তন কর্মীর সম্পর্কের বিবাদ- বিসম্বাদ এইসব ধারাবাহিক নির্মাণের একমাত্র মালমশলা। এককথায় বলা যায় যে এই টিভি সিরিয়ালগুলিই এখন বাঙালি মধ্যবিত্তর যৌবনের উপবন বার্ধক্যের বারাণসী।■

'বিল্লুদাকুঞ্জ'
কালিকাপুর, বোলপুর, জেলা : বীরভূম
ফোন : ০৩৪৬৩ ২৫২৪৪৭
মো : ৯৪৩৪৩০৬৭৯৬ / ৯২৩৩১৮৯১৭৯

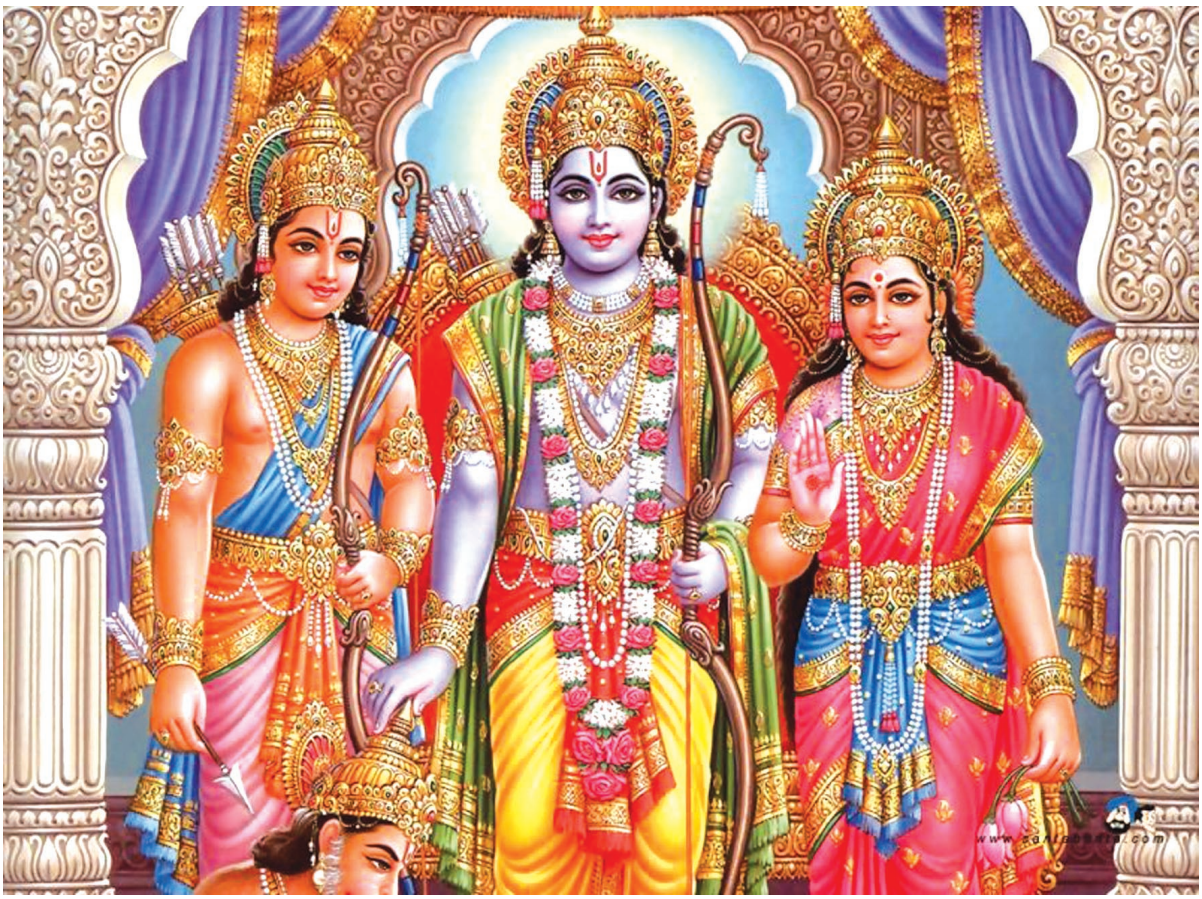

শ্রীরাম চালীসা

বিক্রম মুখোপাধ্যায়

জয় শ্রীরাম জয় বন্ধনত্রাতা।
বিদ্যাধাত্রী জয় সীতামাতা।। ১।।
ভারত-ঐক্যহেতু শ্রীরাম-বিভূতি।
জয়-দাশরথি বীর তারণ-মুরতি।। ২ ।।
অনাচার-অসুর বধে দ্যুতি প্রকটিত।
ভারতসত্তা শ্রীশ্রীরামে সুরভিত।। ৩।।
পাষাণী পরমপাদপদ্মজা তটিনী।
আত্মদীপায়ন শ্রীরাম-সন্ধানী।। ৪।।
নয়নাভিরাম তেজ, ভারতপ্রভাকর।
হরধনুভঙ্গে শ্রী অনিন্দ্যশেখর।। ৫।।
পরস্ত-পরাক্রমী দর্পচূর্ণ।
হৃদয়ে সীতানাথ হৃদি-হ্রদ পূর্ণ।। ৬।।
জাত্যাভিমান প্রভু নিবারণকল্পে।
গুহক মিত্র গাঙ্গেয় সঙ্কল্পে।। ৭।।
আর্যশপথ রক্ষার্থে প্রাণার্পণ।
ধর্মক্ষেত্রে ত্রয়ী সীতা-রাম-লক্ষ্মণ।। ৮।।
অরণ্যবাসী অরণ্যচারী।
শ্রীরামসাহচর্যে ভারতপূজারি।। ৯।।
ভারতবিকাশে রাম মৃতসঞ্জিবনী।
সূর্পণখা কূট চর বিদেশিনী।। ১০।।

শ্রীরাম-আশীর্বাদে লখন আগুয়ান।
ভারতমন্ত্র স্বাতন্ত্র্য, স্বাভিমান।। ১১।।
ধূর্ত রাবণ উন্মত্ত জটিলতা।
গোপন দুরাশা মহাভারতবিজেতা।। ১২।।
লঙ্কেশ্বর নীচ-আদেশ অনুসার।
স্বচ্ছ কুটীরপথে স্বর্ণ-মায়াবী মার।। ১৩।।
ক্ষণিক মোহজালে সীতা-রাম-লক্ষ্মণ।
রাবণ কর্তৃক ভারতীহরণ।। ১৪।।
জটায়ুপক্ষী মুমুক্ষু সাধক।
ভারত-আবেগে জাগে শ্রীরাম-সমর্থক।। ১৫।।
নিত্য-শুদ্ধ-মুক্ত-বুদ্ধ।
সীতাবিহনে রাম অসংবদ্ধ।। ১৬।।
মা সীতা শকতি, রাম সীতাগতপ্রাণ।
ভকত-নিকেতনে দরিদ্র ভগবান।। ১৭।।
ভারত-অস্মিতা শ্রীরাম কাণ্ডারি।
ভারতপথিক বীর হনুমান দ্বারী।। ১৮।।
বালী অনাচারী, গিরি-বন সংবেদী।
শ্রীরাম প্রতীক, সুগ্রীব প্রতিনিধি।। ১৯।।
পুনরুত্থানব্রতী ভারত-অধিষ্ঠান।
রাষ্ট্রীয় সঙ্ঘ, শ্রীরাম-সংবিধান।। ২০।।
জনহিতে উপজাতি প্রাকৃত অনুচর।
লক্ষ্য মহামায়া চির অবিনশ্বর।। ২১।।
স্পন্দন অনুক্ষণ সংযমী বীতকাম।
শ্রীরামপন্থা ভারতীয় মনস্কাম ।। ২২।।
রামনাদে রত্ন-আকরাদি লঙ্ঘন।
কল্পিত স্বর্ণশ্রী লঙ্কাগমন।। ২৩।।
বন্দিনী নন্দিনী সীতামাতা।
ব্রহ্মশ্বৈর্যে দগ্ধ সঠতা।। ২৪।।
প্রেমাংশু-দরশনে শ্রীরাম বিহ্বল।
ভারতসেনা ভাঙে সমুদ্রশৃঙ্খল।। ২৫।।
শ্রীরামনামে সাগরে ভাসমান শিলা।
শ্রীরামে ভারতোদয় ঈশ্বরলীলা।। ২৬।।
গর্ব-অহঙ্কার লঙ্কাভূষণ।
তপোবলে বলীয়ান রামসিংহাসন।। ২৭।।
শ্রীরাম-পদাশ্রিত অমৃত জাতি।
প্রগতি-প্রবর্তক ভারতস্থপতি।। ২৮।।
ধর্ম-ভাষা-বোধি-কৃষ্টি-সুচেতনা।
ভারতসমন্বয়ী শ্রীরামবন্দনা।। ২৯।।
তমস-পরিত্যাগী আত্মসমর্পণ।
শ্রীরামকর্মযোগ-বিভূষিত বিভীষণ।। ৩০।।
শক্তি-অক্ষে লক্ষ্মণ-প্রাণসংশয়।
দ্রাবিড় উপদেশে হনুমান মেঘালয়।। ৩১।।
ভারতসেনাপতি ভারত-মহাবতার।
দুষ্কৃতীশোধনে ভারতবিস্তার।। ৩২।।
অগ্নিবিনন্দিত মিলন-মহোৎসব।
শ্রীরাম-পতাকাবাহী জাগ্রত বিপ্লব।। ৩৩।।
দুঃখ-জরা-ব্যাধি-ভীতিবিনাশক।
বিবেক-আনন্দরূপ রামনাম সম্যক।। ৩৪।।
সনাতম গৈরিক হিন্দু জাতীয়তা।
ব্রহ্মসাক্ষী রাম ভারতনির্মাতা।। ৩৫।।
রামরাজ্যে গণতন্ত্র সুপ্রাচীন।
সকল মত ও পথ রামস্রোতে স্বাধীন।। ৩৬।।
সত্য-শিব-সুন্দর গণজাগরণ।
শ্রীরামজন্মভূমি মহাভারতীয় মন।। ৩৭।।
জয় শ্রীরাম ধ্বনি শাশ্বত নিত্য।
শ্রীরাম চালীসা মানে ভারতানুগত্য।। ৩৮।।
শতসহস্রপর্বে বিক্রম-বরাভয়।
অক্ষয় ভারতে শ্রীরাম-অভ্যুদয়।। ৩৯।।
বিশ্বভুবনে মহাভারত মহৎ ধাম।
জয় রামায়ণ-রামরাজ্য-শ্রীরামনাম।। ৪০।।
।। জয় জয় শ্রীরামচন্দ্র কী জয়।।

(শ্রীরামনবমী উপলক্ষে প্রকাশিত)

জাতীয়তাবাদী বাংলা সংবাদ সাপ্তাহিক
স্বস্তিকা
পড়ুন ও পড়ান

পৌরানিক নগর

অন্ধ্র

গোপাল চক্রবর্তী

ঐতরেয় ব্রাহ্মণের একটি কাহিনি অনুসারে মহর্ষি বিশ্বামিত্র ব্রাহ্মণ সন্তান শুনঃশেপকে দত্তকরূপে গ্রহণ করলে তাঁর ঔরসজাত পুত্রেরা পিতার বিরোধিতা করেন। বিশ্বামিত্র ক্রুদ্ধ হয়ে পুত্রদের অভিশাপ দিলে তারা আর্যাবর্তের দক্ষিণ সীমান্তে বিন্ধ্যপর্বতের সন্নিকটে উপনিবেশ স্থাপন করেন এবং পরে ক্রমশ দক্ষিণদিকে সরে গিয়েছিলেন। ঐতরেয় ব্রাহ্মণ অনুসারে বিশ্বামিত্রের অভিশপ্ত পুত্রেরা অন্ধ্র, শবর, পুণ্ড্র প্রভৃতি জাতির পূর্বপুরুষ। খৃষ্টপূর্ব তৃতীয় শতাব্দীতে মৌর্য সম্রাট অশোক তাঁর অনুশাসনে মগধ সাম্রাজ্যের অন্তর্গত বিশেষ জাতি সমূহের মধ্যে অন্ধ্রের নাম উল্লেখ করেছেন।

আনুমানিক ১৮৭ খৃষ্টপূর্বাব্দে মৌর্যবংশ উচ্ছেদ করে শুঙ্গ বংশীয় ব্রাহ্মণগণ মগধ সাম্রাজ্য অধিকার করেন। এর ১১২ বৎসর পর কাম্বায়ন বংশের অধিকার প্রতিষ্ঠিত হয়। কাম্বায়ন বংশ ৪৫ বৎসর রাজত্ব করবার পর খৃষ্টপূর্ব প্রথম শতাব্দীর উত্তরার্ধে অন্ধ্রজাতীয় সিমুক দক্ষিণাপথ ও মালব অঞ্চলে সাতবাহন রাজবংশের অধিকার প্রতিষ্ঠিত করেন। সিমুক প্রথমে শেষ কাম্বায়নরাজ সুশর্মার সামন্ত ছিলেন। সাতবাহনরা নিজেদের 'দক্ষিণাপথেশ্বর' বলতেন। তাঁদের রাজধানী ছিল গোদাবরী নদীর তীরবর্তী প্রতিষ্ঠান অর্থাৎ আধুনিক মহারাষ্ট্র প্রদেশের ঔরঙ্গাবাদ জেলার অন্তর্গত পৈঠন। ব্রাহ্মণ রক্ত সংশ্রবের জন্য সাতবাহন রাজগণ ব্রাহ্মণত্বের দাবি করেন, কিন্তু গোঁড়া সমাজপতিরা তাঁদের শূদ্র মনে করতেন।

সিমুকের ভ্রাতুষ্পুত্র প্রথম সাতকর্ণী মহাপরাক্রান্ত নরপতি ছিলেন। উত্তরে মালব থেকে দক্ষিণে কৃষ্ণানদী পর্যন্ত তাঁর সাম্রাজ্য বিস্তৃত ছিল। তিনি রাজসূয় এবং অশ্বমেধ যজ্ঞের অনুষ্ঠান করেছিলেন। খৃষ্টীয় প্রথম শতাব্দীর মধ্যভাগে সাতবাহন রাজ্যের উত্তরাঞ্চলে বৈদেশিক শক রাজগণের অধিকার প্রতিষ্ঠিত হয়। ১২০-১২৪ খৃষ্টাব্দে ক্ষহরাত বংশীয় শক নরপতি নহপানের সামন্ত ঋষভদত্ত উত্তর-মহারাষ্ট্রের নাসিক, পুনা অঞ্চল শাসন করেছিলেন। নহপান স্বয়ং সম্ভবত কুষাণ সম্রাটগণের সামন্ত ও পশ্চিম ভারতের শাসনকর্তা ছিলেন। আনুমানিক ১০৬-১৩০ খৃস্টাব্দের মধ্যে সাতবাহন বংশীয় গৌতমী পুত্র সাতকর্ণী নহপানকে পরাজিত ও নিহত করে উত্তরে মালব ও কাথিয়াবাড় পর্যন্ত অধিকার করেন।

পূর্বতন সাতবাহন রাজ্যের উত্তরাংশে গৌতমীপুত্রের অধিকার দীর্ঘকাল স্থায়ী হয়নি। নহপালের পতনের পর ১৩০ খৃষ্টাব্দের মধ্যেই কার্দমক বংশীয় শকরাজ চট্টন এবং তদীয় পৌত্র ও সহকারী রুদ্রদামা গৌতমীপুত্রের রাজ্য আক্রমণ করেন। রুদ্রদামার হস্তে বারংবার পরাজিত হয়ে গৌতমীপুত্র সাতকর্ণী শকরাজের কন্যার সঙ্গে নিজ পুত্রের বিবাহ দিয়ে সন্ধি করতে বাধ্য হন। কেবলমাত্র নাসিক, পুনা অঞ্চলে সাতবাহন অধিকার বজায় থাকল। পশ্চিম ভারতের অন্যান্য জনপদে রুদ্রদামার অধিকার প্রতিষ্ঠিত হলো। কার্দমকরা উজ্জয়িনী নগরীতে রাজধানী স্থাপন করে পশ্চিম ভারত শাসন করতে থাকেন, কিন্তু গৌতমীপুত্রের উত্তরাধিকারীগণের আমলে উত্তরে শকরাজ্যের কিয়দংশে এবং দক্ষিণে কৃষ্ণা-গুন্টুর অঞ্চলে সাতবাহন অধিকার প্রতিষ্ঠিত হয়। তাঁরা ব্রাহ্মণ্য ধর্মাবলম্বী হলেও অমরাবতী ও নাগাজুর্নী কোণ্ডার বৌদ্ধবিহার সমূহের পৃষ্ঠপোষক ছিলেন।

খৃষ্টীয় তৃতীয় শতাব্দীর প্রথম ভাগে সাতবাহন বংশের পতন ঘটলে সাম্রাজ্যের বিভিন্ন অঞ্চলে বহু ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজ্যের উদ্ভব হয়। এদের মধ্যে নাগাজুর্নী কোণ্ডা উপত্যকায় অবস্থিত বিজয় পুরীর ইক্ষ্বাকুবংশ প্রথমে প্রসিদ্ধি লাভ করেছিল, কিন্তু চতুর্থ শতাব্দীর মধ্যভাগে কাঞ্চীর পল্লব বংশীয় নৃপতিরা অন্ধ্রাপথ অর্থাৎ কৃষ্ণা-গুন্টুর অঞ্চল অধিকার করেন। এই সময়ে পশ্চিম গোদাবরী অঞ্চলের বেঙ্গীনগরের শালঙ্কায়ন বংশের প্রতিষ্ঠা হয়।

খৃষ্টীয় সপ্তম শতাব্দীর প্রথমার্ধে বাদামীর চালুক্যবংশীয় নরপতি দ্বিতীয় পুলকেশী (৬১০-৬৪২ খৃঃ) নিম্ন গোদাবরীর উভয় তীরবর্তী পৃষ্টপুর ও বেঙ্গী অঞ্চল অধিকার করে স্বীয় ভ্রাতা কুব্জ বিষ্ণুবর্ধনকে ওই জনপদে স্থাপিত করেন। বিষ্ণুবর্ধনের উত্তরাধিকারীগণ দীর্ঘকাল স্বাধীনভাবে বেঙ্গীরাজ্য শাসন করেছিলেন। তাঁরা ইতিহাসে বেঙ্গীর পূর্বচালুক্য নামে পরিচিত।

একাদশ শতাব্দীতে হনুমকোন্ডা ও বরঙ্গলের কাকতীয় রাজগণ পরাক্রান্ত হয়ে অন্ধ্রপ্রদেশের বিস্তৃত অঞ্চলে আধিপত্য বিস্তার করেন। এই বংশের গণপতি (১১৯৮—১২৬২ খৃ.) প্রবল পরাক্রান্ত নরপতি ছিলেন। তাঁর সাম্রাজ্য দক্ষিণে কাঞ্চিপুর পর্যন্ত বিস্তৃত হয়েছিল। গণপতির কন্যা রানী রুদ্রাম্বার শাসনদক্ষতা ভেনিসীয় পর্যটক মার্কোপোলোর প্রশংসা লাভ করেছিল। ১৩০৯ খৃষ্টাব্দে রুদ্রাম্বার দৌহিত্র দিল্লীর খিলজী বংশীয় সুলতান আলাউদ্দিনের সেনাপতি মালিক কাফুর কর্তৃক পরাজিত হয়ে সুলতানের বশ্যতা স্বীকার করেন। ১৩২৩ খৃষ্টাব্দে কাকতীয় রাজ্য দিল্লীর তুগলক বংশের অন্তর্ভুক্ত হয়।

আমাদের গ্রাম

কৌশিক গুহ

অপর্ণাদি ক্লাস শুরুর সময় বললেন, 'আজ তোমরা বলবে আমার গ্রাম নিয়ে। আগের মতোই যার নাম ডাকা হবে সে বলবে। ঘণ্টা বাজলে বলবে। পরে যার নাম ডাকা হবে সে বলবে।' ছেলেমেয়েরা খুব খুশি। গ্রামের স্কুলে যারা পড়ে তারা সকলেই গ্রামের ছেলেমেয়ে। অন্য গ্রামে স্কুল হয়ে যাওয়ায় সেখান থেকে কেউ আসে না। আগে আসত। স্কুলটা গ্রামের থেকে একটু দূরে। দূরে ঠিক নয়, শেষ বাড়িটার পর কিছুটা পথ হাঁটতে হয়। স্কুলের সুন্দর বাড়ি, খেলার জায়গা। গ্রামের লোকজন স্কুলকে ভালোবাসে। দেশ স্বাধীন হওয়ার আগে ওই স্কুল গড়ে তোলেন গ্রামের বিশিষ্ট মানুষরা। যাঁদের গ্রাম ভালোবাসায় কোনো ফাঁক বা ফাঁকি ছিল না। গ্রামের জীবনের সঙ্গে জড়িয়ে গেছে এই স্কুল। সকলকে স্কুলে নিয়ে আসার উদ্যোগ ছিল শুরু থেকে। তখন ছিল সামান্য আয়োজন। কিন্তু চেষ্টার মধ্যে ছিল আন্তরিকতা। স্কুলের জন্যে জমি পাওয়া গিয়েছিল মাঠের মধ্যে। স্কুল বাড়ির সামনে খেলার মাঠ। প্রথমে মাটির দেয়াল ছিল। উপরে টালি। গ্রামের কাছেই নদী। অনেক টালি কারখানা নদীর ধারে। গ্রামের অনেকের টালির ব্যবসা। তাঁরা টালি দিলেন স্কুলের জন্যে। স্কুলের ছেলেরা বয়ে এনেছিল। গ্রামের লোকজন স্বেচ্ছাশ্রম দিয়েছিল। প্রয়োজনীয় বাঁশ কাঠ গ্রামের লোক দেয় আনন্দে। স্কুল গড়ে উঠল। বড় লম্বা ঘর। ভাগ করে করে এক একটা ক্লাস। শিশুশ্রেণী, প্রথম শ্রেণী, দ্বিতীয় শ্রেণী, তৃতীয় শ্রেণী, চতুর্থ শ্রেণী। মাঝখানে ঘরগুলো। শুধু ক্লাস ফোরের ঘরটা একেবারে আলাদা। ওটা অফিস ঘরও। চারপাশে চওড়া বারান্দা। পিছনে ছেলেদের তৈরি বাগান। ফুল চাষের সঙ্গে আনাজ চাষ হয়। ছেলেরা আসে বিভিন্ন পরিবার থেকে।

ঘণ্টা বাজতে ডাকা হলো অরূপকে। সে বলতে শুরু করল, 'আমাদের গ্রামের স্কুলে দারুণ মজা। পড়া আর খেলা দুইই চলে। স্কুলে না এলে খারাপ লাগে এখন। প্রথম আসার দিনে কেঁদেছিলাম।' ঘণ্টা বাজল। দিদি বললেন, 'বিদ্যুৎ'। সে বলল, 'আমাদের গ্রাম বড় চমৎকার। কত গাছ পাখি আছে। পুকুরে মাছ। রাস্তাগুলো ছোট তবে সাইকেল চালিয়ে দিব্যি যাওয়া যায়। কোনো কোনো রাস্তায় গাড়িও ঢুকে যায়।' ঘণ্টা বাজল। পরের নাম 'সুপর্ণ'। তার কথা হলো, 'গ্রামে তিনটি ঠাকুরতলা আছে। শিবতলা। সেখানে চড়ক হয়, শিবপুজো হয়। আটচালা আছে। পঞ্চানন্দ ও অন্যান্য ঠাকুর আছে। দামোদরতলায় শালগ্রাম শিলা আছে। ঘণ্টা বাজল। এবার ডাক পড়ল 'রজত'! সে বলল, 'গ্রামের লোকজন ঝগড়া করে। আবার মিটেও যায় তাড়াতাড়ি। দু'চারজন বছরের পর বছর রাগ পুষে রাখে। যারা রাগ করে থাকে তাদের বাড়ির ছেলেমেয়েরা পরে রাগ ভুলে এক হয়।' ঘণ্টা বাজল। এবার পালা সুতনুর। সে বলল, 'গ্রামে আগে মাটির বাড়ি অনেক ছিল। এখন মাটির একটা কি দুটো। আমার জন্মের অনেক আগে ১৯৭৮-এর বন্যায় মাটির বাড়ি পড়ে যায়। অনেকে কষ্ট করে পাকা বাড়ি করেছে বন্যার ভয়ে। আর মাটির বাড়ি তৈরির খরচও বেশি।' ঘণ্টা বাজল। এবার বলতে শুরু করল অম্লান, 'আমাদের গ্রামে উৎসবের দিনে সবাই এক। যারা গ্রামের বাইরে থাকে তারাও আসে। দুর্গাপুজো, কালীপুজোয় বেশ মাতামাতি হয়। খুব আনন্দ হয়।' ঘণ্টা বাজল। এবার বলল কল্যাণ, 'আমাদের গ্রাম বড়লোকদের গ্রাম নয়। সকলের দিন আনন্দে চলে যায়। কারও অবস্থা একটু ভালো। কারও একটু খারাপ। গ্রামে লেখাপড়া-না-জানা কেউ নেই। গ্রামে একটা ভালো লাইব্রেরি আছে।' ঘণ্টা বাজতে অঞ্জন শুরু করল, 'গ্রামের লাইব্রেরি গড়ে উঠেছিল গ্রামের স্কুলের মতো সকলের সাহায্যে। আশপাশের আট দশটা গ্রামের মধ্যে ওই লাইব্রেরির খুব নাম। লাইব্রেরির জন্যে আমার গর্ব হয়।'

অপর্ণাদি বললেন, 'খুব চমৎকার হয়েছে প্রত্যেকের বলা।'

ছবি : রমাপ্রসাদ দত্ত

বই কথা কই

সুদত্তার বই

সুদত্তাকে বাড়িতে সকলে ভালোবাসে। ছোটকাকু একটু বেশি। কাকু শনিবার আসে। রবিবার চলে যায়। আসার সময় সুদত্তার জন্যে অনেক কিছু আনে। খাবার খেলনা পোশাক। আর আনে বই। সুদত্তার মা আগে বলত, 'এখনও পড়তে শিখলো না, বই দেওয়া কেন?' ছোটকাকু বলত, 'আজ পড়তে পারে না, কাল পারবে। বইকে দেখবে, পাতা ওল্টাবে। আকর্ষণ খুঁজে পাবে। তোমরা পড়ে শোনাবে।' ওদের বাড়িতে অনেক বই, সুদত্তার বইও অনেকগুলো। তার সব বইয়ে ছবি আছে। কত মজার কথা লেখা। মায়ের কাছে শুনেছে কত গল্প। মনেও রেখেছে। মায়ের কাছে গান শিখেছে। রবীন্দ্রনাথের গান। পাড়ায় ওর তিন চারজন বন্ধু আছে। তারা রোজ বিকেলে খেলতে আসে। উঠোনে খেলে। খেলতে খেলতে ঝগড়া হয়, আবার ভাবও হয়ে যায়।

কদিন আগে সুদত্তার পাঁচ বছরের জন্মদিন হয়ে গেল। সবাই মিলে খুব হইচই হলো। সব জেঠু জেঠিমা এসেছিল, দাদা দিদিরা। আরও কত কে। ছোটকাকু অনেক বেলুন টাঙিয়ে ছিল। একটা বড় কাগজে লেখা ছিল : 'সুদত্তা ৫'। বড়-জেঠু বলল, 'মন দিয়ে খাবে খেলবে পড়বে। সেটাই বড় কাজ জানবে।' জন্মদিনে সকলের আদরে ভেসে গেছে সুদত্তা। অনেকগুলো বই পেয়েছে। বইগুলো খুব যত্নে রেখেছে মা। আরেকটু বড় হলেই নিজে নিজে পড়বে। নিজে পড়ার মজা অন্যরকম। বড়-জেঠু লিখে দিয়েছে বইয়ের মধ্যে : 'বই পড়ো, হও বড়ো।'

বইমিত্র

প্রশ্নবাণ

১. আন্তর্জাতিক নারী দিসব কবে?

২. সাপ শুনতে পায় কীভাবে?

৩. কোন্ দেশে সাপ নেই?

৪. 'সর্বে সন্তু নিরাময়া' কথাটির অর্থ কি? কোন্ দেশে কারা বলেন? বিশ্ব স্বাস্থ্যদিবস কবে?

৫. 'মেঘনাদ বধ কাব্য' কে লিখেছিলেন?

উত্তর : ১. ৮ মার্চ। ২. চামড়ার মাধ্যমে। ৩. নিউজিল্যান্ড। ৪. সকলে সুস্থ থাকুক। ভারতীয় ঋষিরা। ৭ এপ্রিল। ৫. মধুসূদন দত্ত।

ফিরে পড়া

মায়ের দেওয়া মোটা কাপড়

রজনীকান্ত সেন
(১৮৬৫-১৯১০)

মায়ের দেওয়া মোটা কাপড়
মাথায় তুলে নে রে ভাই,
দীন-দুঃখিনী মা যে তোদের
তার বেশি আর সাধ্য নাই
ওই মোটা সুতোর সঙ্গে, মায়ের
অপার স্নেহ দেখতে পাই,
আমরা, এমনি পাষাণ, তাই ফেলে ওই
পরের দোরে ভিক্ষা চাই।
ওই দুঃখী মায়ের ঘরে, তোদের
সবার প্রচুর অন্ন নাই,
তবু তাই বেচে কাচ, সাবান, মোজা
কিনে কল্লি ঘর বোঝাই।
আয় রে আমরা মায়ের নামে
এই প্রতিজ্ঞা করব ভাই,
পরের জিনিস কিনব না, যদি
মায়ের ঘরের জিনিস পাই।

নারীশিক্ষার জন্য শুধু শ্লোগান নয়, চাই সদিচ্ছা

শবরী ঘোষ

শেষ জনগণনা (২০১১) অনুযায়ী ভারতে নারীশিক্ষায় পশ্চিমবঙ্গের স্থান হলো অঙ্গরাজ্য ও কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলগুলির মধ্যে ১৮তম। এই রাজ্যের ২৮.৮ শতাংশ মেয়ের অক্ষর পরিচয় পর্যন্ত নেই। পশ্চিমবঙ্গ সরকার ২০১৩ সাল থেকে নারী শিক্ষায় উৎসাহ বৃদ্ধি করার জন্য 'কন্যাশ্রী' প্রকল্প চালু করেছে। কাগজে কলমে ২৪ লক্ষ মেয়েকে এককালীন ২৫ হাজার টাকা ভাতা প্রদান করা হবে। সাধু উদ্যোগ সন্দেহ নেই।

অনেকে মনে করেন, দারিদ্র্যের কারণেই অল্প বয়সে মেয়েদের লেখাপড়ার ইতি ঘটে। দারিদ্র্য অবশ্যই মেয়েদের শিক্ষার পথে অন্যতম প্রতিবন্ধক। কিন্তু একমাত্র কারণ নয়। আমাদের রাজ্যে এখনো বহু পরিবারে পুত্রসন্তান এবং কন্যাসন্তানের মধ্যে ভেদাভেদ করা হয়। ছেলেদের জন্য চাকরি আর মেয়েদের জন্য বিবাহ অধিকাংশ পিতামাতার একমাত্র কামনা। 'মেয়েকে বেশি লেখাপড়া শিখিয়ে কী লাভ? ও কি আর ছেলের মতো চাকরি করতে যাবে? শেষে তো বিয়ে হয়ে হেঁশেল ঠেলবে'— শিক্ষকতার সময়ে বহু ছাত্রীর অভিভাবক- অভিভাবিকার মুখে এমন শুনেছি। এঁদের মধ্যে দরিদ্র ও মধ্যবিত্ত উভয় শ্রেণীই রয়েছেন। সর্বাগ্রে পরিবর্তন চাই এই মানসিকতার। সেই পরিবর্তন ঘটাবার জন্য পশ্চিমবঙ্গ সরকারের পক্ষে তেমন কোনো উদ্যোগ এখনো চোখে পড়েনি।

পশ্চিমবঙ্গে ছাত্রছাত্রীর তুলনায় প্রয়োজনীয় বিদ্যালয়ের সংখ্যা অনেক কম। অনেক সময় ছাত্রছাত্রীদের মাইলের পর মাইল অতিক্রম করে দূরে কোনো স্কুল-কলেজে পড়াশুনো করতে যেতে হয়। উদাহরণ হিসাবে প্রথমেই বলা যায় সুন্দরবন অঞ্চলের কথা। বর্ষার সময় নদীনালা, মাটঘাট পেরিয়ে প্রত্যন্ত অঞ্চলের এইসব ছাত্রীকে বহু দূরবর্তী গ্রাম বা শহরে যেতে কতটা অসুবিধা হয় তা সহজেই অনুমেয়। স্কুল থাকলেও বহু জায়গায় পঠনপাঠনের উপযুক্ত পরিকাঠামো নেই। প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত শিক্ষিকার যেমন অভাব তেমনই দেখা মেলে না ল্যাবরেটরি, গ্রন্থাগার এবং পঠনপাঠনের প্রয়োজনীয় সামগ্রীর। ক্লাসে ছাত্রীসংখ্যার তুলনায় টেবিল-চেয়ারের সংখ্যা কম, শৌচাগারেরও অভাব রয়েছে— শিক্ষকতা করতে গিয়ে এই অভিজ্ঞতারও সম্মুখীন হয়েছি। কলেজগুলোর অবস্থাও তথৈবচ। অথচ

সে দিকে দৃষ্টি দেবে কে?

দূরের স্কুল-কলেজে পড়তে গেলে নিরাপত্তার প্রশ্নটাই প্রথমে আসে। কামদুনির নিহত ছাত্রী কিন্তু কলেজ থেকে ফেরার পথেই দুষ্কৃতীদের নির্যাতনের শিকার হয়েছিল। যে অঞ্চলে রাস্তাঘাটের অবস্থা বেহাল, যানবাহন অপ্রতুল, রাস্তার পাশে আলো নেই সেসব অঞ্চলে দূরের স্কুল-কলেজ থেকে ভরসন্ধ্যায় বাড়ি ফেরার সময় একটি কিশোরীর মানসিক অবস্থা কী হয় তা সহজের অনুমেয়। দক্ষিণ ২৪ পরগনার এক সহকর্মীর মুখে শুনেছিলাম তাঁর বোনদের আঠেরোয় পা দেবার আগেই বিয়ের পিঁড়িতে বসিয়ে দিতে হয়েছে। আমি জিজ্ঞাসা করেছিলাম 'ওদের কলেজে পড়াওনি কেন?' সহকর্মী বন্ধুটি ম্লান হেসে বলেছিল 'ওদের বাঁচানোর জন্য।' আমার বিস্মিত মুখের দিকে তাকিয়ে বলেছিল ওদের বাড়ি যে অঞ্চলে সেটি মূলত বিশেষ সম্প্রদায় অধ্যুষিত। এদের অনেকের নাকি ভারতের নাগরিকত্ব নেই। কেউ কেউ আবার নারীপাচারের সঙ্গে যুক্ত। ওই অঞ্চল বা তার আশেপাশে কোনো কলেজ নেই। বন্ধু বলেছিল, 'সন্ধ্যে সাতটার পর যখন আমার মতো একটা শক্তসমর্থ ছেলের গ্রামের পথ দিয়ে একা ফিরতে ভয় হয়, বুক কাঁপে, এই বুঝি গলায় ক্ষুর চালিয়ে সাইকেল আর মানিব্যাগটা ছিনিয়ে নিল, সেখানে বোনেরা অত রাত করে দূরের কলেজ থেকে ফিরবে কী করে?' ওই অঞ্চলের এক ছাত্রী ক্লাসে অনুপস্থিতির কারণ হিসাবে জানিয়েছে নিরাপত্তার অভাবের কথা— 'একা একা রাস্তায় যাতায়াত করতে দেখলে ওরা দল বেঁধে ঘিরে ধরে। অসভ্যতা করার চেষ্টা করে। রোজ রোজ তো আর যাতায়াতের পথে আমাকে পাহারা দেওয়া সম্ভব নয়।' কন্যাশ্রী কি এই সমস্যার সমাধান করতে পারবে?

'কন্যাশ্রী'র টাকা সঠিকভাবে ব্যয় করা হচ্ছে কি না সেদিকেও রয়েছে নজরদারির অভাব। তার সুযোগ নিয়ে কোনো কোনো অভিভাবক আবার ওই টাকায় মেয়ের শিক্ষার বন্দোবস্ত না করে নিজের নেশার সামগ্রী জোগাড় করছে। এই প্রেক্ষিতে 'মেয়েরা বাংলার রূপসী / ওদের নিজের পায়ে দাঁড়াতে দিন / কন্যাশ্রী কন্যাশ্রী' — এই শ্লোগানটাই না অর্থহীন হয়ে যায়! ছাত্রীদের ভাতা প্রদান করার পাশাপাশি যদি নারীশিক্ষার প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে জনসাধারণকে আরো সচেতন করে তোলা যায় এবং শহরে, গ্রামে আরো বেশি সংখ্যক সুপরিকাঠামোযুক্ত স্কুল-কলেজ গড়ে তোলা যায় এবং বেহাল পরিবহণ ব্যবস্থা ও নারী সুরক্ষার দিকে যদি একটু নজর দেওয়া যায় তবেই মেয়েদের প্রকৃত উন্নতি ঘটবে। ■

নীরবতা সবসময় সুখের নয়

অতিথি কলম

কে জি সুরেশ

সম্প্রতি রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের সরসঙ্ঘচালক শ্রী মোহনরাও ভাগবতের মাদার টেরেসা সংক্রান্ত অকপট সত্য ভাষণের পরিপ্রেক্ষিতে একটি ইংরেজি টেলিভিশনে আলোচকরা তুমুল তর্ক বিতর্ক শুরু করেন। আলোচনায় খৃষ্টান পাদ্রী সম্প্রদায়ের এক মুখপাত্র সমগ্র হিন্দু সমাজকে এক কথায় সেবা-বিমুখ বলে বিদ্রুপ করেন। তাঁর কথায় কর্মফলের অজুহাতে বিপুল সংখ্যক মানুষকে হিন্দু সমাজ পরিচালকরা স্বতঃপ্রণোদিত হয়ে নিদারুণ দারিদ্র্য ও কষ্টের মধ্যে দিন যাপনে বাধ্য করছেন।

খৃষ্টীয় যাজকের এমন অভিযোগে উপস্থিত আলোচকরা প্রতিবাদে মুখর হন। শুধু তাই নয়, অনুষ্ঠানটির সঞ্চালকও যাযকের কথার তীব্র প্রতিবাদ জানান। কেবলমাত্র জনতা দল ইউনাইটেড-এর ভূতপূর্ব কূটনীতিক ও রাজ্যসভার সদস্য যাজকের ধামাধরা হয়ে বলেন, হ্যাঁ সমাজ সেবার কাজ হিন্দুদের খৃষ্টান পাদ্রীদের কাছ থেকেই শিখতে হবে।

বলা দরকার, মোহন ভাগবতের ভাষণের পর টেরেসা-অনুরাগীরা এর বিপক্ষে এককাট্টা হয়ে মাদারকে মহাত্মা গান্ধীর সমতুল্য বলেই ক্ষান্ত হন না, অতীতে Wendy Doniger তাঁর বইতে হিন্দু দেবদেবীর সম্পর্কে যে কুকথার চর্চা করেছিলেন তার প্রতিবাদে হিন্দু সম্প্রদায়ের মধ্যে যেমন বিক্ষোভ হয়েছিল, মাদারের স্বপক্ষেও বিক্ষোভকে তাঁরা সেই একই মাত্রায় নিয়ে যেতে চান।

> “আশ্চর্যের কথা, সমবেত অতিথি অভ্যাগতরা জানতে পেরে অবাক হন, যে আর এস এস-কে বিজেপির রিমোর্ট কন্ট্রোল আখ্যা দিয়ে খাটো করার চেষ্টা হয়, সেই আর এস এস দেশে ১ লক্ষ ৪০ হাজার সেবা-প্রকল্প চালিয়ে যাচ্ছে।”

স্বাভাবিকভাবেই মাদারের কর্মকাণ্ডের বিরোধীরা নানান তথ্যভিত্তিক ডকুমেন্টারি ফিল্ম যা পৃথিবীখ্যাত পণ্ডিতদের তৈরি বা বিশ্বখ্যাত সাংবাদিক Christopher Hitchen-এর মাদারের জীবনকে কেন্দ্র করে নানান কৌতূহল উদ্রেককারী প্রশ্ন সম্বলিত লেখালেখিও সামনে এনেছেন। কিন্তু এই বিবাদিত বিষয়টির মধ্যে অযাচিতভাবে উত্থাপিত হয়েছে সম্পূর্ণ মিথ্যা-নির্ভর একটি বিষয়— হিন্দুরা নাকি কেবলই অধ্যাত্মবাদী সাধনায় মন দিতে ব্যস্ত, আর্ত বা গরিবের জন্য সেবামূলক কাজ করার বিষয়ে তাদের উৎসাহ নেই।

হিন্দু অধ্যাত্মবাদী সংগঠনগুলি কোনো সময়ই সমাজের দরিদ্র শ্রেণীর সেবায় যুক্ত থাকে না বা আর্তের কথা ভাবে না এ কথা বলার অর্থই হিন্দুরা আদৌ সমাজ সচেতন নয়। আজকে যখন বিশ্বব্যাপী নিজস্ব ধর্মবিশ্বাস ও সভ্যতার পুনরুত্থানের চর্চায় নানান দেশ গর্বিত, সেখানে ভারত সম্পর্কে এমন একটি প্রচার বিশ্বের কাছে দেশকে খাটো করে দেখাবারই নামান্তর।

এখানে খেয়াল রাখা দরকার, বিশেষ স্বার্থান্বেষী মহলের উদ্দেশ্যমূলক প্রচার ছাড়াও হিন্দুদের চিরকালীন ঢাকঢোল পেটানো ছাড়াই নীরবে সেবাকাজ চালিয়ে যাওয়ার সংস্কৃতিই তার নিরন্তর সেবাকর্মের খবর প্রচারের আলোর বাইরে রেখেছে। এই তথ্য বিতরণের লড়াকু বাতাবরণে পাদ্রী বা অন্য ধর্মগুরুরা যেখানে তুমুল ঢক্কানিনাদে তাদের কাজ সেরে সেবার পরাকাষ্ঠা দেখাচ্ছে, সেখানে ‘সেবা রবে নীরবে হৃদয়ে মম’-র নীতি অবশ্যই হিন্দু সমাজের পক্ষে আত্মহননকারী।

আবার হিন্দু ধর্মীয় সংস্থাগুলি মূলত নানান বৃহত্তর বিশ্বাসের খানিকটা আধ্যাত্মিক মিলনক্ষেত্র হওয়ায় সেখানে পার্থিব বা জাগতিক চাওয়া পাওয়ার কোনো অস্তিত্ব থাকে না। ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানগুলি কখনই অন্য কোনো বর্ম পরে সমাজ সেবার মোড়কে কিছু পরিবেশন করে না। আর তাদের তো সুনির্মিত কোনো চার্চ বা সাংগঠনিক অর্থে প্রার্থনাগৃহে একত্রিত করার মতো কোনো পরিকাঠামোও নেই। সেই অর্থে নানান হিন্দু মতাবলম্বী প্রতিষ্ঠানগুলিকে এক ছাতার তলায় এনে কিছু করার কোনো দীর্ঘমেয়াদী পরিকল্পনাও নেই। রয়েছে শুধু এক মহান ঢিলাঢালা পরম্পরা।

এ প্রসঙ্গে ২০০৯ সালে অনুষ্ঠিত Global Foundation for Civilizational Harmony (India)-র পক্ষে দেশব্যাপী বিপুল কর্মকাণ্ডে লিপ্ত থাকা সমস্ত হিন্দু

সংগঠনগুলিকে এক ছাতার তলায় নিয়ে আসার প্রয়াস করে। চেন্নাইয়ে অনুষ্ঠিত এই মিলন মেলার নাম ছিল Hindu Spiritual & Sevice Fair।

এই সংস্থার Eastern Initiative-এর যাত্রা শুরু করান বৌদ্ধধর্মগুরু দলাইলামা ও ভূতপূর্ব রাষ্ট্রপতি আবদুল কালাম। সূচনা অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন সকল ধর্মের আধ্যাত্মিক প্রবক্তারা। মুম্বইয়ের আর্চবিশপ থেকে দেওবন্দের দারুল উলুমের প্রধান উপস্থিত থেকে বলেন, হিন্দু অধ্যাত্মবাদী সংগঠনগুলির সেবা কর্মের কথা আরও বেশি করে বিশ্ববাসীর কাছে তুলে না ধরলে ভারতের প্রাচীন পরম্পরার কথা অব্যক্তই থেকে যাবে। মনে রাখা দরকার, সমাজের নানান বর্গের মধ্যে নারী-পুরুষ-শিশু-নিম্নবর্গীয় সকলের মধ্যে সমান নজরে এই নিরলস কর্মকাণ্ড তুলে ধরার নজির জনসমক্ষে আনতে পারলে তবেই সকল ধর্মবিশ্বাসগুলির মধ্যে পারস্পরিক বিশ্বাস ও শ্রদ্ধার আবহ গড়ে উঠবে।

এরপর থেকেই প্রতি বছর চেন্নাই-এর এই মিলন মেলায় কয়েক শত সংগঠন বিপুল উদ্দীপনায় একত্রিত হয়ে পরস্পরের মধ্যে ভাব বিনিময় করছে। এদের কর্মকাণ্ড ছড়িয়ে আছে উত্তর-পূর্বাঞ্চলের দুর্গমতম স্থানগুলিতে। চলেছে একল বিদ্যালয়, অনাথ আশ্রম, গোশালা। শারীরিক ও মানসিক প্রতিবন্ধীদের সেবার নিরলস প্রচেষ্টা। আশ্চর্যের কথা, সমবেত অতিথি অভ্যাগতরা জানতে পেরে অবাক হন, যে আর এস এস-কে বিজেপির রিমোর্ট কন্ট্রোল আখ্যা দিয়ে খাটো করার চেষ্টা হয়, সেই আর এস এস দেশে ১ লক্ষ ৪০ হাজার সেবা-প্রকল্প চালিয়ে যাচ্ছে।

যে আর্য সমাজকে মূলত মন্দিরওয়ালা নামে অভিহিত করে ছেড়ে দেওয়া হয় তারা ২৪ হাজার স্কুল চালায়। 'সত্য সাঁই সংস্থা' দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলগুলিতে বিনামূল্যে গরিবদের রেশন সরবরাহ করে থাকে। আমরা জানি কি মাতা অমৃতানন্দময়ী মঠ' প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের সময় তামিলনাড়ু থেকে উত্তরাখণ্ড অবধি গৃহ পুনর্নির্মাণের ব্যবস্থায় কর্মরত?

বরাবরের প্রচারমাধ্যমের চোখের বালি বিশ্ব হিন্দু পরিষদকে কেবলই রাম মন্দির আন্দোলনের হোতা বা বজরঙ দলের সভ্য মানেই মাথায় ফেট্টি বেঁধে 'জয় শ্রীরাম' বলার উল্লাসবাহিনী অভিধা দিয়ে বিকৃত আনন্দে অভ্যস্ত মিডিয়া বিলাসীরা জানেনই না এই চরম দক্ষিণপন্থী সংগঠনের তকমা পাওয়া প্রতিষ্ঠানটি দেশে ৮০০টি Medical Service project এবং শিক্ষা ক্ষেত্রে লাইব্রেরি, বিদ্যালয়, হোস্টেল, কোচিং সেন্টার, মোবাইল ডিসপেনসারি, অ্যাম্বুলেন্স পরিষেবা-সহ ৮২৬টি সেবা প্রকল্প পরিচালনা করছে। সামাজিক সেবার নতুন নতুন ক্ষেত্র উন্মোচন করে মহিলাদের স্বনির্ভর প্রকল্প, হাঁস, মুরগি পালন প্রকল্পে নিযুক্ত রেখেছে। আমরা কেউ অবগত নই এঁরা নিয়ম করে দেশব্যাপী স্বাস্থ্য শিবির, বৃক্ষ রোপণ, জল সরবরাহ ও বহুবিধ গ্রামীণ উন্নয়ন প্রকল্পে কাজ করে চলেছেন।

দিল্লীতে নির্ভয়া কাণ্ডের পরে পরেই 'প্রজাপতি ব্রহ্মা কুমারী ঈশ্বরীয় বিদ্যালয়'-এর নারী শাখা ভারত ব্যাপী 'নারীর নিরাপত্তা—আমাদের নিরাপত্তা', 'নারী বাঁচাও জাতি বাঁচাও'-এর ডাক দিয়ে মানুষের মধ্যে সচেতনতা বাড়াবার সর্বাত্মক প্রয়াস চালিয়েছিল। সর্বক্ষেত্রে তা কী শিক্ষায়তন, কী হাসপাতাল, কী পারলৌকিক কাজ নারীর সমান অধিকার ও বঞ্চনার নিরসনে এঁরা সদা সজাগ। অনেকের খেয়াল থাকতে পারে, দেশে 'স্বচ্ছ ভারত' প্রচার শুরু হওয়ার অনেক আগেই মাতা অমৃতানন্দময়ী 'অমল ভারতম্' আহ্বান জানিয়ে কাজ শুরু করেছিলেন।

তাঁর এই আহ্বানের অভিঘাত এত তীব্র ও আন্তরিক ছিল যে কেরলের বিখ্যাত শবরীমালা মন্দির পার্শ্ব থেকে মাত্র ৭২ ঘণ্টায় ৫০৯৭ জন স্বেচ্ছাসেবক ৫০ হাজার বস্তা আবর্জনা সংগ্রহ করে সমগ্র স্থানটিকে ঝকঝকে পরিষ্কার করে দেয়। বর্তমানে সেবামূলক কাজ ও মিশনারিদের ধর্মান্তরণের প্রক্রিয়ার আবহে মহাত্মা গান্ধীর বাণীটি বহু পূর্বেই শেষ কথাটি বলে গেছে।

"If instea of confining themselves purely to humanitarian work such as education, medical services to the poor and the like, they would use these activities of theirs for the purpose of proselytising, I would certainly like to withdraw." এর পর তিনি বলেছেন, ''প্রতিটি জাতিই তাদের নিজ নিজ ধর্মবিশ্বাসকে অন্য যে কোনো জাতির মতোই শ্রেষ্ঠ বলে মনে করে। আমাদের দেশের ক্ষেত্রেও এই মহান বিশ্বাস সমানভাবে প্রযোজ্য এবং তাদের সঠিক পথ দেখাতে সক্ষম। India stands in no need of conversion from one faith to another." একশ ভাগ ঠিক নয় কি?

(লেখক বিবেকানন্দ ইন্টারন্যাশনালের সিনিয়র ফেলো এবং এডিটর)

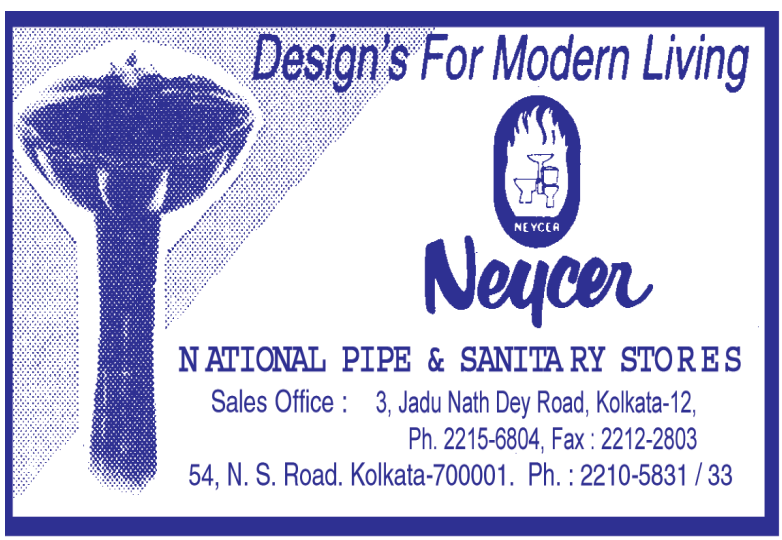

প্রাথমিক শিক্ষা মাতৃভাষায় হওয়া প্রয়োজন

আর এস এসের প্রতিনিধি সভায় গৃহীত প্রস্তাব

প্রতিনিধি সভায় সরসঙ্ঘচালক মোহন ভাগবত ও সর-কার্যবাহ সুরেশ সোনী।

নিজস্ব প্রতিনিধি॥ চলতি বছরের মার্চ মাসে নাগপুরে রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের অখিল ভারতীয় প্রতিনিধি সভায় দু'টি প্রস্তাব গ্রহণ করা হয়। একটি প্রস্তাবে রাষ্ট্রসঙ্ঘের আন্তর্জাতিক যোগদিবস ঘোষণাকে স্বাগত জানানো হয় এবং দ্বিতীয় প্রস্তাবে মাতৃভাষায় প্রাথমিক শিক্ষা গ্রহণের কথা বলা হয়। এই বিষয়ে গত ১৮ মার্চ কলকাতায় দক্ষিণবঙ্গের আর এস এসের প্রধান কার্যালয় কেশব ভবনে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হন সঙ্ঘের পূর্বক্ষেত্র সঙ্ঘচালক অজয় নন্দী এবং প্রান্ত কার্যবাহ ড. জিষ্ণু বসু। ড. বসু বলেন, মাতৃভাষায় শিক্ষিত ব্যক্তিরা খুব সহজেই অন্য যে কোনো ভাষাকে গ্রহণ করতে পারবে। তাই রাষ্ট্রসঙ্ঘ সারা বিশ্বে ২১ ফেব্রুয়ারিকে 'মাতৃভাষা দিবস' রূপে পালন করার যে সিদ্ধান্ত নিয়েছে সঙ্ঘ তাকে সাধুবাদ জানায়।' সেই সঙ্গে সঙ্ঘের নিত্য কর্মসূচির হিসাবও তুলে ধরেন তিনি।

তিনি জানান, দক্ষিণবঙ্গে এখন শাখা চলছে ১ হাজার ১৬টি, মিলন ৭০০টি। বর্তমানে সারাদেশে ৫১৩৩০টি স্থানে শাখা চলছে। সারাদেশে সঙ্ঘের সেবা প্রকল্প চলে ১ লক্ষ ৫২ হাজার ৩৮৮টি, যা শতকরা ১৩ ভাগ বেড়েছে বলে তিনি জানান। যার মধ্যে দক্ষিণবঙ্গে সেবা প্রকল্প চলে ৫৫০টি। দক্ষিণবঙ্গের সঙ্ঘ পরিচিতি বর্গে অংশ নিয়েছে ১০ হাজার ৩০০ জন স্বয়ংসেবক, ১৮৪টি ব্লক থেকে এই সব সঙ্ঘ পরিচিতি বর্গে অংশ নেয় তাদের ৯০ শতাংশই যুবক। তথ্যপ্রযুক্তি, খড়্গপুর আই আই টি, বিশ্বভারতীর অধ্যাপকদের অংশগ্রহণ ছিল স্বতস্ফূর্ত। এছাড়া একল বিদ্যালয়ও বেড়েছে দক্ষিণবঙ্গ এবং উত্তরবঙ্গে। দক্ষিণবঙ্গে ২৫০০ ও উত্তরবঙ্গে ১৫০০টি একল বিদ্যালয় (ওয়ান টিচার স্কুল) চলছে। গৃহীত প্রস্তাব দু'টি প্রকাশ করা হলো।

প্রস্তাব -১

আন্তর্জাতিক যোগ দিবস ঘোষণাকে স্বাগত

রাষ্ট্রসঙ্ঘের ৬৯তম অধিবেশনে প্রতি বছর ২১ জুন 'আন্তর্জাতিক যোগ দিবস' হিসেবে পালন করার ঘোষণায় সমস্ত ভারতীয়, ভারতীয় বংশোদ্ভূত এবং পৃথিবীর লক্ষ লক্ষ মানুষ অত্যন্ত আনন্দ এবং অপার গৌরব অনুভব করছেন। অত্যন্ত আনন্দের কথা যে, ভারতের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ২০১৪ সালের ২৭ সেপ্টেম্বর রাষ্ট্রসঙ্ঘের অধিবেশনে তাঁর ভাষণে আন্তর্জাতিক যোগদিবস পালন করার যে প্রস্তাব রেখেছিলেন তাতে অভূতপূর্ব সমর্থন পেয়েছিলেন। নেপাল সঙ্গে সঙ্গে সেই প্রস্তাব সমর্থন করে। পরে ১৭৫টি দেশ সহ-প্রস্তাবক রূপে আমাদের প্রধানমন্ত্রীর পাশে দাঁড়ায় এবং কোনোরকম ভোটাভুটি ছাড়াই তিন মাসের কম সময়ে ওই বছরই ১১ ডিসেম্বর এই প্রস্তাব রাষ্ট্রসঙ্ঘ স্বীকার করে।

অখিল ভারতীয় প্রতিনিধি সভা আরো একটি বিষয়ে মনোযোগ আকর্ষণ করতে চায় যে, ভারতীয় সভ্যতার অনুপম উপহার এই 'যোগ' ভারতই পৃথিবীকে দান করেছে। 'যুজ' ধাতু থেকে নিঃসৃত যোগ শব্দের অর্থ 'যুক্ত করা' এবং সমাধি অবস্থা প্রাপ্ত হওয়া। যোগ কেবলমাত্র শারীরিক ব্যায়াম পর্যন্ত সীমিত নয়, মহর্ষি পতঞ্জলির মতে, এই যোগ শরীর, মন, বুদ্ধি ও আত্মাকে যুক্ত করার এক পরিপূর্ণ জীবন পদ্ধতি। যোগশাস্ত্রে 'যোগশ্চিত্তবৃত্তিনিরোধ', 'মনঃ প্রশমনোপায়ঃ' এবং 'সমত্বং যোগ উচ্চতে' ইত্যাদি নানাপ্রকারে যোগের ব্যাখ্যা করা হয়েছে, যা নিজ জীবনে পালন করে মানুষ শান্ত ও নীরোগ জীবনের অনুভূতি পেতে পারে। যোগ অনুশীলন করে উত্তেজনামুক্ত ও প্রকৃতির সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ জীবনযাপন করা মানুষের সংখ্যা প্রতিনিয়ত বেড়ে চলেছে। এর মধ্যে পৃথিবীর অন্যান্য সংস্কৃতির সাধারণ মানুষ থেকে শুরু

করে বিখ্যাত ব্যক্তি, শিল্পপতি এবং রাজনীতিকরাও আছেন। সারা পৃথিবীতে যোগ অনুশীলন ব্যাপকভাবে বিস্তার করার জন্য যে সমস্ত সাধু-সন্ত, যোগাচার্য এবং যোগ প্রশিক্ষক নানাভাবে কাজ করছেন তাঁদের সবাইকে প্রতিনিধি সভা কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছে। পৃথিবীর কোণে কোণে যোগের বার্তা বয়ে নিয়ে যাওয়া সমস্ত যোগানুরাগী মানুষের কর্তব্য।

অখিল ভারতীয় প্রতিনিধি সভা ভারতের কূটনীতিকদের, সহ-প্রস্তাবক দেশের এবং প্রস্তাব সমর্থনকারী দেশগুলির ও রাষ্ট্রসঙ্ঘের আধিকারিকদের অভিনন্দন জানাচ্ছে, যাঁরা এই ঐতিহাসিক প্রস্তাব পাশ করানোর জন্য সক্রিয় হয়েছেন। প্রতিনিধি সভা বিশ্বাস করে, যোগ দিবস পালন ও যোগভিত্তিক একাত্ম জীবনশৈলী গ্রহণ করার ফলে প্রকৃতপক্ষে সর্বত্র শান্তি ও একাত্মতার পরিবেশ নির্মাণ হবে।

অখিল ভারতীয় প্রতিনিধি সভা কেন্দ্র ও রাজ্য সরকারগুলিকে অনুরোধ জানাচ্ছে যে, এই পদক্ষেপকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য যোগ অনুশীলন পাঠক্রমে অন্তর্ভুক্ত করা, যোগের বিষয়ে গবেষণায় উৎসাহ দেওয়া এবং সমাজজীবনে যোগের বিস্তারের জন্য সর্বপ্রকার পদক্ষেপ নেওয়া হোক।। প্রতিনিধি সভা স্বয়ংসেবকদের সঙ্গে সঙ্গে সমস্ত দেশবাসীকে, পৃথিবীর নানা দেশের ভারতীয় বংশোদ্ভূতদের এবং সমস্ত যোগপ্রেমীদের আহ্বান জানাচ্ছে যে, যোগ বিস্তারের মাধ্যমে সারা বিশ্বের জীবন আনন্দময়, সুস্থ ও সক্ষম করার জন্য ক্রিয়াশীল হোন।

প্রস্তাব—২

মাতৃভাষায় প্রাথমিক শিক্ষা

অখিল ভারতীয় প্রতিনিধি সভা দেশ-বিদেশের নানা ভাষার জ্ঞান অর্জনের পক্ষে, কিন্তু তার পরিষ্কার বক্তব্য হলো, স্বাভাবিক শিক্ষা এবং সাংস্কৃতিক পরিপুষ্টির জন্য শিক্ষা, বিশেষ করে প্রাথমিক শিক্ষা মাতৃভাষা অথবা সংবিধান-স্বীকৃত প্রাদেশিক ভাষার মাধ্যমেই হওয়া প্রয়োজন।

ভাষা শুধুমাত্র কথোপকথনের জন্যই নয়, বরং সংস্কৃতি ও সংস্কারেরও বাহক। ভারত নানা ভাষার দেশ। সমস্ত ভারতীয় ভাষা সমানভাবে আমাদের রাষ্ট্রীয় ও সাংস্কৃতিক অস্মিতাকে অভিব্যক্ত করে। যদিও বহুভাষী হওয়া একটা গুণ, তথাপি মাতৃ ভাষায় শিক্ষাগ্রহণ বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিতে ব্যক্তিত্ব বিকাশের জন্য খুবই প্রয়োজনীয়। মাতৃভাষায় শিক্ষিত বিদ্যার্থী অন্য ভাষাকেও সহজভাবে গ্রহণ করতে পারে। প্রাথমিক শিক্ষা কোনো বিদেশি ভাষায় গ্রহণ করলে ব্যক্তি তার নিজের পরিবেশ, পরম্পরা, সংস্কৃতি ও জীবনের মূল্যবোধ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে। সে তার পূর্বপুরুষদের থেকে পাওয়া জ্ঞান, শাস্ত্র, সাহিত্য ইত্যাদি বিষয়ে অনভিজ্ঞ থেকে নিজের পরিচিতি হারিয়ে ফেলে। মহামতি মদনমোহন মালব্য, মাহাত্মা গান্ধী, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, শ্রীমা, ড. ভীমরাও আম্বেদকর, ড. সর্বপল্লী রাধাকৃষ্ণানের মতো শ্রেষ্ঠ চিন্তক থেকে শুরু করে চন্দ্রশেখর বেঙ্কট রমন, আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায়, জগদীশচন্দ্র বসুর মতো বিজ্ঞানী এবং বহু শিক্ষাবিদ ও সমাজ বিজ্ঞানীরা মাতৃভাষায় শিক্ষাগ্রহণকেই স্বাভাবিক ও বিজ্ঞানভিত্তিক বলেছেন। বিভিন্ন সময়ে গঠিত শিক্ষা কমিশনগুলি এবং রাধাকৃষ্ণান কমিশন, কোঠারী কমিশন ইত্যাদিও মাতৃভাষার মাধ্যমে শিক্ষা দেওয়ার সুপারিশ করেছে। মাতৃভাষার গুরুত্ব উপলব্ধি করে রাষ্ট্রসঙ্ঘও সারাবিশ্বে ২১ ফেব্রুয়ারি 'মাতৃভাষা দিসব' রূপে পালন করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে।

প্রতিনিধিসভায় উপস্থিত প্রতিনিধিদের একাংশ।

প্রতিনিধি সভা স্বয়ংসেবকদের সঙ্গে সমস্ত দেশবাসীকে আহ্বান জানাচ্ছে যে, ভারতের সঠিক বিকাশ, রাষ্ট্রীয় একাত্মতা এবং গৌরব বৃদ্ধি করার জন্য শিক্ষা-দীক্ষায়, নিত্যকাজে এবং ব্যক্তিগত আলাপচারিতায় মাতৃভাষার প্রতিষ্ঠাহেতু প্রভাবী ভূমিকা পালন করুন। এ বিষয়ে পরিবারের ভূমিকাও গুরুত্বপূর্ণ। পিতা-মাতাকে নিজের শিশুদের নিজের ভাষাতেই শিক্ষা দেওয়ার জন্য সঙ্কল্পবদ্ধ হতে হবে।

অখিল ভারতীয় প্রতিনিধি সভা আরও আহ্বান জানাচ্ছে যে, কেন্দ্র ও রাজ্য সরকারগুলি যেন তাদের বর্তমান ভাষানীতির পুনর্মূল্যায়ন করে মাতৃভাষা অথবা সংবিধান -স্বীকৃত প্রাদেশিক ভাষায় শিক্ষা দেওয়ার ব্যবস্থা সুনিশ্চিত করে এবং শিক্ষার সঙ্গে সঙ্গে প্রশাসন ও আদালতের রায়দানের যাবতীয় কাজকর্ম ভারতীয় ভাষায় করার পদক্ষেপ গ্রহণ করে। ■

বামিয়ানের পর নিমরুদ ইসলামি মৌলবাদের বর্বরতা চলছেই

উপানন্দ ব্রহ্মচারী

সেই ট্রাডিশন সমানে চলেছে। ইসলামি সন্ত্রাস আর ধ্বংসলীলার ট্রাডিশন সমানে চলছে। আফগানিস্তান থেকে ইরাক। বামিয়ানের পর নিমরুদ। ২০০১ সালের মার্চ মাসে আফগানিস্তানে তালিবান জঙ্গিরা ধ্বংস করেছিল বিশ্বখ্যাত বামিয়ানের দণ্ডায়মান অনুপম বুদ্ধমূর্তি- শৃঙ্খল। আর এবার ১৫ বছর পর ২০১৫-র মার্চে ইরাকে কালাপাহাড়ি কার্যকলাপে আইসিস জঙ্গিরা মুছে দিল সুপ্রাচীন অ্যাসিরিয় সভ্যতার রাজধানী নিমরুদের অমূল্য সব স্থাপত্য, মূর্তি, লিপি। ভেঙে গুঁড়িয়ে মাটিতে মিশিয়ে দিল প্রায় পাঁচ হাজার বছরের পুরাতন ইতিহাসের এক ধ্রুপদী পর্যায়। আবারও মুছে দেওয়া হলো ইসলামে অবিশ্বাসী মানুষের সভ্যতার কিছু অমূল্য নিদর্শন।

বামিয়ান বুদ্ধমূর্তি ধ্বংসের কথা সবার মনে আছে। ২০০১ সালে আফগানিস্তানে পাহাড়ের গায়ে খোদাই করা সুবিশাল সেই বুদ্ধমূর্তি ওয়ার্লড হেরিটেজ সাইট হিসেবে ঘোষণা করেছিল ইউনেস্কো। ধর্মীয় জিগির তুলে সভ্যতার ইতিহাসের অন্যতম সেই প্রতীক ধ্বংস করেছিল তালিবানরা। এ কে-৪৭, গ্রেনেডে, হাত রকেট লঞ্চারে কাজ হয়নি বলে ট্যাঙ্ক এনে কামান দেগে লুপ্ত করা হয়েছিল মনুষ্য নির্মিত সুপ্রাচীন শিল্প সংস্কৃতি বিকাশের অন্যতম নিদর্শনগুলিকে। তালিবানি আঘাতে চূর্ণ হয়ে গিয়েছিল শান্তি, করুণা ও মৈত্রীর মূর্ত প্রতীক ভগবানবুদ্ধের প্রসন্ন মূর্তিগুলি।

(১) তালিবানী আক্রমণে ধ্বংস বুদ্ধমূর্তি। (২) আই এস আই এস দ্বারা নিমরুদের অ্যাসিরিয় সভ্যতার নিদর্শন ধ্বংস।

এবার ২০১৫ সালে ইরাকে সেই একই ভূমিকায় আইসিস (আই এস আই এস)। নিমরুদে ধ্বংস করে ফেলা হলো খৃষ্টের জন্মের তেরোশ বছর আগেকার অ্যাসিরিয় সভ্যতার নিদর্শন। ইতিহাসের পদচারণায় মানব সভ্যতার উষাকাল ধরা আছে অ্যাসিরিয়ার ইতি বৃত্তান্তে। অ্যাসিরিয়ার রাজধানী নিমরুদের ধ্বংসস্তূপ থেকে বহু যুগের প্রচেষ্টায় প্রত্নতাত্ত্বিকেরা উদ্ধার করেছিলেন সেই সময়কার বহু মূর্তি, ভাস্কর্য ও কিউনিফর্মলিপি। সেগুলি থেকে ধাপে ধাপে পুনর্নির্মাণ করা হয়েছিল মানুষের সুপ্রাচীন সভ্যতার বিভিন্ন মাইল ফলক। মসুলের কাছে এক মিউজিয়ামে রাখা ছিল সেই সব অমূল্য নিদর্শন। ইতিহাসের সেইসব নিদর্শন একে একে গুঁড়িয়ে মাটিতে মিশিয়ে দিল আইসিস জঙ্গিরা। হাতে বড় বড় হাতুড়ি, ইলেকট্রিক ড্রিল ও মগজে ধ্বংসাত্মক মৌলবাদ ভরে নিয়ে এসে ভেঙে ফেলা হলো রাজা আসুর বানিপালের মূর্তি-সহ সব মূর্তি, ভাস্কর্য এবং প্রাণী ও মনুষ্যের মিলিত মুখের আদলে প্রাচীন প্রকৃতি পূজার নিদর্শনসমূহ। সেগুলি গুঁড়িয়ে ফেলা হলো কয়েক ঘণ্টায়, যেগুলি তৈরি করার মতো দক্ষতায় পৌঁছতে মানুষকে চেষ্টা করতে হয়েছে কয়েক শতাব্দী ব্যাপী। নিমরুদ থেকে পাওয়া গিয়েছিল দু' ডানাওয়ালা সিংহের মূর্তি। ইতিহাসের ধুলো ঘেঁটে জানা গিয়েছিল সেই মূর্তিগড়া হয়েছিল খৃষ্টপূর্ব নবম শতকে। গুঁড়িয়ে ফেলা হয়েছে সেই সব মূর্তিও। ভারতমূলের প্রাচীন মহেঞ্জোদড় সভ্যতার সঙ্গে অ্যাসিরিয়

সভ্যতার কোনো যোগসূত্র আছে কিনা, সেই বিষয়ে গবেষণাও শুরু হয়েছিল সাম্প্রতিক এক ইউনেস্কো প্রজেক্টে। কিন্তু সে সমস্ত কিছুর ভবিষ্যতে ইসলামিক সিলমোহর লাগিয়ে দিল ধর্মান্ধ আইসিস মৌলবাদীরা। আওয়াজ তুললো, 'নারায়ে তকবীর, আল্লাহ আকবর'। দুনিয়া জুড়ে ইসলামি মৌলবাদের উত্থান, রাজনৈতিক সমীকরণ, আগ্রাসন, যুদ্ধ— সব মিলিয়ে তৈরি হয়েছে এমনই এক ফাঁস, যা চেপে বসছে মানব সভ্যতার ইতিহাসের ওপর। চিরদিনের জন্য হারিয়ে যাচ্ছে মানুষের সুপ্রাচীন ইতিহাসের একেকটা স্মৃতিময় অধ্যায়, জ্ঞান-বিজ্ঞানের অমূল্য ভাণ্ডার। এভাবেই ধ্বংস হয়েছিল তদানীন্তন ভারতবর্ষের নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয়, তক্ষশীলা বিশ্ববিদ্যালয়, সোমনাথ মন্দির এবং অধুনা বাংলাদেশের রমনা কালীমন্দির। এভাবেই একদা ইসলামের ভয়ঙ্করতায় ধ্বংস হয়েছিল সে যুগের জ্ঞান ও সংস্কৃতি চর্চার অন্যতম পীঠস্থান মিশরের আলেকজান্দ্রিয়ার লাইব্রেরি। দিন বদলাচ্ছে। কিন্তু দুর্ভাগ্য আমাদের, বদালাচ্ছে না ইসলামি মৌলবাদের জড়ত্ব, জিঘাংসা ও নৃশংসতা।

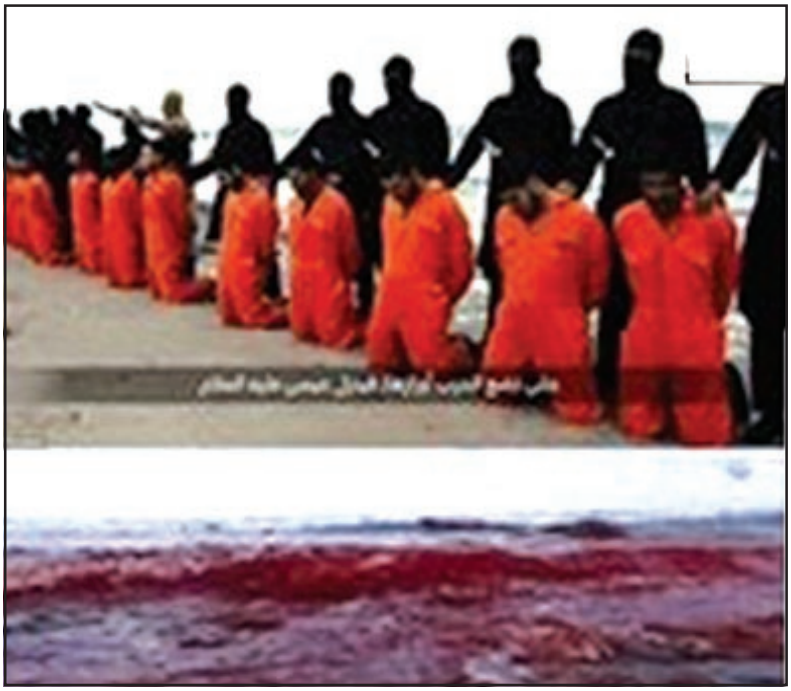

আই এস আই এস দ্বারা ৪০ জন কপ্টিক খৃষ্টানের মুণ্ডুচ্ছেদের পূর্বমুহূর্ত।

আরও দুর্ভাগ্য এই যে, আপনি সভ্যতা-বিরোধী এই নিন্দনীয় আচরণের প্রতি দিক নির্দেশ করলেই কোরান-হাদিস-ফিক নিয়ে দাড়ি নাড়িয়ে বহু আলেম ও মৌলভি ভাইয়েরা রে রে করে তেড়ে আসবেন। অসহ্য-অবোধ্য যুক্তি খাড়া করে বলা হবে, 'ইসলামে ইসলাম-বিরোধী সবকিছুর এভাবেই যুগে যুগে অ-ইসলামি সভ্যতা-সংস্কৃতি ও জনজীবনকে উপদ্রুত আর ধ্বংস করেছে বর্বর আর মৌলবাদী ইসলাম। ধর্মের নামে এই কালাপাহাড়ি কাণ্ড ঘনিয়ে আনছে সভ্যতার সঙ্কট। কবে ঘুম ভাঙবে সচেতন মানুষের? কবে ঐতিহ্য, ইতিহাস ও জগতের মুক্ত জ্ঞান-ভাণ্ডার সংরক্ষণে এগিয়ে আসবেন মৌলবাদ প্রতিরোধী সাহসী মানুষ? কবে আমরা ছদ্ম-ধর্মনিরপেক্ষতার মুখোশ ও মেকি সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির ভাইরাস মুক্ত হয়ে মুক্ত মানবিকতার পীঠস্থান হিসাবে এই বিশ্বকে মৌলবাদের কবল মুক্ত করতে পারব!

আজ যে কায়দায় অ-ইসলামিক হওয়ার কারণে নিমরুদে সভ্যতার স্মৃতিচিহ্ন লুপ্ত করা হচ্ছে, জাপানি সাংবাদিকের ধড়-মুণ্ডু আলাদা করা হচ্ছে, লোহার খাঁচায় বন্দী করে জ্বালিয়ে মারা হচ্ছে জর্ডনের বন্দী পাইলটকে, তুরস্কের কপ্টিক খৃষ্টানদের এক লাইনে দাঁড় করিয়ে পিছমোড়া করে বেঁধে এক এক করে তাদের গলা কেটে সেই রক্ত সমুদ্রের জলে মিশিয়ে 'আল্লাহু আকবর' ধ্বনি দেওয়া হচ্ছে, বা ঢাকার রাস্তায় বই মেলা ফেরত 'মুক্তমনা' অভিজিৎ রায়কে চাপারের কোপে খুন হতে হচ্ছে। তাতে একটাই প্রশ্ন বার বার নাড়া দিয়ে যাচ্ছে, ইসলাম কি প্রকৃত শান্তির ধর্ম?

তাত্ত্বিক আলোচনা ও ইসলামি শাস্ত্রের স্থান, কাল, তাৎপর্যের দোহাই দিয়ে যারা কোরানের হিংসাত্মক ও ধ্বংসাত্মক আয়াতগুলিকে জমজমের পানি দিয়ে ধুয়ে ইসলামকে শান্তির ধর্ম বলে চালাতে চান, এসময়টা তাদের পক্ষে বড় কঠিন। কারণ সারা বিশ্ব বিস্ফারিত চক্ষে প্রত্যক্ষ করছে এক বাস্তব অমানবিক ইসলামি দানবকে। তাই মুক্তবুদ্ধির মানবজন আর কোনো কারণেই ইসলামকে শান্তির ধর্ম বলে মেনে নিতে সক্ষম হবেন না। ▮

বেঙ্গল সামুই ফ্যাক্টরী

নিউ কমল ব্রাণ্ডের ভাজা সামুই ব্যবহার করুন

মাত্র দুই মিনিটে ক্ষীর তৈরী হয়।

শান্তিনিকেতন, বোলপুর,

মোবাইল - ৯২৩২৪০৯০৮৫

মোটরসাইকেল ট্রাক্টর

নিজস্ব প্রতিনিধি॥ সৃষ্টি কথার অর্থ নতুন কিছুর উদ্ভাবন করা। অভাবনীয় সৃষ্টির পিছনে থাকে মানুষের নতুন ধারার কিছু চিন্তা-ভাবনা। কারণ চিন্তাশক্তিই পারে সামনের দিকে এগিয়ে নিয়ে যেতে। যার মাধ্যমে দেশ ও দশ উপকৃত হয়ে থাকে। কার্যসিদ্ধির প্রয়াস এবং উদ্ভাবনী মেধা এই দুইয়ের সমন্বয়েই চিন্তাশক্তি বাস্তবে রূপদান করে। যা করতে দেখা গেছে গুজরাটের এক কৃষক পরিবারের যুবককে। মনসুখভাই জাগানি অত্যাধুনিক এক যন্ত্র আবিষ্কার করে বিশ্বকে তাক লাগিয়ে দিয়ে কৃষিকাজে বিপ্লব এনেছেন। মানুষকে ভাবতে শিখিয়েছেন চাষের ক্ষেত্রে মোটরবাইকের অপরিহার্যতা।

গুজরাটের আমরেলি জেলার মোটা দোভালিয়া গ্রামে বেড়ে ওঠা মনসুখভাইয়ের। মধ্যবিত্ত এক কৃষক পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। চার ভাইয়ের মধ্যে বড় মনসুখভাই অভাবের তাড়নায় খুব বেশিদূর পড়াশোনা করতে পারেননি। প্রাথমিক বিদ্যালয়ের গণ্ডি না পেরিয়েই বাবার সঙ্গে কৃষিকাজে হাত লাগান যাতে দারিদ্র্যের সংসারে কিছুটা স্বচ্ছলতা আনা যায়। এর কিছুদিন পরে হিরে পালিশের কাজে যান মনসুখভাই। কিন্তু সে কাজে সন্তুষ্ট না হয়ে গ্রামে ফিরে আসেন তিনি। পরবর্তীকালে লোহার ওয়েল্ডিং-এর কাজে এক বছরের প্রশিক্ষণ নিয়ে নিজেই একটি কারখানা শুরু করেন। গত ২৫ বছর ধরে এই ব্যবসাই চালিয়ে আসছেন তিনি। সেখানে গ্রামবাসীরা তাঁদের কৃষিকাজে ব্যবহৃত বিভিন্ন যন্ত্রপাতির পাশাপাশি ডিজেল চালিত পাম্প ইঞ্জিন মেরামতি বা তৈরি করিয়ে থাকেন। এখানে দরজা-জানালার গ্রীল তৈরি হয় বলেও জানান বছর পঞ্চাশের মনসুখভাই।

চিরাচরিতভাবে চাষের জমিতে বলদ দিয়েই লাঙ্গল দেওয়া হয়ে থাকে। তবে বিত্তশালী কিছু কৃষক আধুনিক বিজ্ঞানের তৈরি ট্রাক্টর দিয়ে চাষাবাদের কাজকর্ম চালিয়ে থাকেন। কিন্তু সবার পক্ষে তার খরচ বহন করা সম্ভব হয়ে ওঠে না। একদিন মোহন প্যাটেল নামে গ্রামের এক কৃষক মনসুখভাইয়ের কাছে গিয়ে বলদের পরিবর্তে চাষাবাদের কাজে অন্যকিছু করা যায় কিনা জিজ্ঞাসা করেন। তৎক্ষণাৎ মনসুখভাইয়ের মাথায় খেলে যায় এক নতুন ধারণা। ১৯৯৪ সালে তিনি গুজরাটের স্থানীয় তিন চাকার ট্যাক্সি 'চাকড়ো' দেখে অনুপ্রাণিত হয়ে বুলেট ট্রাক্টরের নকশা তৈরি করে ফেলেন। যা 'এনফিল্ড বুলেট' বাইক দিয়েই সম্ভব। ৩২৫ সিসির এই শক্তপোক্ত মোটরবাইকের ইঞ্জিন ৫.৫ এইচপি ডিজেল ইঞ্জিনে রূপান্তরিত করে বাইকের পিছনের চাকা খুলে দু'পাশে দু'টি চাকা লাগানো হয়। লক্ষ্য করলে দেখা যাবে এতে একটি টুল বক্স লাগানো আছে। এছাড়াও অত্যাধুনিক বেশ কিছু যন্ত্রপাতি লাগিয়েছেন মনসুখভাই। যা দিয়ে খুব সহজেই বিঘের পর বিঘে জমি চাষ করা যায়। মনসুখভাই-এর নাম দিয়েছেন 'বুলেট শান্তি'। অত্যাধুনিক মেশিন সম্বলিত বুলেট শান্তি জ্বালানি সাশ্রয় করে। মাত্র দু' লিটার তেলে এক একর জমি এক থেকে দেড় ঘণ্টার মধ্যেই চাষ করা সম্ভব। একদিনে ১০ একর জমি চাষ করতে মাত্র ৮০ টাকা খরচ পড়ছে। এর ফলে গুজরাটের কৃষকরা কম সময়ে কম খরচে চাষাবাদের কাজ চালাতে বুলেট শান্তি ব্যবহার করতে পারছে।

জাগানি যখন নিজে চাষের জমিতে কাজ করতেন তখনই তিনি ভাবতেন কৃষকদের উন্নতি কীভাবে সম্ভব। কীভাবে জমিতে বীজ বপন দ্রুত সম্ভব করা যায়! তার উন্নত চিন্তাশক্তি এবং উদ্ভাবনী মেধা সেই কাজও করে ফেলেছে। তাঁর বুলেট শান্তিতে বীজ ও সার ছড়ানোর ব্যবস্থাও করে ফেলেছেন। এর ফলে কৃষকরা অল্প সময় বেশি কাজ করতে পারছেন।

মনসুখভাইয়ের এই সৃষ্টি যাতে থেমে না যায় তার জন্য সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দেয় ন্যাশনাল ইনোভেশন ফাউন্ডেশন (এন আই এফ)। মনসুখভাই ভারত এবং আমেরিকাতে এর পেটেন্ট পেয়েছেন। এই সাহায্য লাভ করার ফলে অনেকে তাঁর এই সৃষ্টির নকশা নকল করছে। এন আই এফ-এর প্রাক্তন প্রধান রিয়া সিনহা মনসুখভাই জাগানির উপর থিসিস চালিয়ে পিএইচডি-র জন্য জমা দিয়েছেন। সবচেয়ে বড় কথা, গুজরাট সরকার তাঁকে সর্বতোভাবে সহযোগিতা করেছে। তিনি বুলেট শান্তি আবিষ্কারের জন্যে ২০০১ সালে এন আই এফ-এর পক্ষ থেকে পুরস্কৃত হন। তাঁর এই সৃষ্টি বুলেট শান্তির প্রদর্শন করা হয় ভারতীয় বিজ্ঞান মেলাতে। এছাড়া তিনি সুযোগ পেয়েছিলেন দক্ষিণ আফ্রিকাতে ক্ষুদ্র শিল্প নিগমের একটি অনুষ্ঠানে যোগ দেওয়ার। এছাড়া দেশের বহু গ্রামে ও শিল্পপ্রতিষ্ঠানে তিনি ঘুরেছেন। গুজরাটের কৃষকদের এখন হাতে হাতে এই বুলেট শান্তি। যার দাম মাত্র ১৪ হাজার টাকা। মনসুখভাই জাগানির ইচ্ছা সারা দেশের কৃষক ভাইয়েরা বুলেট শান্তি ব্যবহার করে কৃষিকাজে বিপ্লব আনুন।

যোগ চিকিৎসা

যে কোনও শারীরিক-মানসিক রোগ, মেধা স্মৃতি-বুদ্ধি বৃদ্ধি, পড়াশুনায় উন্নতি— বিশিষ্ট যোগ চিকিৎসক-গবেষক অধ্যাপক দীপেন সেনগুপ্তের তত্ত্বাবধানে সম্পূর্ণ ভারতীয় পদ্ধতিতে মাত্র ৮১০ টাকায় ভর্তির দিন থেকে ১ বৎসর যোগ চিকিৎসার ব্যবস্থা করা হয়েছে। চার বৎসর বয়স থেকে সদস্য/সদস্যা নেওয়া হচ্ছে।

স্বামী সন্তদাস ইনষ্টিটিউট অব কালচার, যৌগিক কলেজ অ্যাণ্ড নার্সিং হোম,

১০১, সাদার্ন অ্যাভিনিউ, কলকাতা-২৯ ফোন ঃ ২৪৬৪-৬৪৬৪, ২৪৬৩-৭২১৩ যৌগিক নার্সিংহোম (২০টা শয্যা) ঃ ২নং ঘোষপাড়া, নাজিরবাগান, ঢাকুরিয়া, কলকাতা-৭০০ ০৭৮ ফোন ঃ ২৪১৫-৩৫৬৬

Ori Plast

P.V.C. Threaded Pipes. For deep Tubewell & general sanitation. Substitutes to conventionnal G.I. Pipes

Authrorised Distributor :

NATIONAL PIPE & SANITERY STORES

54, N. S. Road. Kolkata-700001. Ph. : 2210-5831, 2210-5833
3, Jadu Nath Dey Road, Kolkata-12, Ph. 2215-6804, Fax : 2212-2803

PARTHA SARATHI CERAMICS

4, College St. Kalkata-700012. Ph. :2241-6413/5986

"অভিজ্ঞতাই আমাদের জ্ঞানী করে তোলে এবং এই বৈচিত্রময় জগতে মুক্তির সন্ধান পাওয়া যে বাতুলতা মাত্র— এ বিষয়ে আমাদের চোখ খুলে দেয়। ততক্ষণই দুঃখের উপর দুঃখের বোঝা, বন্ধনের উপর বন্ধনের শৃঙ্খল বর্ধিত হতে থাকে, যতক্ষণ আমরা পরিবর্তনশীল ও অনিত্য বস্তুর পশ্চাতে ধাবিত হই। এ ভাবটাই" আমাদের সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করে যখন আমরা ইন্দ্রিয়জগতের কাছে মৃত প্রতিপন্ন হই, কেবল তখনই প্রকৃত জীবন শুরু হয়।

— ভগিনী নিবেদিতা

সৌজন্যে : ভগিনী নিবেদিতা সেবা ভারতী

নবরূপে সিউড়ী সঙ্ঘকার্যালয় 'কেশবতীর্থ'

নবরূপে আত্মপ্রকাশ করলো সিউড়ী তথা দক্ষিণ বীরভূমের জেলা কার্যালয় কেশবতীর্থ। গত ৬ জানুয়ারি সঙ্ঘের প্রবীণ প্রচারক কেশবরাও দীক্ষিত এই ভবনটির দ্বারোদ্‌ঘাটন করেন। সঙ্গে উপস্থিত ছিলেন প্রবীণ প্রচারক শ্রীকৃষ্ণমোতলগ, শ্যামলাল বন্দ্যোপাধ্যায়, ক্ষেত্রপ্রচারক অদ্বৈতচরণ দত্ত, প্রান্তপ্রচারক রমাপদ পাল, সহ-প্রান্ত প্রচারক, বিদ্যুৎ মুখোপাধ্যায়, ক্ষেত্র শারীরিক প্রমুখ বুদ্ধদেব মণ্ডল প্রমুখ। সকাল থেকেই পূজাপাঠ ও যজ্ঞাদির মাধ্যমে উদ্বোধনী কার্যক্রম শুরু হয়। ছুটিরদিন না হলেও ছুটি নিয়ে গ্রামগ্রামান্তর থেকে স্বয়ংসেবক ও সঙ্ঘপ্রেমী মানুষজন আসতে শুরু করেন। স্বভাবতই কার্যালয় তথা নিবাসপাড়া উৎসবমুখর হয়ে ওঠে। যে সমস্ত প্রচারক অতীতে এই নগর তথা জেলাতে কাজ করেছেন তাঁদের এবং এই জেলার স্বয়ংসেবক অন্যত্র প্রচারক হিসাবে কাজ করেছেন বা করছেন সকলের উপস্থিতি ছিল উল্লেখযোগ্য। পূজা শেষে ভবনের

আনুষ্ঠানিক দ্বারোদ্‌ঘাটন হয়।

উদ্বোধনী অনুষ্ঠানের দ্বিতীয় পর্বটি কার্যালয় থেকে একটু দূরে 'সিধু-কানু মঞ্চে' অনুষ্ঠিত হয়। আগত সমস্ত স্বয়ংসেবক সহভোজ করেন। বিকেলে স্বয়ংসেবক সমাবেশে ও নাগরিকদের সামনে বর্তমান সময়ে সঙ্ঘকাজের প্রয়োজনীয়তা বিষয়ে বক্তব্য রাখেন ক্ষেত্র প্রচারক অদ্বৈতচরণ দত্ত। সন্ধ্যায় প্রচারকদের পুনর্মিলন 'বিশেষ কার্যক্রমে' কেশবতীর্থ হয়ে ওঠে আবেগ মথিত। কার্যক্রম পরিচালনা করেন জেলা কার্যবাহ শিবাজীপ্রসাদ মণ্ডল।

প্রয়াত ব্রহ্মচারী জ্যোতির্ময় চৈতন্যমহারাজের জন্মদিবস পালন

গত ২৮ ফেব্রুয়ারি বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ ও রাষ্ট্রপতি পুরস্কারপ্রাপ্ত তথা রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের হুগলী বিভাগ সঙ্ঘচালক প্রয়াত ব্রহ্মচারী জ্যোতির্ময় চৈতন্যমহারাজের শুভ জন্মদিবস পালিত হয় মহাসাড়ম্বরে। তাঁর প্রতিষ্ঠিত বিদ্যালয়ে তাঁর মর্মর মূর্তিতে মাল্যদান করেন বিশিষ্ট মানুষজন। উপস্থিত ছিলেন রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের প্রচারক অরবিন্দ দাশ, সুন্দর পাল, আনন্দমোহন দাস, জেলা প্রচারক হরনাথ দে, হরিপাল নিবাসী আশুতোষ দে প্রমুখ। সারাদিনব্যাপী সেবাকাজের মাধ্যমে নানান কার্যক্রম অনুষ্ঠিত হয়। ৮ জন মহিলা সমেত মোট ৫০ জন রক্তদান করেন। ৭৩ জনের চক্ষু পরীক্ষা করানো হয় লায়ন্স ক্লাবের সহযোগিতায়। ফিজিওথেরাপি করানো হয় ১৭ জনের।

৩৩ জনের সুগার ও ২৫ জনের ইউরিক অ্যাসিড পরীক্ষা করানো হয়। এই সমস্ত সেবাকাজের জন্য গ্রামবাসীদের মধ্যে খুব আনন্দের সঞ্চার হয়। সমস্ত কার্যক্রমটি পরিচালনা করেন অদ্বৈতনাথ দে ও প্রশান্ত কুমার দাস।

ভারত-পরিক্রমায় সন্ত সীতারাম শিলিগুড়িতে

‘‘প্রকৃত ভারতবর্ষ গ্রামেই দেখা যায়। গ্রাম থাকলে ভারত ও ভারতবাসী বাঁচবে, গ্রাম থেকে শহরে পালানো বন্ধ হবে। জল, জমি, জঙ্গল, গ্রাম্য পরিবেশ, গাছ, দেশি গোরু রক্ষা করতে সংকল্প গ্রহণ করে কাজ করতে হবে। তবেই গান্ধীজীর স্বপ্নের গ্রামরাজ্য-রামরাজ্য গড়ে তোলা সম্ভব। গ্রামের কুটীর শিল্পকে রক্ষা করতে হবে।’’ গ্রামবাসীকে এই বার্তা দেওয়ার জন্য সন্ত সীতারাম ২০১২ সালের ৯ আগস্ট কন্যাকুমারী থেকে ভারত পরিক্রমা পদযাত্রায় বের হয়েছেন। প্রতিদিন ১২ থেকে ১৫ কিলোমিটার পদব্রজে গ্রাম থেকে গ্রামান্তরে যাচ্ছেন। সঙ্গে ইচ্ছুক ও উৎসাহী গ্রামবাসী যুবক-যুবতী, বৃদ্ধ, গৃহবধূ সামনে পিছনে বিবিধবর্ণের পতাকা নিয়ে তার সঙ্গী হয়ে এগিয়ে নিয়ে চলেছেন।

গত ৫ মার্চ চৌদ্দটি রাজ্য অতিক্রম করে তিনি বিহার থেকে উত্তরবঙ্গে নকশালবাড়ির কাছে বুড়াগঞ্জে প্রবেশ করেছেন। ৬ মার্চ হাতিডোবা। ৭ মার্চ সকাল সাড়ে আটটা নাগাদ সন্ত সীতারামজীর ‘ভারত পরিক্রমা পদযাত্রা’ নকশালবাড়ির নিকটস্থ হাতিঘিঁসা গ্রামে এসে পৌঁছয়। হাতিঘিঁসা গ্রামের ভূপেন্দ্রনাথ রায়ের বাড়িতে সন্ত সীতারাম আতিথ্য গ্রহণ করেন। সকাল ৯টায় পথসভায় গ্রামের দুই শতাধিক আবাল-বৃদ্ধ-বণিতা উপস্থিত ছিলেন। আধঘণ্টার গ্রাম গঠনের জন্য করণীয় বিষয়ে বক্তৃতা করেন হাতমাইকে পথে দাঁড়িয়েই। ভূপেনবাবুর পুত্র ও পুত্রবধূ পথ ধুইয়ে মুছিয়ে সন্তবন্দনা ও চরণবন্দনা করেন। ঘড়ির কাঁটা মেনে সকাল ১০টায় যুবক-যুবতীদের এক ঘরোয়া বৈঠক নেন। বৈঠকে গ্রামকে ক্ষুধামুক্ত, রোগ-শোকমুক্ত, সমতা- মমতাযুক্ত, আনন্দময়, সবুজে সুশোভিত করে গড়ে তোলার জন্য করণীয় কাজ সহজ সরল ভাষায় ব্যাখ্যা করে ছ'টি সূত্র দেন।

 শ্রমসেবা— স্বচ্ছতাযুক্ত গ্রাম। অক্ষর সেবা— প্রতিদিন একজনকে (নিরক্ষর) একটি অক্ষর বোধ করানো। অক্ষর দান। একজন ক্ষুধার্তকে অন্ন দান। সবুজ বাঁচানো— বৃক্ষ দান। সপ্তাহে একটি গাছ লাগানো। ব্যসন— নেশা বর্জন। সবাই মিলে বোঝানো প্রয়োজনে জোরপূর্বক নেশা ত্যাগ। চরিত্রবান, বিদ্যা দান। প্রত্যেকের অন্তরে ভগবান, নর সেবাই নারায়ণ সেবা, জনসেবাই জনার্দন সেবা।

ওই ছয়টি কাজ ঠিকভাবে করার জন্য যুবমণ্ডলী, মাতৃমণ্ডলী ও প্রৌঢ়মণ্ডলী গঠনের কাজ। মাসে প্রমুখদের একবার বৈঠক। বিশেষজ্ঞদের দিয়ে প্রশিক্ষণ। গ্রাম পরিক্রমা নিত্য নিয়মিত। বিকেলে ৩টা থেকে সাড়ে চারটা পর্যন্ত। গৃহ সম্পর্ক। তারপর গ্রামের সবাইকে নিয়ে সভা ও প্রবচন। আত্মবিস্মৃতির জন্য ভারতের আমাদের দুরবস্থা। সবাইকে কিছু কাজ করিয়ে নেওয়ার জন্য অঙ্গীকার। আবার সন্ধ্যা ৭টায় পরিবার প্রবোধন বৈঠক।

কেশবচন্দ্র স্মৃতিরক্ষা সমিতির ২৬তম রক্তদান শিবির

কেশবচন্দ্র চক্রবর্তী স্মৃতিরক্ষা সমিতির উদ্যোগে গত ১ মার্চ সকাল থেকে সমিতির প্রধান কার্যালয় ১৬৪ শিবপুর, হাওড়ায় এক রক্তদান শিবির অনুষ্ঠিত হয়। ওয়েস্ট বেঙ্গল স্টেট ব্লাড ট্রান্সফিশান কাউন্সিল-এর সহযোগিতায় ৩৮ জন রক্তদান করেন। কার্যক্রমে শিবপুর অঞ্চলের বিশিষ্ট চিকিৎসক তথা রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের হাওড়া মহানগর সঙ্ঘচালক সুধীর কুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, ভারতীয় জনতা পার্টির পশ্চিমবঙ্গের সংগঠন সম্পাদক অমল চট্টোপাধ্যায় প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন।

কুমারগঞ্জের হিন্দুধর্ম সংস্কৃতি সম্মেলন

দক্ষিণ দিনাজপুর জেলার কুমারগঞ্জ ভারত সেবাশ্রম সঙ্ঘে গত ৯ ও ১০ মার্চ হিন্দুধর্ম সংস্কৃতি সম্মেলন ও বৈদিক যজ্ঞানুষ্ঠান হয়। প্রথমদিন গৈরিক পতাকা উত্তোলনের মধ্য দিয়ে অনুষ্ঠানের সূচনা করেন স্বামী অনুপমানন্দজী মহারাজ। তারপর রক্তদান শিবির। ‘প্রণবানন্দ বিদ্যাপীঠের’ ছাত্র-ছাত্রীরা নাচ, গান, আবৃত্তি পরিবেশন করে। দ্বিতীয় দিন শোভাযাত্রা-সহ আত্রেয়ী নদী থেকে অভিষেক বারি আনয়ন ও পূজা, প্রসাদ বিতরণ, হিন্দুধর্ম সম্মেলন। উল্লেখ্য, প্রথমদিন স্বেচ্ছারক্তদান শিবিরে স্থানীয় যুবকরা রক্তদান করেন।

শোকসংবাদ

কোচবিহার জেলা সঙ্ঘচালক ধনমন্ত কার্যীর মাতৃদেবী করুণাময়ী কার্যী গত ১৫ মার্চ ৯০ বছর বয়সে পরলোকগমন করেন। তিনি ৬ পুত্র ও নাতি-নাতনি রেখে গেছেন।

***

রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের মুর্শিদাবাদ জেলার বহরমপুর নগরের স্বয়ংসেবক তথা ভারতীয় জনতাপার্টির সহ-জেলা সভাপতি বিনয়ভূষণ দাসের মাতৃদেবী গত ৬ মার্চ পরলোকগমন করেন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৮৯ বছর। তিনি ৩ পুত্র, ১ কন্যা ও নাতি-নাতনিদের রেখে গেছেন।

শক্তিপুরে পরিবার প্রবোধন কার্যক্রম

গত ৮ মার্চ বিকালে মুর্শিদাবাদ জেলার শক্তিপুর খণ্ডের বাছড়া গ্রামে পরিবার প্রবোধন উপলক্ষে একটি মাতৃসম্মেলনের আয়োজন করা হয়। সম্মেলনে ৫০টি পরিবার থেকে ৭০ জন মা-বোন উপস্থিতি ছিলেন। মূল বক্তা হিসেবে ছিলেন আর এস এসের উত্তরবঙ্গ পরিবার প্রবোধন প্রমুখ মটুকেশ্বর পাল। এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন বিশিষ্ট শিক্ষক অভিজিৎ মণ্ডল এবং মুর্শিদাবাদ জেলা ক্রীড়া বিভাগ প্রমুখ জয়দেব মণ্ডল, শক্তিপুর মহকুমা ব্যবস্থা প্রমুখ সুমন্ত গনাই। সমগ্র অনুষ্ঠানটি পরিচালনা করেন রামনগর-বাছড়া মণ্ডল কার্যবাহ নরেন বিশ্বাস।

নাগাভূমিতে মাতৃসম্মেলন

গত ১১ ফেব্রুয়ারি নাগাভূমির ডিমাপুর নগরে দুর্গাবাহিনীর উদ্যোগে এক মাতৃসম্মেলনের আয়োজন করা হয়। সম্মেলনে ৩৫০ জন মা-বোন-সহ অনেক গণ্যমান্য নাগরিক উপস্থিত ছিলেন। বিশ্ব হিন্দু পরিষদের কেন্দ্রীয় সংগঠন সম্পাদক চম্পত রায় দীপপ্রজ্বলন এবং আচার্য সন্তোষ শাস্ত্রী বেদমন্ত্রোচ্চারণ করে সম্মেলনের উদ্বোধন করেন। মাতৃসম্মেলন সফল করতে শশী দুবের নেতৃত্বে জুলি সোনোওয়াল, বিনীতা জিগদুঙ্গ, দেবিকা রায়, মঞ্জু মেচ এবং রেনু সিংহ প্রধান ভূমিকায় ছিলেন।

নাগাভূমিতে হিন্দু সম্মেলন

বিশ্ব হিন্দু পরিষদের সুবর্ণ জয়ন্তীবর্ষ উপলক্ষে গত ১ ফেব্রুয়ারি উত্তর-পূর্বাঞ্চলের নাগাভূমির ডিমাপুর শহরের পুরনো বাজারে শঙ্কর মন্দিরে এক হিন্দু সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। সম্মেলনে বিশ্ব হিন্দু পরিষদের কেন্দ্রীয় মার্গদর্শকমণ্ডলীর সদস্য স্বামী চিন্ময়ানন্দ মহারাজ উপস্থিত ছিলেন। এছাড়াও উত্তর-পূর্ব ক্ষেত্র সংগঠন সম্পাদক দীনেশচন্দ্র উপাধ্যায়, সম্মেলনের স্বাগত সমিতির অধ্যক্ষ সুগনচাঁদ বাজারী এবং অসম প্রান্তের মঠমন্দির অর্চক প্রমুখ প্রবোধ কুমার মণ্ডল প্রমুখ। সম্মেলনে ২ বাজারেরও বেশি নাগরিক উপস্থিত ছিলেন। অনুষ্ঠানে নাগাভূমির পরম্পরাগত নৃত্য-গীত পরিবেশিত হয়।

জাতীয়তাবাদী বাংলা সংবাদ সাপ্তাহিক

স্বস্তিকা

পড়ুন ও পড়ান

প্রতি কপি ১০ টাকা

বার্ষিক গ্রাহকমূল্য

৪০০ টাকা

বছরের যে কোনো সময় গ্রাহক হওয়া যায়।

শ্রদ্ধা'র শ্রদ্ধাঞ্জলি

গত ৭ মার্চ 'শ্রদ্ধা'র ৫৯ ও ৬০তম শ্রদ্ধাঞ্জলি প্রদান করা হয় মেদিনীপুর নগরের বিশিষ্ট নাগরিক, শিক্ষক, বিপ্লবী এবং রামকৃষ্ণ ভাবধারার ধারক-বাহক হরিপদ মণ্ডল ও তাঁর সহধর্মিণী শ্রীমতী অলকা মণ্ডলকে। ওইদিন সন্ধ্যায় মেদিনীপুর নগরের বহু বিশিষ্ট নাগরিকের উপস্থিতিতে অনুষ্ঠানটি শ্রীমণ্ডল মহাশয়ের বাড়িতেই ভাবগম্ভীর পরিবেশে অনুষ্ঠিত হয়।

ওঙ্কার ধ্বনি দিয়ে অনুষ্ঠানের শুভ সূচনা হয়। তার আগে হরিপদবাবুর হাত দিয়ে তাঁর বাস্তুভিটায় একটি বকুল গাছের চারা রোপণ করা হয়। অনুষ্ঠানে মঙ্গলদীপ প্রজ্বলন করেন সঙ্ঘের প্রাক্তন বিভাগ সঙ্ঘচালক ও আইনজীবী লহর মজুমদার। বিভিন্নভাবে ও বিভিন্ন উপাচারে শ্রদ্ধার পক্ষে তাঁদের শ্রদ্ধা জানান। তাঁদের কন্যা আমেরিকা প্রবাসী সুমিতা মণ্ডল ও শ্রদ্ধার পক্ষে সুতপা চক্রবর্তী। মানপত্র পাঠ করেন নাট্যকর্মী ও কমপিউটার প্রশিক্ষক শান্তনু দাস ও সুতপা চক্রবর্তী। শ্রদ্ধার ভাবনার উপর প্রাস্তবিক বক্তব্য রাখেন বিশ্বনাথ চক্রবর্তী। অনুষ্ঠান শেষে উপস্থিত সকলে পুষ্পাঞ্জলি ও প্রণাম নিবেদন করে মণ্ডল দম্পতিকে শ্রদ্ধা নিবেদন করেন। সমগ্র অনুষ্ঠানটি সঞ্চালনা করেন সিউড়ী বেণীমাধব বিদ্যালয়ের ইতিহাসের শিক্ষক পতিতপাবন বৈরাগ্য। সকলকে কৃতজ্ঞতা ও ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন শ্রদ্ধার সম্পাদক লক্ষ্মণ বিষ্ণু।

প্রশান্ত মণ্ডল বলিদান দিবস উদযাপন

গত ১৬ মার্চ দক্ষিণ দিনাজপুর জেলার মুরারীপুর শাখার সঙ্ঘস্থানে প্রশান্ত মণ্ডল বলিদান দিবস উদ্‌যাপিত হয়। এদিন রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের বিভিন্ন শাখার স্বয়ংসেবকরা সঙ্ঘস্থানে উপস্থিত হয়ে প্রশান্ত মণ্ডলের প্রতি শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করে। স্মৃতিচারণ করেন প্রশান্ত মণ্ডলের ভাইঝি চম্পা মণ্ডল এবং প্রান্ত সহ-বৌদ্ধিক প্রমুখ সিদ্ধার্থ রায়চৌধুরী ও প্রান্ত সহ-সম্পর্ক প্রমুখ প্রদীপ সাহা। উল্লেখ্য, ১৯৮৪ সালে ১৬ মার্চ সঙ্ঘস্থানে শাখা চলাকালীন দুষ্কৃতীরা প্রশান্ত মণ্ডলকে হত্যা করে।

ভঁওরলাল মল্লাবত ব্যাখ্যানমালা

গত ১৫ মার্চ কলকাতার প্রাচীনতম হিন্দী পুস্তকালয়, 'বড়বাজার লাইরেরি'তে সন্ধ্যা ৬টায় ১৫তম ভঁওরলাল ব্যাখানমালার আয়োজন করা হয়। আচার্য বিষ্ণুকান্ত শাস্ত্রী সভাগারে 'কাশ্মীর : সমস্যা অথবা সমাধান' বিষয়ে আলোচনায় মুখ্য বক্তা ছিলেন ড. কুলদীপ অগ্নিহোত্রী। অনুষ্ঠানে সাপ্তাহিক বর্তমান পত্রিকার সম্পাদক প্রবীণ সাংবাদিক রন্তিদেব সেনগুপ্ত সভাপতিত্ব করেন।

কার্যক্রমে সক্রিয় ভূমিকায় ছিলেন জয়গোপাল গুপ্তা, অরুণ প্রকাশ মল্লাবত, ড. প্রেমশঙ্কর ত্রিপাঠী, নন্দলাল শাহ, বংশীধর শর্মা, নন্দলাল সিংহানিয়া, মহাবীর বজাজ, সুনীল মোর, চন্দ্রকান্ত জৈন, সত্যেন্দ্র সিংহ অটল, রামগোপাল সুঙ্খা, শ্রীমতী দুর্গা ব্যাস প্রমুখ।

নান্দীপট আয়োজিত নারীর মঞ্চ

বিকাশ ভট্টাচার্য

শুরুটা হয়েছিল ১৯৯২ সালে। আন্তর্জাতিক নারী দিবসকে স্মরণে রেখে ৮ মার্চ থেকে এক সপ্তাহব্যাপী কেবলমাত্র নারী পরিচালকদের নাটক নিয়ে উৎসব হয় 'নারীর মঞ্চ'। আয়োজক নান্দীপট নাট্যসংস্থা। আশার কথা, ভারতীয় থিয়েটারে আজ শক্তিশালী নারী নির্দেশকের কোনো অভাব নেই। উৎসব উপলক্ষে প্রতি বছরই একজন প্রবীণ নাট্যব্যক্তিত্বকে সম্মান জানানো হয়। এ বছর এই সম্মান পেলেন বিশিষ্ট অভিনেত্রী, নির্দেশিকা সর্বোপরি দক্ষ নাট্যশিক্ষিকা সোহাগ সেন। তাঁর হাতে সম্মান তুলে দেন আরও এক প্রবীণা অভিনেত্রী চিত্রা সেন। প্রায় ৪০ বছর ধরে বাংলা থিয়েটারে নানা ধরনের নাটক উপহার দিয়েছেন, বৈচিত্র্যময় নানা চরিত্রে অভিনয় করেছেন সোহাগ সেন। ১৯৮৩-তে প্রতিষ্ঠা করেছেন নিজের নাট্যগোষ্ঠী অনসম্বল। গিরিশ মঞ্চে আয়োজিত এই উৎসবে অভিনীত হয়েছে পৌলোমী চট্টোপাধ্যায়ের 'কালমৃগয়া', সঙ্গীতা পালের 'রস', তুলিকা দাসের 'তোমারে স্মরণ করি রূপকার', সুমনা চক্রবর্তীর 'এক নারী কাদম্বরী', সোহিনী সেনগুপ্তর 'বিপন্নতা', সীমা মুখোপাধ্যায়ের 'ছায়াপথ', অবন্তী চক্রবর্তীর 'লেডি ম্যাকবেথ' এবং অসম থেকে আগত উইংস থিয়েটারের কিসমত বানো পরিচালিত 'হেলেন'।

কিসমত বানো।

হেলেন চরিত্রে কিসমত বানো।

বছর বাইশের কিসমত বানো চেহারাতেও ছোটখাটো। দেখে মনে হয় না ওই ছোট্ট চেহারার মধ্যে এমন এক আগুন লুকিয়ে আছে। অভিনয়ের শুরু অসমের প্রতিষ্ঠিত নাট্যদল সীগল-এ ভাগীরথী ও বাহরুল ইসলামের তত্ত্বাবধানে। এরপর নিজে প্রতিষ্ঠা করেছেন উইংস থিয়েটার। অন্ধ ও বধির হেলেন কেলার-এর উত্তরণে কাহিনি আমরা সবাই জানি। হেলেনের এই উত্তরণ কিসমতকে উদ্বুদ্ধ করে তাঁর জীবন নিয়ে— লড়াই নিয়ে নাটক লিখতে। শুধু লিখলেনই না। নাটকটি পরিচালনা করলেন এবং হেলেনের ভূমিকায় অভিনয়ও করলেন।

ঘটনার সূত্রপাত ১৮৮৭ সালে আলবামায় স্বয়ং অন্ধ অ্যানে দায়িত্ব নিলেন বধির ও অন্ধ ৭ বছরের হেলেনের মুখে কথা ফোটাতে। ইতিমধ্যে মা-বাবার অনুকম্পা মিশ্রিত প্রশ্রয়ে হেলেন হয়ে উঠেছে জেদি, উচ্ছৃঙ্খল। অ্যানে প্রথমেই হেলেনকে মা-বাবার আওতা থেকে সরিয়ে নিয়ে এলেন এক খামার বাড়িতে। সেখানে কঠোর অধ্যবসায়ে অত্যন্ত ধৈর্যের সঙ্গে স্পর্শ বা টাব্‌থেরাপির মাধ্যমে চেষ্টা করতে লাগলেন হেলেনের মুখে ভাষা ফোটাতে। প্রকৃতির স্পর্শে, বৃষ্টির ধারায় হেলেন ধীরে ধীরে কীভাবে কথা বলতে শিখলেন— এই নিয়েই এক ঘণ্টার নাটক 'হেলেন'।

এক অন্ধ বধির চরিত্রে কিসমতের অভিনয় এক কথায় মর্মস্পর্শী। এত সুন্দরভাবে হেলেন চরিত্রটিকে মূর্ত করেছে যা না দেখলে বিশ্বাস করা যায় না। পরিচালনার কাজেও তার মুন্সিয়ানা লক্ষ্য করার মতো। সহ অভিনেতা-অভিনেত্রীদের মধ্যে গার্গী দত্ত, কমল লোচন, পক্ষী কাশ্যপ, জ্যোতিষ্মান শর্মা, দিব্যাস্নাতা তালুকদার প্রমুখ শিল্পীর দলগত অভিনয় প্রশংসনীয়। সঙ্গীত আয়োজনে তনুজ এক অপূর্ব পরিবেশ সৃষ্টি করেছেন। আলোয় রাজীব মেধী নাটকে কাঙ্ক্ষিত মেজাজ আনতে পেরেছেন। এক কথায় দশ-বারোজনের এই ছোট্ট নাট্যগোষ্ঠী ভবিষ্যতে অনেকদূর যাবে একথা জোর গলায় বলা যায়। প্রসঙ্গত বলে রাখি কিসমত বানো সংস্কার ভারতী গৌহাটি শাখার সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িত। প্রথম প্রযোজনাতেই কিসমত আমাদের মনে যে আশা জাগিয়েছে— তাতে মনে হয় থিয়েটারে সে নিজের জায়গা পোক্ত করে নেবে।

শব্দরূপ-৭৪২ ডাঃ শান্তনু গুড়িয়া

১		২	৩	■	৪		৫
	■	৬		৭		■	
৮	৯	■	১০			■	
১১		১২	■	১৩		■	■
■	■	১৪	১৫	■	১৬	১৭	১৮
১৯	■	২০		২১	■	২২	
	■	২৩			২৪	■	
২৫			■	২৬			

সূত্র :

পাশাপাশি : ১. ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর-প্রণীত গ্রন্থ 'সীতার—', **৪.** বৈশেষিক-দর্শন প্রণেতা, **৬.** মেলামেশা, আত্মীয়তা, **৮.** বিষ্ণুর সপ্তম অবতার, **১০.** ছান্দোগ্য উপনিষদে উল্লিখিত সত্যকাম-জননী, **১১.** চাঁদোয়া, পান্ডাল, **১৩.** ফলে থাকে, কাব্যেও থাকে, **১৪.** নর্মদা নদী, **১৬.** যমালয়, জাহান্নম, **২০.** সিক, কাঠি, **২২.** মান্য; অভিমানী, **২৩.** তুলসী বা রুদ্রাক্ষের মালার গুটিকার সাহায্যে ইষ্টদেবের নামকরণ, **২৫.** বৈদিক যুগের নৃপতি, চণ্ডীতে প্রসিদ্ধ, **২৬.** নাভি পর্যন্ত লম্বিত হার।

উপর-নীচ : ২. কৃষ্ণের বৈমাত্র ভ্রাতা, **২.** ছাড়, বর্জন, **৩.** স্বাভাবিক; সোজা, **৪.** ব্রহ্মা, **৫.** ক্রিয়াকর্মের, অন্তে পুরোহিত ব্রাহ্মণ-এর প্রাপ্য অর্থ, **৭.** বৃক্ষের নির্যাস হইতে প্রস্তুত স্থিতিস্থাপক দ্রব্য, **৯.** মাড়, কাই-এর তুল্য জিনিস, **১২.** জৈন তীর্থঙ্কর; ওই নামে পর্বত (ছোটনাগপুরে), **১৫.** চাউল বহিবার নৌকাবিশেষ, **১৭.** লক্ষ্মী, **১৮.** কড়ে আঙ্গুল, **১৯.** মৃত, **২১.** অঞ্জন, **২৪.** মাংস।

সমাধান
শব্দরূপ-৭৩৯
সঠিক উত্তরদাতা
শৌনক রায়চৌধুরী
কলকাতা-৯
সুশীল কয়াল
কলকাতা - ৬

■	মে	ছো	কু	মি	র	■	■
■	■	ট্ট	■	হি	জ	ল	■
আ	র	জি	ক	র	■	পে	রু
কু	■	জ্ঞা	■	■	ক	টা	ক্ষ
মা	ক	সা	■	■	থা	■	মূ
র	স	■	দা	দা	র	কী	র্তি
■	বা	গ	দি	■	ক	■	■
■	■	জা	মা	র	থা	ন	■

শব্দরূপের উত্তর পাঠান আমাদের ঠিকানায়।
খামের ওপর লিখুন 'শব্দরূপ'।

□ ৭৪২ সংখ্যার সমাধান আগামী ১৩ এপ্রিল ২০১৫ সংখ্যায়

লেখক-লেখিকাদের প্রতি

□ ভারতীয় সংস্কৃতি ও মূল্যবোধের প্রতি অনুকূল লেখাই প্রকাশ করা হয়।

□ যে কোনো রকম লেখা, তা চিঠিপত্র, সংবাদ বা আলোচনা যাই পাঠান না কেন, কাগজের একপিঠে পরিষ্কার হাতের লেখায় দু'দিকে যথেষ্ট মার্জিন বা ফাঁক রেখে পাঠাতে হবে। অথবা টাইপ করে বা সিডি-তে পাঠালে ভালো হয়। কোনো লেখারই ফটোকপি গ্রাহ্য হবে না। লেখক বা লেখিকার নাম, পুরো ঠিকানা, ফোন নম্বর থাকা অবশ্যই দরকার এবং সংক্ষিপ্ত পরিচিতি থাকা বাঞ্ছনীয়। অমনোনীত লেখা ফেরত দেওয়া সম্ভব নয়।

□ চিঠিপত্র বিভাগে লেখা পাঠালে খামের উপর 'চিঠিপত্র' কথাটি অবশ্যই লিখবেন। 'চিঠিপত্র' **১৫০টি** শব্দের মধ্যে হতে হবে। একই কথা প্রযোজ্য শব্দছকের ক্ষেত্রে। খামের উপর 'শব্দরূপ' লিখতে হবে।

□ ভ্রমণ বিষয়ক লেখার সঙ্গে প্রাসঙ্গিক ছবি (ফটো প্রিন্ট) পাঠানো বাঞ্ছনীয়। অন্যান্য ধরনের লেখার ক্ষেত্রেও প্রাসঙ্গিকতা বিবেচনায় ছবি পাঠানো যেতে পারে।

□ পূর্বে প্রকাশিত কোনো লেখা গ্রাহ্য হয় না। পুনঃ প্রকাশের ক্ষেত্রে স্বস্তিকা-র সম্পাদকীয় বিভাগই লেখা নির্বাচন করে থাকে।

□ গ্রন্থ-সমালোচনার জন্য দু'টি বই পাঠাবেন।

□ স্বস্তিকায় প্রদত্ত লেখা অন্যত্র পাঠানো অনুচিত। এক বছরের মধ্যে লেখা প্রকাশিত না হলে আমাদের জানিয়ে অন্যত্র পাঠানো যেতে পারে।

□ লেখার মধ্যে কোনো উদ্ধৃতি থাকলে তার সূত্র অর্থাৎ গ্রন্থের নাম, গ্রন্থকার, প্রকাশক, সংস্করণ, পৃষ্ঠা ইত্যাদি পরিষ্কার ভাবে উল্লেখ থাকা প্রয়োজন।

□ রচনা মনোনয়ন ও প্রকাশনার ব্যাপারে (পরিবর্তিত/ পরিমার্জিত) সম্পাদকের সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত।

□ লেখার সঙ্গে মূল্যবান নথিপত্র থাকলে তা লেখক-লেখিকারা নিজ উদ্যোগে ফিরিয়ে নেবেন।

।। চিত্রকথা।। বান্দা বৈরাগী।। ২০

PIONEER®
EXERCISE BOOK
Manufacturer of Exercise Book
& Office Stationery

PIONEER PAPER CO.
74, Bellaghata Main Road, Kolkata 700 010 India. Phone +91 33 2370 4152 / 2373 0556, Fax +91 33 2373 2596
Email pioneerpaperco@gmail.com, www.pioneerpaper.co

কোটিপতি হোন !
নিজের স্বপ্ন গুলোকে বাস্তবে রূপ দিন
মিউচুয়াল ফাণ্ডে SIP করুন
১০০০ টাকা প্রতি মাসে যারা ১৯৯৫ সাল থেকে ২০১৩ পর্যন্ত
SIP-তে নিয়মিত বিনিয়োগ করেছেন তাদের প্রত্যেকের
ফান্ড ভ্যালু বর্তমানে ৩২ লাখ টাকা।
যোগাযোগ ঃ দেবাশিষ দীর্ঘাঙ্গী, শুভাশিষ দীর্ঘাঙ্গী
DRS INVESTMENT
Mutual Fund | Insurance | Fixed Deposit | Bond
9830372090
9 33359382
মিউচুয়াল ফাণ্ডে বিনিয়োগ বাজারের ঝুঁকির শর্তাধীন। যোজনা সংশ্লিষ্ট নথি যত্ন সহকারে পড়ুন।

নাসিক-ত্র্যম্বকেশ্বরে পূর্ণকুম্ভমেলা

২০১৫

১৪ই জুলাই থেকে ২৫শে সেপ্টেম্বর পর্যন্ত স্নান চলবে

নাসিক রোড স্টেশন থেকে নাসিক শহর ১১ কিমি ও ত্র্যম্বকেশ্বর আরও ৩৩ কিমি। ত্র্যম্বকেশ্বর জ্যোতির্লিঙ্গ মন্দির এবং পাহাড়ের ওপর গোদাবরী নদীর উৎস। মেলা বড় হওয়ায় নাসিক শহরের কাছে রামঘাট গোদাবরী নদীর তীরে বড় মেলা বসে। এখানে প্রচুর বৃষ্টিপাতের জন্য বাড়ি ও হোটেল ভাড়া করা হয়েছে।

স্নানের দিন

১৪ জুলাই মঙ্গলবার সিংহ রাশিতে বৃহস্পতি প্রবেশ, কুম্ভ আরম্ভ ও ধ্বজা স্থাপন — ৩০০০ টাকা

১৪ আগষ্ট শুক্রবার স্নান — ৩০০০ টাকা (৫ দিন)

১৭ আগষ্ট সোমবার স্নান — ৪০০০ টাকা (৫ দিন)

২৬ আগষ্ট বুধবার স্নান— ৩০০০ টাকা (৫ দিন)

২৯ আগষ্ট শনিবার শাহী স্নান— ৪০০০ টাকা (৫ দিন)

১৩ সেপ্টেম্বর রবিবার শাহী ও মুখ্য স্নান — ৫০০০ টাকা (৫ দিন)

২৫ সেপ্টেম্বর শুক্রবার শাহী স্নান — ৪০০০ টাকা (৫ দিন)

ফাঁকা দিনগুলিতে গেলে ২০০০ টাকা করে লাগবে।

জেনে রাখুন কুম্ভের যোগ প্রতি মুহূর্ত, কামনা সঙ্কল্প করে স্নান ও দান করলে ফল হয়।

এখন ১২০ দিন আগে রেলের টিকিট দিচ্ছে, টিকিট কেটে রাখুন।

রামকৃষ্ণ আশ্রমের সাধুদের বিনা খরচে থাকা খাওয়ার ব্যবস্থা আছে। অনুমতি নিন।

বিভিন্ন রামকৃষ্ণ আশ্রম আমাদের কুম্ভমেলা ক্যাম্পে অংশ নিতে পারেন।

ছোট জায়গা বলে স্থান সীমিত, সেই কারণে এখনই বুক করুন।

ভক্ত, বন্ধু ও যাত্রীদের কাছে আবেদন সাধু ভাণ্ডারার জন্য দান করুন।

রামকৃষ্ণ আশ্রম, ৬৭, ধর্মতলা স্ট্রীট (লেনিন সরণী), তালতলা, কলকাতা - ৭০০ ০১৩

ফোন ঃ ০৩৩ ২২৬৫ ৬৭০৪, মো ঃ ৯৪৭৭৯৪৩৪৯৭

Swachchha Bharat Swabolombee Bharat

How to build a nice home, think of us

WE PROVIDE :-

 Low Cost readymade Latrine (Toilet) Low Cost House Low Cost Domestic Dustbin & Domestic Biogas Plant Heat & Waterproof Solution for your heated roof.

Contact

ABC ENGINEERS & SERVICES

"PARK PLAZA" Room No. 11 & 12, 71, Park Street, Kolkata - 700 016

98311 85740, 98312 72657,Visit Our Website : www.calcuttawaterproofing.com

Swastika Weekly, RNI No. 5257/57 Postal Registration No. Kol. RMS/48/2013-2015
30 March - 2015

প্রকাশিত হবে ১৩ই এপ্রিল '১৫

স্বস্তিকা

মূল্য ১৫ টাকা

নববর্ষ বিশেষ সংখ্যা – ১৪২২

উত্তরবঙ্গের উন্নয়ন কোন পথে?

প্রশাসনের অপেক্ষা না রেখেই পশ্চিমবঙ্গে গঙ্গার উত্তরপাড়ের মানুষ নিজেদের উত্তরবঙ্গ বলে পরিচয় দেয়। নদী-নালা, খালবিল, পুকুরে ভরা এই অঞ্চলের মানুষ মূলত কৃষিজীবী। শিল্প বলতে চা-বাগিচা। যদিও সারা শরীরে নানা শিল্প-সম্ভারের উপকরণ সাজিয়ে রেখে অপেক্ষা করছে তার অহল্যাভূমিতে কোনো রামের উপস্থিতি। অন্যদিকে দার্জিলিং-এর হিমালয় পর্বতমালা, টাইগার হিলের সূর্যোদয়, বক্সা-ডুয়ার্স বনাঞ্চলে বন্যপ্রাণী দর্শন, চা-বাগানের নয়নাভিরাম সৌন্দর্য, নদী-নালা-ঝোড়া, কোচবিহারের রাজস্থাপত্য, প্রাচীন মন্দির ও প্রত্নতত্ত্বের নিদর্শন— সব মিলিয়ে পর্যটনের উর্বর ক্ষেত্র। তবুও তুলনায় পিছিয়ে থাকা উত্তরবঙ্গের উন্নয়ন কোন পথে— তারই খোঁজে কলম ধরেছেন সৌমেন নাগ, দেবব্রত চাকী, সাধন পাল, তরুণ পণ্ডিত, তপন সরকার, অরুণ সাহা, গৌতম সরকার প্রমুখ।

সম্পূর্ণ রঙিন।। সত্বর প্রয়োজনীয় কপি বুক করুন।

দাম : ১০.০০ টাকা